শোণিতের স্বাক্ষর

রিচার্ড ওয়ার্মব্র্যাণ্ড

বর্তমান যুগের শহীদ খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী

শোণিতের স্বাক্ষর

রিচার্ড ওয়ার্মব্র্যাণ্ড
প্রণীত

Tortured for Christ

Bengali Edition

Copyright 2015 Voice Media

info@VM1.global
Web home: www.VM1.global

All rights reserved. No part of the publication may be reproduced, distributed or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic, or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, email the publisher, addressed "Attention: Permission Coordinator," at the address above.

This publication **may not be sold, and is for free distribution** only.

গ্রন্থকার পরিচয়

রিচার্ড ওয়ার্মব্র্যাণ্ড রুমানিয়ার খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর একজন পালক। তিনি কমিউনিষ্ট কারাগারে দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর কাল বন্দী ছিলেন। রুমানিয়ায় বর্তমান কালে রিচার্ড ওয়ার্মব্র্যাণ্ডের মত একজন শ্রদ্ধেয় খ্রীষ্টিয় নেতা, গ্রন্থাকার ও সংস্কারক খুঁজে পাওয়া ভার।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিষ্ট শক্তি রুমানিয়াকে দখল করার সঙ্গে সঙ্গেই যখন মণ্ডলীগুলিকে তারা নিজের স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে দখল ও ব্যবহার করার কর্মসূচী ঘোষণা করল, রিচার্ড ওয়ার্মব্র্যাণ্ড সেই সময় হতেই পদানত রুমানিয়াবাসী ও আক্রমণকারী রুশ সৈন্যদলের মধ্যে সুনিয়ন্ত্রিত ও শক্তিশালী গোপন মণ্ডলীর নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়- সেই সঙ্গে তাঁর স্ত্রী সাবিনা ওয়ার্মব্র্যাণ্ডকেও গ্রেফতার করা হয়। রিচার্ড ওয়ার্মব্র্যাণ্ড তিন বৎসর কাল নির্জন কারাবাসে আবদ্ধ ছিলেন। তারপরে পাঁচটি বৎসর জেরা করা, জিজ্ঞাসাবাদ ও যন্ত্রণার মধ্যে তাঁকে কাটাতে হয়।

খ্রীষ্টিয় নেতা হিসাবে তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতির জন্যই নানা বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা সব সময়ই তাঁর সংবাদের জন্য কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিকে প্রশ্নাদি করতে থাকেন। তাদের প্রায়ই বলা হত যে, রিচার্ড ওয়ার্মব্র্যাণ্ড রুমানিয়া থেকে পালিয়ে গেছেন, গোয়েন্দা পুলিশের সাধারণ বেশধারী লোকেরা তাঁর স্ত্রীর নিকটে সংবাদ দিয়েছে যে, তারা রিচার্ডের সমাধি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রুমানিয়ায় তাঁর সমস্ত বন্ধু ও আত্মীয় বর্গের নিকটে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল।

আট বৎসর পরে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। তিনি মুক্তি পাবার সঙ্গে সঙ্গে আবারও গোপন মণ্ডলীর কাজে ঢুকে পড়েন। দুই বৎসর পরে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে আবার গ্রেফতার করে পঁচিশ বৎসরের জন্য কারাদণ্ড দেয়া হয়।

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের দণ্ড মওকুফ উপলক্ষে তাঁকে আবার মুক্ত করা হয়। কিন্তু তিনি আবারও গোপন মণ্ডলীর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। নরওয়ে খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর নেতৃবৃন্দ এই সময়ে রিচার্ডের তৃতীয় কারারুদ্ধির আশঙ্কায় রুমানিয়া থেকে তাঁর প্রস্থান সম্পর্কে কমিউনিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করেন। কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি এই সময়ে আর্থিক সঙ্কট ও অন্যান্য কারণে তাদের হেফাজতে খ্রীষ্টিয় বন্দীদের বিক্রয় অনুষ্ঠান আরম্ভ করেছিলেন। যেখানে এই সকল বন্দীদের মুক্তি মূল্য ছিল আটশত পাউণ্ড, সেখানে রিচার্ডের মুক্তির মূল্য ধার্য করা হয়েছিল- আড়াই হাজার পাউণ্ড!

১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তিনি ওয়াশিংটনে মার্কিন সিনেটের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সাব কমিটির সামনে কোমর পর্যন্ত অনাবৃত দেহে আঠারোটি গভীরপ্রহার ক্ষতের সাক্ষ্য প্রদর্শন ও বর্ণনা করেন। সারা পৃথিবীর সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রিকাগুলিতে এই সংবাদ বহুল পরিমাণে ও পুনঃ পুনঃ প্রচারিত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে গোপন সূত্রে তাঁকে সাবধান করে দেওয়া হয় যে, রুমানিয়ার কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র তাঁকে হত্যা করার জন্য গোপনে গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছে।

রিচার্ড ওয়ার্মব্র্যাণ্ড কিন্তু চুপ করে থাকতে পারেন নি। সমগ্র পৃথিবী তাঁকে নাম দিয়েছে- "গোপন মণ্ডলীর স্বাধীন কণ্ঠস্বর!"

খ্রীষ্টিয় নেতৃবৃন্দ তাঁকে একজন 'জীবন্ত সাক্ষ্যমর' ও 'লৌহ যবনিকার পৌল' নামে আখ্যাত করেছেন!

সূচীপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
০১।	ভূমিকা	৫
০২।	খ্রীষ্টের জন্য রাশিয়ানদের তীব্র আকাঙ্খা	৭
০৩।	অধিক প্রেম কারও নাই	৩৫
০৪।	পাশ্চাত্যের স্বাধীন দেশগুলোর কর্ম প্রচেষ্টায় মুক্তিপণ দ্বারা আমার মুক্তি লাভ	৫৩
০৫।	খ্রীষ্টের ভালবাসা দিয়ে কমিউনিজমকে (কমিউনিষ্ট মতবাদকে) পরাভূত করা	৫৯
০৬।	গোপন মণ্ডলীর অপ্রতিরোধ্য প্রসার	৯৭
০৭।	খ্রীষ্ট ধর্ম কিভাবে কমিউনিষ্ট মতবাদকে পরাস্ত করছে ..	১৩৭
০৮।	পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টিয়ানেরা কিভাবে সাহায্য করতে পারে .	১৬৩
০৯।	শেষ কথা	১৭৩
১০।	পরিশিষ্ট	১৭৯

ভূমিকা

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে আমি সর্বপ্রথম রুমানিয়ায় প্রবেশ করি। ইতিপূর্বে সমগ্র ইউরোপের মধ্যে কেবলমাত্র আলবেনিয়ায় ও রুমানিয়াতেই আমার আসা হয়নি। কয়েক মাস পূর্ব হতেই আমি যেন ঈশ্বরের নির্দেশ অনুভব করেছিলাম যে, আমাকে সেখানে যেতে হবে। অবশেষে রেভাঃ জন মসেলীর সঙ্গে হাঙ্গারীর সীমান্ত অতিক্রম করে রুমানিয়ায় প্রবেশ করি।

অবিলম্বেই আমরা জানতে পারলাম যে, কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ সকলেই আমাদের গতিবিধির উপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন। তথাপি, স্থানীয় খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর নেতৃবর্গ আমাদের আত্মীয় সূলভ ঘনিষ্ঠতা ও সম্মানজনক আহবান জানালেন এবং খ্রীষ্টাগমন পর্বের প্রথম রবিবারে রাজধানী বুখারেষ্টের জার্মান ব্যাপ্টিষ্ট গীর্জার উপাসনায় আমরা যোগদান করি। এখানে আমরা দুইজনেই আমাদের প্রীতিসম্ভাষণ ও সাক্ষ্য উপস্থাপন করি।

উপাসনার শেষে উপস্থিত অনেকের সঙ্গেই আমাদের আলাপ হয়। এই সময় একজন দীর্ঘাকৃতি ভদ্রলোক আগ্রহপূর্ণ ভঙ্গিতে আমাদের সঙ্গে আলাপ করেন। তিনি বললেন, আমাদের সঙ্গে গোপনে অনেক কথা আছে এবং আমরা তাঁর বাসভবনে আসতে পারব কিনা। রাত্রি প্রায় দশটার সময়ে আমরা রিচার্ড ওয়ার্মব্র্যাণ্ড, তাঁর স্ত্রী ও সন্তান মিহায় যে ঘরে বাস করতেন সেখানে উপস্থিত হলাম।

নীরবে আমরা সেই উপরের কক্ষে প্রবেশ করলাম এবং রিচার্ড- যার সম্বন্ধে পশ্চিমের সমস্ত স্থানে আমরা প্রচুর বিবরণী পেয়েছি- তিনি তাঁর অভিজ্ঞতামূলক জীবনকাহিনীর বিবরণ দিলেন। এই সময়ে তাঁর পুত্র মিহায় এবং পরে তাঁর স্ত্রী মিসেস সাবিনা ঘরের বাইরে দেখে এসে

বললেন যে, আমাদের ঘরটি পুলিশ ঘিরে ফেলেছে এবং তাদের গাড়ী ঘরের বিপরীত দিকে অপেক্ষারত আছে।

আমরা জানতাম না- কতক্ষণ পুলিশ অপেক্ষা করবে বা তাদের আসার উদ্দেশ্য কি? রিচার্ড ওয়ার্মব্র্যাণ্ডের কথা শেষ হলে আমরা প্রার্থনা করতে শুরু করলাম। এই অবিস্মরণীয় প্রার্থনার কথা আজও আমার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে জেগে আছে। ঈশ্বরের নিকটে তাঁর সেবক ও ভৃত্যদের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই সে রাত্রে আমরা প্রার্থনা করেছিলাম। রিচার্ড ওয়ার্মব্র্যাণ্ডের দেহের প্রহার ক্ষতগুলি আমরা দেখেছিলাম এবং নির্যাতন মহিমায় উদ্ভাসিত তাঁর মুখমণ্ডলের ঔজ্জ্বল্যও আমরা নিরীক্ষণ করেছিলাম।

ঈশ্বর আমাদের সেই রাত্রের প্রার্থনা শুনেছিলেন। প্রার্থনার শেষে পুনরায় ঘরের বাইরে এসে আমরা দেখি, পুলিশ বা পুলিশের গাড়ী সবই চলে গেছে।

জীবনে এই প্রথমবার আমি এই বীর খ্রীষ্ট সেবকের পরিবারের মধ্যে আগমন করি। আমরা দুজনেই অনুভব করি যে এর পরে আমাদের জীবনও আর পূর্বের মত আচার, আচরণ ও স্বভাব-প্রভাবিত থাকবে না।

সুতরাং আজ এই পুস্তকটির ভূমিকা লিখতে আমাকে অনুরোধ করায় আমি গর্ব বোধ করছি। আমার একান্ত প্রার্থনা ঃ ঈশ্বর যেন অসংখ্য হৃদয়ের মধ্যে পূর্ব ইউরোপের অসংখ্য অধিবাসীর জন্য সহানুভূতির সৃষ্টি করেন এবং যারা নির্ভীক ভাবে খ্রীষ্ট যীশুর জন্য নির্যাতন ও নিপীড়ন ভোগ করেছেন সেই সকলের জন্যে এবং অভাবগ্রস্ত গোপন মণ্ডলীর জন্য মহা জাগরণের সৃষ্টি করেন।

W. Stuart Harris, F. R. G. S.

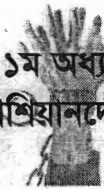

১ম অধ্যায়
খ্রীষ্টের জন্য রাশিয়ানদের তীব্র আকাঙ্খা

একজন নাস্তিকের খ্রীষ্টকে পাওয়া

আমি আমার জীবনের প্রথম বৎসরগুলো থেকে অনাথ ছিলাম। এমন পরিবারে আমি প্রতিপালিত হয়েছিলাম সেখানে কোন ধর্মই মানা হ'ত না। বাল্যকালে আমি কোন ধর্মীয় শিক্ষাই পাইনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কঠিন বৎসরগুলোতে দারিদ্রতার অভিজ্ঞতার মধ্যে শৈশবের বেদনাদায়ক অবস্থার ফলে মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে আমিও আজকের কমিউনিষ্টদের মত একজন নাস্তিক (ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী) হয়ে উঠি। আমি নাস্তিকতাবাদের অনেক বই পড়েছিলাম এবং আমি ঈশ্বর অথবা খ্রীষ্টে শুধুমাত্র যে অবিশ্বাস করতাম তাইই নয়; বরং ঐ ধারণাগুলোকে মানব মনের জন্য ক্ষতিকর মনে করে ঘৃণা করতাম। তাই ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ নিয়েই আমি বড় হয়ে উঠেছিলাম।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমি অনুধাবন করেছিলাম, ঈশ্বরের দয়া এই আমাকেই তাঁর মনোনীতদের একজন হতে দিয়েছিলেন। কেন দিয়েছিলেন তা আমি উপলব্ধি করতে পারিনি। ঈশ্বরের এ মনোনয়ন আমার চরিত্রের গুণে হয়নি; কারণ আমার চরিত্র খুবই খারাপ ছিল।

যদিও আমি একজন ঈশ্বরের প্রতি ঘোর অবিশ্বাসী ছিলাম তবুও কিছু অযৌক্তিক কারনেই গীর্জার প্রতি আকৃষ্ট হতাম। গীর্জার পাশ দিয়ে যাবার সময় এর ভেতরে প্রবেশ না করে পারতাম না। যা হোক, কোন ভাবেই আমি বুঝতে পারিনি যে, গির্জাগুলোতে কি হয়। আমি গীর্জায় পুরোহিতের ধর্মোপদেশ শুনতাম, কিন্তু তা আমার হৃদয়ে প্রবেশ করত না বা হৃদয়ে কোন অনুভূতি জাগত না। আমার হৃদয়ের মধ্যে একজন ঈশ্বর আছেন যাকে প্রভু হিসাবে আমার মানতে হবে- এমন কল্পনাকে আমি ঘৃণা করতাম। তবু বিশ্ব জগতের কেন্দ্রের কোথাও একটি প্রেমময় হৃদয় আছে, এটা জানার জন্য আমার অন্তরে একটি তীব্র আকাঙ্খা ছিল। যেহেতু

আমার শৈশব এবং যৌবনে খুবই কম ভালবাসা ও আনন্দ পেয়েছি, তাই আমার খুব আকাঙ্খা ছিল একটি প্রেমময় হৃদয় আমার জন্য দরদী হবে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম ঈশ্বর বলতে কিছু নেই। কিন্তু প্রেমময় ঈশ্বর নেই জেনে আমি খুব কষ্ট পেতাম। আমার ভেতরের এই আত্মিক দ্বন্দ্বে একবার আমি এক ক্যাথলিক গীর্জায় প্রবেশ করি। আমি দেখলাম লোকগুলো হাঁটু গেড়ে বসে আছে এবং কিছু বলছে। আমি ভাবলাম, আমিও লোকদের কাছে হাঁটু গেড়ে বসবো যাতে তারা যা বলে আমি তা শুনব এবং আমিও ওদের সাথে তা বলবো, দেখি কোন কিছু ঘটে কিনা। তারা পবিত্র কুমারী মরিয়মের কাছে প্রার্থনা করছিল। "Hail Mary full of grace" (অনুগ্রহে পূর্ণ মারীয়া তোমাকে প্রণাম করি)। আমি তাদের সাথে কথাগুলো বারবার বলতে লাগলাম; আমি কুমারী মরিয়মের মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইলাম; কিন্তু কিছুই ঘটল না দেখে আমি দুঃখ পেয়েছিলাম।

আরও এক দিনের কথা, ঈশ্বরের অস্তিত্বে দৃঢ় অবিশ্বাসী এই আমি, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করছিলাম। আমার প্রার্থনা ছিল এ রকম ঃ "হে ঈশ্বর, আমি নিশ্চিত জানি যে তোমার কোন অস্তিত্ব নাই। কিন্তু যদি ঘটনাক্রমে সত্যিই তোমার কোন অস্তিত্ব থেকে থাকে, যাতে (বিশ্বাস করতে) আমার আপত্তি আছে, তাহলে এটা আমার দায়িত্ব নয় যে, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি; বরং এটা তোমার দায়িত্ব নিজেকে (তোমার অস্তিত্বকে) আমার নিকট প্রকাশ করা"। আমি ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ছিলাম, কিন্তু এটি আমার হৃদয়ে শান্তি দিতে পারেনি।

আমি ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ছিলাম। কিন্তু এটি আমার হৃদয়ে শান্তি দিতে পারেনি।

আমার মনের এই অশান্তির সময় রুমানিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে এক গ্রামে বাস করা একজন বৃদ্ধ কাঠ মিস্ত্রী এই রকম প্রার্থনা করছিলেন ঃ "হে আমার ঈশ্বর! আমি পৃথিবীতে তোমার সেবা করেছি এবং স্বর্গের মত এই পৃথিবীতেও আমার পুরস্কার পেতে চাই। আমাকে এই পুরস্কার দাও যে,

একজন যিহুদীকে খ্রীষ্টের কাছে আনতে না পারা পর্যন্ত যেন আমার মৃত্যু না হয়; কারণ- যিহুদীদের মাঝেই যীশু এসেছিলেন। কিন্তু একজন দরিদ্র, বৃদ্ধ ও অসুস্থ মানুষ আমি একজন যিহুদীর খোঁজে ঘুরে বেড়াতে পারি না। আমাদের গ্রামে কোন যিহুদী নেই। একজন যিহুদীকে আমার গ্রামে এনে দাও এবং আমি তাকে খ্রীষ্টের কাছে আনতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব"।

কোন একটা অপ্রতিরোধ্য শক্তি আমাকে সেই গ্রামের দিকে টানলো। আমার সেখানে যাবার কোন কারণ ছিল না। রুমানিয়ায় বার হাজার গ্রাম আছে। কিন্তু আমি অন্য কোন গ্রামে না গিয়ে সেই গ্রামেই গিয়েছিলাম। আমাকে যিহুদী জেনে কাঠ মিস্ত্রীটা আমার প্রতি এতই আগ্রহ দেখালেন যে, কোন সুন্দরী মেয়ের প্রতিও কোন যুবক এত আগ্রহ দেখায় না। আমিই যে তার প্রার্থনার উত্তর তা তিনি জানলেন এবং পড়ার জন্য আমাকে একটা বাইবেল দিলেন। এর আগে সাহিত্যের আগ্রহ নিয়ে আমি বহুবার বাইবেল পড়েছি। কিন্তু তিনি যে বাইবেল আমাকে দিলেন তা ছিল ভিন্ন ধরনের। তিনি আমাকে পরে বলেছিলেন যে, তিনি ও তার স্ত্রী একসঙ্গে আমার ও আমার স্ত্রীর মন পরিবর্তনের জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি যে বাইবেল আমাকে দিয়েছিলেন তা শুধু অক্ষরে ছাপা ছিল না কিন্তু তার প্রার্থনার প্রেমের আগুনে প্রজ্জ্বলিত ছিল। আমি পড়তে গেলে বেশি পড়তে পারতাম না। আমার মন্দ জীবনের সঙ্গে যীশুর জীবনের, আমার অপবিত্রতার সঙ্গে তাঁর ধার্মিকতার, আমার ঘৃণার সঙ্গে তাঁর প্রেমের তুলনা করে বাইবেলের উপর আমার চোখের জল পড়তে থাকত। যীশুকে আমি গ্রহণ করলাম এবং তিনি আমাকে তাঁর নিজের একজন হিসাবে গ্রহণ করে নিলেন।

তার কিছু দিনের মধ্যেই আমার স্ত্রীও যীশুকে গ্রহণ করে; এরপর সে অন্যদের কাছে খ্রীষ্টের কথা বললে তারা যীশুকে গ্রহণ করল। ঐ অন্যরা আরো অনেককে খ্রীষ্টের কাছে এনেছিল এবং এইভাবে রুমানিয়ায় একটা নতুন লুথারেন মণ্ডলী গড়ে উঠল।

তারপর নাৎসীরা ক্ষমতায় আসে যাদের অধীনে আমরা খুব কষ্টভোগ করেছিলাম। রুমানিয়ায় নাৎসীবাদ চরমপন্থী একনায়কতন্ত্রের রূপ ধারন করে। তারা বিভিন্ন প্রটেষ্ট্যান্ট মণ্ডলীকে এবং সেই সঙ্গে যিহুদীদের নির্যাতন করে।

আমার আনুষ্ঠানিক অভিষেকের পূর্বে এবং আমার পরিচর্যা কাজের প্রস্তুতির পূর্বেই, আমি এই মণ্ডলীর নেতা ও স্থপতি হয়েছিলাম। আমি এর জন্য দায়িত্ববান ছিলাম। আমার স্ত্রী ও আমাকে অনেকবার গ্রেফতার ও প্রহার করা হয়েছিল এবং নাৎসী বিচারকের সামনে টেনে হিচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। নাৎসীদের সন্ত্রাস ছিল প্রচণ্ড। কিন্তু এটা ছিল পরবর্তীতে আসা কমিউনিষ্টদের অত্যাচারের ভূমিকা মাত্র। আমার পুত্র মিহাই এর মৃত্যু ঠেকাতে তাকে এক অযিহুদী নাম গ্রহণ করতে হয়েছিল।

কিন্তু এই নাৎসীদের অত্যাচার আমাদের শিখিয়েছিল যে, দৈহিক নির্যাতন যত ভয়ঙ্কর হোক না কেন তা সহ্য করা যায় এবং মানুষের আত্মা ঈশ্বরের অনুগ্রহে ভয়ানক নির্যাতনেও বেঁচে থাকতে পারে। এই অত্যাচারের কারণে খ্রীষ্টিয় কার্যক্রমের গোপন কৌশলও শিখেছিলাম যা আমাদেরকে ভবিষ্যতের কঠিন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করছিল।

রাশিয়ানদের মাঝে আমার পরিচর্যা কাজ

একজন নাস্তিক হওয়ার অনুশোচনায়, খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষা নেওয়ার প্রথম দিন থেকেই রাশিয়ানদের নিকট খ্রীষ্টের বিষয়ে সাক্ষ্য দেবার তীব্র আকাঙ্খা আমার ছিল। রাশিয়ান লোকেরা বাল্যকাল থেকেই নাস্তিক হয়ে উঠে। রাশিয়ানদের লাভ করার যে আকাঙ্খা আমার ছিল তা পূর্ণ হয়েছে এবং তাদের লাভ করতে আমাকে রাশিয়াতে যেতে হয়নি। এই পূর্ণতা নাৎসীদের আমলে ঘটেছিল। কারণ রুমানিয়ায় হাজার হাজার রাশিয়ান যুদ্ধ বন্দী ছিল যাদের মধ্যে আমরা খ্রীষ্টের বিষয় প্রচার কাজ চালাতাম।

এটা একটা নাটকীয় এবং হৃদয় বিদারক কাজ ছিল। একজন বন্দী রাশিয়ান ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আমার অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎকারের স্মৃতি আমি কখন ভুলব না। তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন কিনা। যদি তিনি "না" বলতেন তবুও আমি কিছু মনে করতাম না। বিশ্বাস করা আর না করা প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু আমি যখন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তখন সে নির্বোধের মত চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার বিশ্বাস করতে হবে এরকম কোন সামরিক নির্দেশ আমি পাইনি। যদি এমন আদেশ পাই তাহলে নিশ্চয় বিশ্বাস করব।"

আমার দু গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। আমি অনুভব করলাম, আমার হৃদয় টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গিয়েছে। আমার সামনে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে যার অন্তরটা ছিল মৃত। মানুষ জাতির কাছে ঈশ্বরের মহান যে দান যা এই মানুষটি হারিয়ে ফেলেছে- তা হলো তার ব্যক্তিসত্ত্বা। সে কমিউনিষ্টদের হাতে মগজ ধোলাইয়ের হাতিয়ার হয়েছে। তার কোন কিছু বিশ্বাস করতে প্রস্তুত থাকা অথবা না থাকা, (উচ্চপদস্থ কমিউনিষ্টদের) আদেশের উপর নির্ভর করত। সে নিজে আর কিছুই চিন্তা করতে পারত না। এত বৎসর কমিউনিষ্ট শাসনের পর এরাই ছিল রাশিয়ানদের প্রতিনিধি। কমিউনিষ্টদের এহেন ব্যবহার দেখে আমার হৃদয় ব্যথিত হল এবং আমি ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞা করলাম , তাদের মধ্যে ঈশ্বরের ও খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস এনে দিতে ও তাদের ব্যক্তি সত্ত্বাকে উদ্ধার করতে আমি প্রাণপণ করব।

২৩শে আগষ্ট, ১৯৪৪ সালের শুরুতে দশ লক্ষ রাশিয়ান সেনাবাহিনী রুমানিয়াতে প্রবেশ করে এবং অতি সত্তর কমিউনিষ্টরা আমাদের দেশে আধিপত্য বিস্তার করে। তারপর এমন একটা দুঃস্বপ্নের অবস্থা শুরু হয় যার কাছে নাৎসীদের অত্যাচার খুবই নগণ্য ছিল।

সেই সময় রুমানিয়াতে ২৪ মিলিয়ন লোক ছিল যার মধ্যে মাত্র দশ হাজার কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র সচিব, ভিসিনস্কি আমাদের অত্যধিক প্রিয় রাজা মাইকেল এর সদর দপ্তরে জোর করে প্রবেশ করে টেবিলে মুষ্টাঘাত করে নির্দেশ দেন, "আপনাকে অবশ্যই সরকারের উচ্চ পদে কমিউনিষ্টদের দিতে হবে"। আমাদের সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনী ছিল নিরস্ত্র এবং প্রায় সকলের উপর হিংসা ও ঘৃণার মাধ্যমে কমিউনিষ্টরা আধিপত্য বিস্তার করে। এ ব্যাপারে তখনকার আমেরিকান ও বৃটিশ শাসকরা পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছে।

মানুষেরা শুধু নিজেদের পাপের জন্য নয়, কিন্তু তাদের জাতিগত পাপের জন্যও ঈশ্বরের নিকট দায়ী। সব বন্দী জাতির এমন দুঃখজনক ঘটনার জন্য আমেরিকান ও বৃটিশ খ্রীষ্টিয়ানদের হৃদয়হীনতাও দায়ী।

আমেরিকানদের অবশ্যই জানতে হবে যে, তারা না জেনেই আমাদের উপর হত্যা ও সন্ত্রাসের রাজ্যত্ব কায়েম করার জন্য রাশিয়ানদের মাঝে মধ্যে সাহায্য করেছিল। খ্রীষ্টের দেহের একটা অংশ হিসেবে বন্দী লোকদের খ্রীষ্টের আলোর কাছে আনতে সাহায্য করার মাধ্যমে আমেরিকানদের উচিত এর প্রায়শ্চিত্ত করা।

মণ্ডলীকে প্রলোভন দেখিয়ে ভুল পথে পরিচালিত করণ

কমিউনিষ্টরা যখন ক্ষমতায় আসে, তারা ক্ষমতার সাথে মণ্ডলীকে সুদক্ষভাবে ভুল পথে পরিচালিত করতে থাকে। ভালবাসা ও প্রলোভনের ভাষা একই। যদি একজন ব্যক্তি কোন মেয়েকে স্ত্রী করতে চায় এবং অন্য একজন তাকে শুধু এক রাতের জন্য ভোগ করতে চায়, তারা উভয়ে বলে "আমি তোমাকে ভালবাসি"। যীশু আমাদের প্রলোভনের ভাষা ও ভালবাসার ভাষা চিনতে বলেছেন এবং ভেড়ার পোষাক পরিহিত নেকড়ে বাঘকে সত্যিকার ভেড়া থেকে আলাদা করে চিনতে বলেছেন। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, যখন কমিউনিষ্টরা ক্ষমতায় আসে তখন হাজার হাজার পুরোহিত, পালক, পরিচর্যাকারীরা এই দুই ধরনের স্বরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারতেন না।

কমিউনিষ্টরা পার্লামেন্ট ভবনে সমস্ত খ্রীষ্টিয়ান দলগুলোর একটা সম্মেলন আহবান করল। সেখানে সমস্ত সম্প্রদায়ের চার হাজার পুরোহিত, পালক এবং পরিচর্যাকারীরা এই সমস্ত ঈশ্বরের লোকেরা জোসেফ স্টালিনকে এই সম্মেলনের অস্থায়ী সভাপতি মনোনীত করলেন। যিনি কিনা ঈশ্বর বিহীন বিশ্ব আন্দোলনের সভাপতি ও খ্রীষ্টিয়ান গণহত্যাকারী ছিলেন। একের পর এক বিশপ, পালক উঠে দাঁড়ান এবং ঘোষণা দেন যে, কমিউনিজম ও খ্রীষ্টধর্ম মূলত একই এবং দুটো একই সঙ্গে সহ-অবস্থান করতে পারে। পরিচর্যাকারীগণ একজনের পর একজন কমিউনিজমের প্রশংসা করছিলেন এবং কমিউনিষ্ট সরকারকে নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যে, মণ্ডলী নতুন সরকারের প্রতি অনুগত থাকবে।

আমার স্ত্রী ও আমি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলাম। আমার স্ত্রী সাবিনা আমাকে বললেন, "রিচার্ড! উঠে দাড়াও, এবং খ্রীষ্টের মুখমন্ডল থেকে এই

লজ্জা ধুয়ে ফেল। তারা তাঁর মুখে থুথু দিচ্ছে!" আমি তাকে বললাম, "আমি যদি তা করি তবে তুমি তোমার স্বামীকে হারাবে"। সে উত্তর দিল, "আমি তোমার মত এমন একজন কাপুরুষকে স্বামী হিসাবে চাই না।"

তারপর আমি উঠে দাঁড়ালাম, এবং স্পষ্ট ভাবে খ্রীষ্টিয়ানদের হত্যাকারীদের নয় কিন্তু ঈশ্বরের প্রশংসা করে বললাম প্রথমে খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের আনুগত্য দেখানো উচিত। আমরা যা কিছু বলি বা করি তার যেন আমাদের প্রথম লক্ষ্য থেকে সরে না যায়। কমিউনিষ্ট পার্লামেন্টের বক্তৃতা মঞ্চ থেকে আমি যে খ্রীষ্টের বার্তা ঘোষণা করেছিলাম তা সমগ্র দেশ ব্যাপী সম্প্রচারিত হয়েছিল এবং সবাই শুনতে পেয়েছিল। পরবর্তীতে এর জন্য আমাকে মূল্য দিতে হয়েছিল অবশ্য এ জন্য আমাকে প্রাণ দিতে হয়নি।

তখন অর্থডক্স এবং প্রটেস্ট্যান্ট মণ্ডলীর নেতারা কমিউনিজমের প্রতি আনুগত্য দেখানোর জন্য একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছিল। একজন অর্থডক্স বিশপ তার পরিধেয় পোষাকে কাস্তে ও হাতুড়ির ছাপ লাগিয়ে নিলেন এবং তার পুরোহিতদেরকে ডাকার জন্য "Your Grace" নয়; বরং "Comrade Bishop" বলে সম্বোধন করতে নির্দেশ দিলেন। পাত্রাসকিউ ও রুসিয়ানুর মত পুরোহিতরা এ ব্যাপারে একধাপ অগ্রসর ছিল। এমন কি তারা কমিউনিষ্টদের গোপন পুলিশ বাহিনীর অফিসার হয়েছিলেন। রুমানিয়ার লুথারেন চার্চের সহকারী বিশপ র‍্যাপ ধর্মতত্ত্ব সেমিনারীতে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন যে, ঈশ্বর মানব জাতির মাঝে তিনটা ধর্মীয় বিপ্লবের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। প্রথমটা তিনি দেখিয়েছেন মোশীর মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়টা যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে এবং এই তৃতীয়টা মহামান্য স্টালিনের মাধ্যমে এবং এই শেষজন তার পূর্বের দুজনকেও অতিক্রম করে গেছেন। (এভাবে তিনি স্টালিনের প্রশংসা করলেন)।

আমি রেসিতা শহরে ব্যাপ্টিষ্ট সম্মেলনে যোগদান করলাম- লাল পতাকার আওতায় এই সম্মেলন হয়েছিল। যেখানে সবাই দাঁড়িয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় সঙ্গীত গেয়েছিল। এই ব্যাপ্টিষ্ট মণ্ডলীর সভাপতি স্টালিনকে বাইবেলের মহান শিক্ষক বলে প্রশংসা করেছিলেন

এবং ঘোষণা করেছিলেন যে, স্টালিন অন্য কিছু করেনি কিন্তু ঈশ্বরের আদেশ পরিপূর্ণ করেছেন।

এটা অবশ্যই জানবেন যে, সত্যিকারের ব্যপ্টিষ্টরা যাদেরকে আমি খুবই ভালবাসি, তারা এই কথায় একমত হয়নি এবং খ্রীষ্টের প্রতি তারা খুবই বিশ্বস্ত ছিলেন। অবশ্য এজন্য তাদেরকে অনেক নির্যাতন সইতে হয়েছে কিন্তু কমিউনিষ্টদের দ্বারা নির্বাচিত এই সব ধর্মীয় নেতাদের নেতৃত্বকে অস্বীকার করারও কোন উপায় ছিল না। এই সব ধর্মীয় নেতারা পরে খ্রীষ্টের প্রকৃত অনুসারীদের অনেক নির্যাতন করেছে। এই একই রকম পরিস্থিতি বর্তমান কমিউনিষ্ট দেশ গুলোতেও রয়েছে। তারা কমিউনিষ্টদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকারী চার্চের বড় নেতা হয়েছিলেন। তারা সেই সব লোকদেরকে প্রকাশ্যে দোষারোপ ও নিন্দা করেছে, যে সব লোক তাদের মত খ্রীষ্টের পরিবর্তে কমিউনিষ্টদের দাস হয়নি এবং তাদের দলে যোগদান করেনি।

বাধ্য হয়ে কমিউনিষ্টদের বিপ্লবের পর রাশিয়ার প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ানেরা গোপন মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করে। কমিউনিষ্টদের ক্ষমতা দখল এবং মণ্ডলীর অনেক বড় বড় ধর্মীয় নেতা কর্মীদের বিশ্বাস ঘাতকতায় বাধ্য হয়ে সুসমাচারের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে, সুসমাচার প্রচার করতে এবং ছেলে-মেয়েদের খ্রীষ্টের কাছে উপস্থিত করতে আমরা রুমানিয়ায়ও গোপন মণ্ডলীর সৃষ্টি করেছিলাম। কমিউনিষ্টরা আমাদের এসব কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছিল এবং কমিউনিষ্টদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকারী মণ্ডলীগুলি ও প্রধানেরা তাদের সাথে একমত ছিল।

অন্যান্যদের সঙ্গে আমিও গোপন ভাবে প্রচার কাজ চালাতে শুরু করি। নরওয়ের লুথারেন মিশনের পালক হিসাবে আমার একটা বাহ্যিক সম্মান ছিল। এটা আমার গোপন প্রচার কাজে সহায়ক ভূমিকা রেখেছিল। একই সময়ে আমি রুমানিয়ায় বিশ্ব খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর প্রতিনিধিত্ব করতাম। (রুমানিয়াতে আমাদের এরকম ক্ষুদ্রমনা ধারণা ছিল না যে, আমরা কমিউনিষ্টদের সঙ্গে সহযোগিতা করব। এ সময়ে এই সংস্থা আমাদের দেশে শুধুমাত্র ত্রাণকার্য করতো)। এ দু'টি পরিচয়ের কারণে কমিউনিষ্ট কর্তৃপক্ষ আমার গোপন প্রচার কাজ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারতেন না।

এই গোপন কাজের দুটি দিক ছিল, প্রথমটা ছিল রাশিয়ানদের মাঝে আর দ্বিতীয়টা ছিল রুমানিয়ায় বন্দী মানুষদের প্রতি আমাদের গোপন ত্রাণ কাজ।

রাশিয়ানরা- একদল পিপাসিত আত্মা

রাশিয়ায় সুসমাচার প্রচার কাজটা আমার কাছে পৃথিবীতে স্বর্গ সুখের মত মনে হলো। আমি অনেক জাতির মানুষের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছি। কিন্তু রাশিয়ানরা যেভাবে খ্রীষ্টের সুসমাচার গ্রহণ করেছে এমন ভাবে সুসমাচার গ্রহণ করতে আর কাউকে দেখি নাই। তাদের হৃদয় এতই পিপাসার্ত ছিল।

আমার এক বন্ধু যিনি একজন অর্থডক্স মণ্ডলীর পুরোহিত, আমাকে টেলিফোন করে বলেছিলেন যে, তাঁর কাছে একজন রাশিয়ান অফিসার পাপ স্বীকার করতে এসেছিলেন। আমার বন্ধু রাশিয়ান ভাষা জানতেন না। আমি যে রাশিয়ান ভাষা বলতে পারি তা জেনে তিনি তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পরের দিন এই লোক আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য আসলেন। তিনি ঈশ্বরের জন্য আকাঙ্খিত ছিলেন। কিন্তু তিনি কখনও বাইবেল দেখেন নি। তার কোন ধর্মীয় শিক্ষা ছিল না এবং কখনও কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেন নি (সেই সময় রাশিয়ান গির্জার সংখ্যা খুবই অল্প ছিল)। তিনি ঈশ্বরকে না জেনেই ঈশ্বরকে ভালবাসতেন।

আমি তার কাছে যীশুর পর্বতে দত্ত উপদেশ ও দৃষ্টান্ত পড়ে শুনালাম। সেগুলো শুনবার পর মহানন্দে ঘরের মধ্যে সে নাচতে নাচতে বলতে লাগ্‌লো, "কি আশ্চর্যজনক কথা! এমন খ্রীষ্টকে না জেনে কি করে আমি এতদিন বেঁচে ছিলাম!"। খ্রীষ্টে যে এত আনন্দিত হওয়া যায় তা আমি এই প্রথম দেখলাম!

তারপর আমি একটা ভুল করেছিলাম। খ্রীষ্টের দুঃখভোগ ও ক্রুশীয় মৃত্যু সম্বন্ধে তাকে প্রস্তুত না করে তার কাছে এই বিষয় পড়ে শুনালাম। এটা তিনি আশা করেন নি। তিনি যখন শুনলেন কিভাবে খ্রীষ্টকে প্রহার করা হয়েছিল, কিভাবে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল এবং শেষে মৃত্যুবরণ

করেছিলেন। তিনি হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে পড়লেন এবং কাঁদতে লাগলেন। তিনি একজন ত্রাণকর্তাকে বিশ্বাস করেছিলেন যিনি এখন কিনা মৃত!

তার অবস্থা দেখে আমি অনুশোচনা করলাম। আমি নিজেকে একজন খ্রীষ্টিয়ান, একজন পালক, এবং শিক্ষক বলি। কিন্তু এই রাশিয়ান অফিসার যেভাবে খ্রীষ্টের দুঃখভোগকে অনুভব করে এখন দুঃখ প্রকাশ করছেন সেইভাবে আমি কোন দিন করিনি। তার দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল মেরী মগ্দলিনী ক্রুশের নিচে কাঁদছিলেন---, যেমন কাঁদছিলেন কবরে যীশুর মৃত অবস্থায়।

তারপর আমি তার কাছে পুনরুত্থানের ঘটনা পড়ে শুনালাম এবং তার ভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। তিনি প্রথমে জানতেন না যে তার ত্রাণকর্তা কবর থেকে উঠেছেন। তিনি যখন এই আশ্চর্য সংবাদ শুনলেন তিনি তার হাঁটু চাপড়ালেন এবং অশালীন ভাষায় উল্লাস করে উঠলেন। আবার তিনি আনন্দিত হয়ে আনন্দে চিৎকার করে বললেন "তিনি জীবিত, তিনি জীবিত।" তিনি অতিশয় আনন্দিত হয়ে আবার ঘরের মধ্যে নাচতে লাগলেন।

আমি তাকে বললাম, "আসুন আমরা প্রার্থনা করি"। তিনি জানতেন না কি করে প্রার্থনা করতে হয়। তিনি আমাদের প্রার্থনার পবিত্র শব্দগুলো জানতেন না। তিনি আমার সঙ্গে হাঁটু পাতলেন এবং তার প্রার্থনা ছিল, "হে ঈশ্বর, তুমি কত সুন্দর মানুষ! আমি যদি তোমার জায়গায় হতাম আর তুমি যদি আমার জায়গায় হতে, আমি কখনও তোমার পাপ থেকে তোমাকে উদ্ধার করতাম না। কিন্তু তুমি সত্যিই একজন সুন্দর মানুষ। আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমাকে ভালবাসি।"

আমি মনে করি স্বর্গদূতেরা তাদের সমস্ত কাজ থামিয়ে এই রাশিয়ান অফিসারের মহৎ প্রার্থনা শুনছিল। লোকটিকে খ্রীষ্টের জন্য লাভ করা হলো।

একটা দোকানে এক রাশিয়ান ক্যাপ্টেন ও সঙ্গে এক মহিলা অফিসারের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তারা অনেক রকম জিনিষ পত্র

কিনছিলেন এবং বিক্রেতার সঙ্গে কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল কারণ সেই বিক্রেতা রাশিয়ান ভাষা বুঝতেন না। আমি তাদের জন্য অনুবাদ করলাম এবং আমরা পরস্পর পরিচিত হলাম। আমি তাদেরকে আমার বাসায় দুপুরে খাবার জন্য আমন্ত্রণ জানালাম। খাবারের আগে আমি তাদের বললাম, "আপনারা একটা খ্রীষ্টিয় পরিবারে এসেছেন এবং আমাদের খাবার আগে প্রার্থনা করার নিয়ম আছে। আমি রাশিয়ান ভাষায় প্রার্থনা করলাম। তারা তাদের চামচ ও ছুরি রেখে দিল এবং খাবারে আর আগ্রহী হলো না। পরিবর্তে তারা ঈশ্বর, যীশু খ্রীষ্ট এবং বাইবেল সম্পর্কে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল। কারণ তারা এ সম্পর্কে কিছুই জানত না।

তাদের কাছে কথা বলা সহজ ছিল না। আমি তাদের একটা মানুষের (দৃষ্টান্ত) গল্প বললাম যার একশত মেষ ছিল এবং একটা হারিয়ে গিয়েছিল। কমিউনিষ্ট মতাদর্শে তাদের বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল ফলে তারা আমার গল্পটি বুঝতে পারেন নি। তারা জিজ্ঞাসা করল, "কেমন করে তার একশত ভেড়া থাকতে পারে? কমিউনিষ্ট সমবায় খামার কি সেগুলি নিয়ে যায় নি? তারপর আমি বললাম যে যীশু একজন রাজা। তারা উত্তর দিল, সব রাজার খারাপ লোক থাকে যারা জন সাধারণকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং যীশুও একজন স্বৈরাচার হবেন। যখন আমি দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মজুরদের দৃষ্টান্ত বললাম, তারা বলল, ভাল এই সমস্ত লোক মালিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ভাল করেছে।" দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মালিকানা সমবায়ে থাকা দরকার। সব কিছুই তাদের কাছে নতুন ছিল। যখন আমি যীশুর জন্মের সম্পর্কে বললাম। তারা যা জিজ্ঞাসা করল তা এক পশ্চিমার কাছে ঈশ্বর নিন্দা মনে হবে। "মরিয়ম কি ঈশ্বরের স্ত্রী ছিল!" তাদের ও অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বলে আমি জেনেছিলাম যে, অনেক বৎসর রাশিয়ানরা কমিউনিজমের আওতায় ছিল, তাই রাশিয়ানদের কাছে সুসমাচার প্রচারে আমাদের এক নতুন পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছিল।

এই সত্য বিভিন্ন প্রকার মানব সমাজের বেলায় প্রযোজ্য। মধ্য আফ্রিকায় যে সমস্ত মিশনারী গিয়েছিলেন তাদের জন্য যিশাইয় ভাববাদীর এই বাক্য তুলে ধরা কঠিন ছিল ঃ "তোমাদের পাপ সকল সিদুঁরবর্ণ হইলেও হিমের ন্যায় শুক্লবর্ণ হইবে"। (যিশাইয় ১ঃ১৮ পদ)। মধ্য

আফ্রিকার কেউ কখনও হিম দেখেন নাই। সুতরাং এরকম কোন শব্দ তাদের জানা নাই। মিশনারীদের অনুবাদ করতে হয়েছিল "তোমাদের পাপ নারিকেলের শাঁসের মত সাদা হবে।"

সুতরাং সুসমাচার অনুবাদ করার জন্য আমাদের "জার্মানী দার্শনিক কার্ল মার্ক্স এর ভাষায় করতে হবে যেন তারা বুঝতে পারে। আমরা নিজেরা যা করতে পারি নি তা কিন্তু পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে দিয়ে তাঁর কাজ করেছিলেন।

ক্যাপ্টেন ও মহিলা অফিসারটি সেই দিনই ধর্মান্তরিত হলেন। পরে তারা রাশিয়ানদের কাছে গোপন পরিচর্যা কাজে খুব সাহায্য করেছিলেন।

আমরা গোপনে কয়েক শত সুসমাচার ও অন্যান্য খ্রীষ্টিয় সাহিত্য ছাপিয়ে রাশিয়ানদের কাছে বিতরণ করেছিলাম। ধর্মান্তরিত রাশিয়ানদের মাধ্যমে আমরা বাইবেল ও বাইবেলের অংশ বিশেষ রাশিয়ায় গোপনে পাচার করেছিলাম। আমরা অন্য একটা উপায়ে, ঈশ্বরের বাক্য ও বাইবেলের অংশ বিশেষ রাশিয়ানদের হাতে পৌছে দিতাম। রাশিয়ান সৈন্যরা কয়েক বৎসর ধরে লড়াই করছে এবং তাদের অনেকের বাড়ীতে রেখে আসা ছেলেমেয়ে আছে যাদের সাথে দীর্ঘ সময় ধরে দেখা হয় নি। ছেলে মেয়েদের প্রতি রাশিয়ানদের গভীর ভালবাসা আছে। আমার ছেলে মিহায় এবং দশ বৎসরের নিচে অন্যান্য ছেলেমেয়েরা পকেটে করে বাইবেল, সুসমাচার এবং অন্যান্য পুস্তিকা রাস্তায় ও পার্কে রাশিয়ান সৈন্যদের কাছে নিয়ে যেত। রাশিয়ান সৈন্যরা তাদের মাথায় হাত দিতেন, স্নেহ সুলভ কথা বার্তা বলতেন নিজেদের সন্তান বৎসরের পর বৎসর না দেখা রাশিয়ান সৈন্যরা তাদের স্মরণ করে ছেলেমেয়েদের মাথায় হাত দিয়ে স্নেহ সুলভ কথাবার্তা বলতেন। সৈন্যরা তাদের চকলেট, লজেন্স দিতেন এবং ছেলেমেয়েরা প্রতিদানে সৈন্যদের বাইবেল এবং সুসমাচার দিতেন, যা তারা খুব আগ্রহের সাথে গ্রহণ করত। প্রকাশ্যে যা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব এবং বিপদ জনক ছিল, আমাদের ছেলে-মেয়েরা একেবারে নিরাপদে তা করত। তারা রাশিয়ানদের কাছে তরুন মিশনারী ছিল। এর ফল ছিল চমৎকার। যখন অন্য কোন ভাবে দেবার পথ ছিল না তখন অনেক রাশিয়ান সৈন্যরা এই ভাবে সুসমাচার পেতেন।

রাশিয়ান সেনা নিবাসে প্রচারকাজ

রাশিয়ানদের কাছে আমরা শুধু ব্যক্তিগত সাক্ষ্য দেবার কাজই করতাম না। আমরা তাদের মধ্যে ছোট ছোট দলে প্রার্থনা সভায়ও করতে পারতাম।

রাশিয়ান সৈনিকরা ঘড়ি খুব পছন্দ করতো। তারা প্রত্যেকের কাছ থেকে ঘড়ি চুরি করতো। তারা রাস্তায় লোকদের থামিয়ে ঘড়ি কেড়ে নিতে চাইলে তারা তা দিয়ে দিত। আমরা বেশ কয়েকটা (বারটা) ঘড়ি রাশিয়ানদের কাছে দেখতাম এবং রাশিয়ানদের মহিলা অফিসারদের গলায় ঝোলা সংকেত দেওয়া ঘড়ি দেখতে পেতাম। পূর্বে তাদের কোন ঘড়ি ছিল না এবং যথেষ্ট পরিমানেও পাওয়া যেত না। রুমানিয়ানরা যারা ঘড়ি কিনতে চাইতো, তাদেরকে সোভিয়েত সেনা নিবাসে চোরাই ঘড়ি কেনার জন্য যেতে হত। প্রায়ই তাদের নিজেদের হারানো ঘড়ি পুনরায় কিনতে হত।

সুতরাং রাশিয়ান সেনা নিবাসে রুমানিয়ানদের প্রবেশ সাধারণ ব্যাপার ছিল। গোপন মণ্ডলীও সেই কৌশল ব্যবহার করত। তাদের কাছে ঘড়ি কেনার জন্য আমাদেরকে ছাউনিতে প্রবেশ করতে দিত।

এক অর্থডক্স উৎসবের (পর্বের) সাধু পৌল ও সাধু পিতরের দিবসে আমি প্রথম বারের মত এক রাশিয়ান ছাউনিতে প্রচার করেছিলাম। আমি ঘড়ি কেনার ভান করে সামরিক ছাউনিতে গেলাম। আমি একটা খুব দামী ঘড়ি আর একটা খুব ছোট এবং অন্যটা খুব বড় হতে হবে এমন ঘড়ি কেনার ভান করলাম। কয়েক সেনা আমাকে ঘিরে ধরলো, প্রত্যেকেই কয়েকটি ঘড়ি আমার কাছে বিক্রির প্রস্তাব করলো। আমি মজা করে তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের কারো নাম কি পৌল অথবা পিতর? তাদের মধ্যে এই নামে কয়েকজন ছিল। তারপর আমি বললাম, আপনারা কি জানেন, আপনাদের অর্থডক্স মণ্ডলী আজকের দিনকে সাধু পৌল ও পিতরের দিন বলে মান্য করে? (পুরানো কিছু রাশিয়ানরা এটা জানতো)। সুতরাং আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কি জানেন পৌল এবং পিতর কারা ছিলেন? কেউই জানতো না তাই আমি পৌল এবং পিতর সম্বন্ধে

বলতে শুরু করলাম। একজন বয়স্ক সেনা আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, "তুমি ঘড়ি কিনতে আস নি। তুমি ধর্মের কথা বলতে এসেছো। আমাদের সঙ্গে এখানে বস এবং আমাদের বল। কিন্তু খুব সাবধান। আমরা জানি কাকে দেখে সতর্ক হতে হবে। আমার চার পাশে সবাই ভাল মানুষ। কিন্তু আমি যখন তোমার হাঁটুতে হাত রাখবো তখন তোমাকে অবশ্যই ঘড়ি সম্পর্কে কথা বলতে হবে। যখন আমি আমার হাত সরাবো তখন তুমি তোমার কথা আরম্ভ করতে পারবে।"

বেশ বড় জনতা আমার চারপাশে জমা হলো এবং আমি তাদেরকে পৌল, পিতর ও খ্রীষ্ট যাঁর কারণে পৌল ও পিতর মৃত্যু বরণ করেছিলেন তাঁর সম্পর্কে বলতাম। সময় সময় তাদের কাছে কেউ কেউ আসত যার উপর তাদের কোন বিশ্বাস ছিল না। তখন সৈন্যটা আমার হাঁটুতে তার হাত রাখতো এবং আমি ঘড়ি সম্বন্ধে কথা বলতাম। যখন সেই মানুষটা চলে যেত তখন আমি পুনরায় খ্রীষ্টের বিষয় বলতাম। রাশিয়ান খ্রীষ্টিয়ান সৈন্যদের সহায়তায় আমরা অনেকবার এই ভাবে সেনা নিবাসে মিলিত হয়ে প্রচার কাজ করেছি। তাদের অনেক বন্ধু যীশুকে গ্রহণ করেছে এবং হাজার হাজার সুসমাচার আমরা বিতরণ করতে পেরেছি।

আমাদের গোপন মণ্ডলীর বেশ কিছু ভাই বোন এই কারণে ধরা পড়েছিল এবং তাদের প্রহারসহ শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে। তবুও কিন্তু তারা আমাদের এ গোপন কাজের কথা প্রকাশ করেনি।

এই কাজের সময় রাশিয়ার গোপন মণ্ডলীর ভাইদের সঙ্গে মিলিত হবার আনন্দ পেয়েছিলাম ও তাদের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে জানতে পেরেছিলাম। তাদের মধ্যেই প্রথম আমরা সাধুর সন্ধান পাই। তারা অনেক বৎসর কমিউনিষ্ট মতবাদের শিক্ষা পেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু একটা মাছ যেমন নোনা জলে বাস করেও তার মাংসকে সুস্বাদু করে থাকে। তারাও তেমনই কমিউনিষ্ট স্কুল এবং ইউনিভারসিটি পেরিয়ে তাদের আত্মাকে খ্রীষ্টে নির্মল ও পবিত্র করে রক্ষা করেছিল।

এই রাশিয়ান খ্রীষ্টিয়ানদের ঐ রকম সুন্দর হৃদয় ছিল। তারা বলতো, "আমরা জানি কাস্তে ও হাতুড়িসহ তারা চিহ্নিত যে টুপি আমরা পড়ি- ঐ

তারা চিহ্নটা খ্রীষ্টারীর (দাজ্জালের) প্রতীক। তারা এটা গভীর দুঃখের সঙ্গে বলতো, তারা অন্যান্য রাশিয়ান সৈন্যদের মধ্যে সুসমাচার বিতরনে আমাদেরকে খুব সাহায্য করেছিল।

আমি বলতে পারি, খ্রীষ্টিয় জীবনে যে আনন্দ এটা ছাড়া অন্য সব খ্রীষ্টিয় গুণগুলো ছিল। আনন্দ শুধু তাদের কথাবার্তায় থাকতো পরে বিলীন হয়ে যেত। আমি এটা সম্বন্ধে অনেক ভেবেছি এক সময় আমি একজন ব্যাপ্টিষ্টকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন আপনাদের আনন্দ নাই? সে উত্তর দিয়েছিল, "আমি কেমন করে আনন্দিত হব, আমি যে একজন উদ্যোগী খ্রীষ্টিয়ান, প্রার্থনাশীল জীবন যাপন করি, এবং আমি খ্রীষ্টের জন্য আত্মা জয়ের চেষ্টা করি সেই আমাকে আমার মণ্ডলীর পালকের কাছ থেকে লুকিয়ে বেড়াতে হয়; তখন আমি কেমন করে আনন্দিত হব? মণ্ডলীর পালক- গোপন পুলিশের একজন সংবাদ সরবরাহকারী। আমরা একে অন্যের বিপক্ষে গোয়েন্দাগিরি করি এবং মেষ পালকেরা হলেন তারা যারা মেষদের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করেন। আমাদের হৃদয়ের গভীরে পরিত্রাণের আনন্দ বিরাজ করে। কিন্তু এই বাহ্যিক আনন্দ যা আপনার আছে- তা আমাদের একেবারেই নাই।"

খ্রীষ্ট ধর্ম আমাদের কাছে নাটকীয় হয়ে উঠেছিল। যখন স্বাধীন দেশে খ্রীষ্টিয়ানেরা একজন আত্মাকে খ্রীষ্টের জন্য লাভ করেন তখন, সেই নতুন বিশ্বাসী এক সুস্থির মণ্ডলীর সভ্য হতে পারেন। কিন্তু বন্দী দেশ গুলোতে যখন কেউ কাউকে লাভ করেন, আমরা জানি যে তাকে জেলে যেতে হতে পারে এবং তার ছেলেমেয়েরা অনাথ হয়ে যেতে পারে। কাউকে খ্রীষ্টের জন্য আনার আনন্দ হচ্ছে সব সময় একটা মিশ্র অনুভূতি যে তার মাসুল অবশ্যই দিতে হবে। আমরা এক নতুন ধরনের খ্রীষ্টিয়ানদের সঙ্গে মিলিত হয়েছি, যারা গোপন মণ্ডলীর খ্রীষ্টিয়ান।

আমরা এক নতুন ধরনের খ্রীষ্টিয়ানদের সঙ্গে মিলিত হয়েছি, যারা গোপন মণ্ডলীর খ্রীষ্টিয়ান।

এখানে আমাদের অনেক আশ্চর্য বিষয় আছে ঃ যেমন অনেকে বিশ্বাস করে যে, তারা খ্রীষ্টিয়ান কিন্তু বাস্তবে খ্রীষ্টিয়ান নন। রাশিয়ানদের মধ্যে

আমরা অনেককে পেয়েছি যারা বিশ্বাস করে যে, তারা নাস্তিক কিন্তু বাস্তবে তারা নাস্তিক নন।

এক ট্রেনে এক রাশিয়ান অফিসার আমার সামনে বসেছিলেন। আমি তার কাছে খ্রীষ্টের সম্বন্ধে কয়েক মিনিট কথা বলাতে তিনি জলস্রোতের মত নাস্তিক যুক্তি উত্থাপন করলেন। মার্কস, স্টালিন, ভলতেয়ার, ডারউইন এবং অন্যান্যদের বাইবেল বিরুদ্ধ কথাবার্তা তার মুখ থেকে বের হলো। তার কথার প্রতিবাদ করার সুযোগও আমাকে দেওয়া হল না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব যে নাই এই সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস জন্মানোর জন্য তিনি প্রায় এক ঘন্টা কথা বললেন। যখন তিনি শেষ করলেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, যদি ঈশ্বর না থেকে থাকেন তবে বিপদের সময় আপনি কেন প্রার্থনা করেন? চুরি করার সময় চোর ধরা পড়লে যেমন আশ্চর্য হয় তেমনি আশ্চর্য হয়ে তিনি উত্তর করলেন, "তুমি কেমন করে জানো যে, আমি প্রার্থনা করি"? আমি তাকে এড়িয়ে যেতে দিই নি। আমি প্রথমেই তাকে প্রশ্ন করেছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করছি, "কেন আপনি প্রার্থনা করেন? দয়া করে উত্তর দেন।" তিনি মাথা নত করে স্বীকার করলেন, "রনাঙ্গনে জার্মান সৈন্যরা আমাদের ঘিরে ফেললে আমরা সকলেই প্রার্থনা করেছিলাম। এটা কি করে করতে হয় তা আমরা জানতাম না। সুতরাং বলেছিলাম, ঈশ্বর এবং মায়ের আত্মা ..... যিনি হৃদয় দর্শন করেন তার সামনে নিশ্চয় এটা একটা খুব ভাল প্রার্থনা"।

আমি রাশিয়ান এক দম্পতির দেখা পেয়েছিলাম- তারা উভয়ই স্থপতি। যখন আমি তাদের কাছে ঈশ্বর সম্বন্ধে বললাম তারা উত্তর দিলেন, "না, ঈশ্বর নেই, আমরা বেজ বসনিকি ..... ঈশ্বরহীন"। কিন্তু আমরা আপনাকে মজার কিছু বলতে চাই যা আমাদের জীবনে ঘটেছিল।

এক সময় আমরা স্টালিনের মূর্তি নিয়ে কাজ করছিলাম। এই কাজের সময় আমার স্ত্রী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বুড়ো আঙ্গুলের কি হবে? আমাদের যদি বলিষ্ঠ বুড়ো আঙ্গুল না থাকতো, যদি আমাদের আঙ্গুলগুলো পায়ের আঙ্গুলের মত হ'ত- আমরা হাতুড়ি, খেলার লাঠি, যন্ত্রপাতি অথবা রুটি খন্ড ধরতে পারতাম না। এই ছোট বুড়ো আঙ্গুল ছাড়া মানুষের জীবন

অসম্ভব হয়ে উঠতো। তাহলে, কে বুড়ো আঙ্গুল বানিয়েছে? আমরা উভয়ই স্কুলে মার্ক্স এর মতবাদ শিক্ষা করেছিলাম এবং জানি যে আকাশ ও পৃথিবী নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে। সেগুলো ঈশ্বর সৃষ্টি করেন নি। সুতরাং আমি শিক্ষা করেছি বলেই আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু যদি ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করে না থাকেন, যদি তিনি শুধু বুড়ো আঙ্গুল সৃষ্টি করে থাকেন। তবে এই ছোট জিনিসের জন্যও তিনি প্রশংসার যোগ্য হবেন।

আমরা এডিসন, বেল এবং স্টিফেনসনকে তাদের ইলেকট্রিক বাতি, টেলিভিশন, রেলওয়ে ও অন্যান্য জিনিস আবিষ্কার করার জন্য প্রশংসা করে থাকি। কিন্তু যিনি বুড়ো আঙ্গুল আবিষ্কার করেছেন আমরা কেন তাঁর প্রশংসা করি না? যদি এডিসনের বুড়ো আঙ্গুল না থাকতো, তিনি কিছুই আবিষ্কার করতে পারতেন না। তাই ঈশ্বর, যিনি বুড়ো আঙ্গুল তৈরি করেছেন, শুধু তাঁরই উপাসনা করা উচিত।

স্ত্রীরা স্বামীদের জ্ঞানের কথা বললে স্বামীরা যেমন রাগ করে তেমনি স্বামী ভদ্রলোকটি খুবই রাগান্বিত হলেন। "বোকার মত কথা বল না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই বলে তুমি জেনেছো। তুমি জান না যে, যদি আমাদের বাড়ি হাতছাড়া হয়ে যায়, তাহলে আমরা বিপদে পড়তে পারি। সব সময়ের জন্য মনে রাখ যে, ঈশ্বর বলে কেউ নাই। স্বর্গে কেউ নাই।"

তার স্ত্রী উত্তর দিল, "এটা আরো বড় একটা আশ্চর্য বিষয়! যদি স্বর্গে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর থাকেন, যাকে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা বোকারমত বিশ্বাস করত তাহলে এটা খুবই স্বাভাবিক ভাবে আমরা বিশ্বাস করতাম যে আমাদের বুড়ো আঙ্গুল কে সৃষ্টি করেছেন। একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সবকিছু করতে পারেন। সুতরাং তিনি একটা বুড়ো আঙ্গুলও তৈরী করতে পারেন। কিন্তু যদি স্বর্গে কেউ নাও থাকেন, এবং যিনি বুড়ো আঙ্গুল তৈরীকারী, তিনি যেই হোন না কেন আমি অন্তর দিয়ে তার উপাসনা করব।"

সুতরাং তারা সেই কোন না কোন অদৃশ্য সত্ত্বার উপাসনাকারী হলেন। তাদের এই অদৃশ্য সত্ত্বার প্রতি বিশ্বাস সময়ের সাথে বৃদ্ধি পেতে থাকলো। তাকে তারা শুধু বুড়ো আঙ্গুলের সৃষ্টিকারী হিসাবে নয় কিন্তু গ্রহ, তারা,

ফুল, ছেলেমেয়ে এবং জীবনের সবকিছু সুন্দরেরও সৃষ্টিকর্তা হিসাবে বিশ্বাস করলো। এটা এথেন্সের প্রাচীনকালের মত ছিল, যখন পৌল "অপরিচিত দেবে"র (প্রেরিত ১৭ঃ২৩) উপাসনাকারীদের সাথে মিলিত হয়েছিলেন।

এই দম্পতি আমার কথা শুনে অবর্ণনীয় খুশী হয়ে তৎক্ষনাৎ বিশ্বাস করেছিল যে, সত্যিকারে স্বর্গে যিনি আছেন তিনি ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ নন যিনি আত্মা। তিনি একজন প্রেম, সত্য এবং শক্তির ঈশ্বর যিনি মানুষকে এত প্রেম করলেন যে, তিনি তাঁর একজাত পুত্রকে তাদের জন্য পৃথিবীতে পাঠালেন যেন তিনি তাদের জন্য ক্রুশে প্রাণ দেন।

তারা না জেনেই ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়েছিলেন। তাদেরকে পরিত্রাণ ও মুক্তির অভিজ্ঞতায় আরো এক ধাপ এগিয়ে নেবার মহান সুযোগ আমার হয়েছিল।

আরেক দিনের কথা, এক রাশিয়ান মহিলা অফিসারের সঙ্গে আমার রাস্তায় দেখা হয়েছিল। আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ক্ষমা চেয়ে বললাম, রাস্তায় অপরিচিত এক মহিলার সামনে আসা আমি জানি অভদ্রতা কিন্তু আমি একজন পালক আর আমার উদ্দেশ্য আন্তরিক। আমি আপনার কাছে যীশুর বিষয় বলতে চাই।

তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি যীশুকে ভালবাসেন'? আমি বললাম 'হ্যা', আমার হৃদয় দিয়ে তাকে ভালবাসি। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার হাত ধরে চুম্বন খেলেন। একজন পালকের জন্য এটা খুবই বিব্রতকর অবস্থা। তাই আমিও তাকে চুম্বন করলাম যেন, লোকে মনে করে আমরা আত্মীয়। তিনি বিস্ময়ে আমাকে বললেন, 'আমিও খ্রীষ্টকে ভালবাসি'। আমি তাকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে গেলাম এবং বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করলাম যে, তিনি খ্রীষ্টের নাম ছাড়া খ্রীষ্ট সম্পর্কে একেবারেই কিছুই জানতেন না। তবুও তিনি খ্রীষ্টকে ভালবাসতেন। তিনি জানতেন না যে খ্রীষ্টই ত্রাণকর্তা এবং পরিত্রাণ অর্থ কি? খ্রীষ্ট কোথায় এবং কিভাবে জীবন যাপন ও মৃত্যুবরণ করেছেন তা তিনি জানতেন না। তাঁর শিক্ষা, তাঁর জীবন ও পরিচর্যা সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানতেন না। আমার

কাছে মনে হয়েছিল তিনি একজন মানসিক কৌতুহলীঃ শুধুমাত্র নাম জানা কাউকে কিভাবে আপনি ভালবাসতে পারেন?

যখন অনুসন্ধান করলাম তিনি ব্যাখ্যা করলেন, "শিশু অবস্থায় ছবি দেখিয়ে আমাকে পড়া শেখানো হ'ত। "এ"-তে এপল, "বি"-তে বেল, "সি"-তে ক্যাট এবং আরো অন্যান্য ....।

যখন আমি হাই স্কুলে গেলাম, তখন আমাকে শিক্ষা দেয়া হলো কমিউনিষ্ট পিতৃভূমি রক্ষা করা আমার পবিত্র দায়িত্ব। কমিউনিষ্ট নৈতিকতা আমাকে শিক্ষা দেওয়া হলো। কিন্তু আমি জানতাম না পবিত্র দায়িত্ব বা নৈতিকতা কি জিনিস। এই সমস্তগুলোর জন্য আমার ছবির দরকার ছিল। এর পর আমার পূর্ব পুরুষদের জীবনের সবকিছু সুন্দর, প্রশংসা যোগ্য এবং সত্যবাদিতার জন্য একটা ছবি ছিল। আমার ঠাকুরমা সব সময় এই ছবির সামনে নত হতেন, এবং বলতেন এই ছবিটা, যাকে খ্রীষ্ট বলা হত তার এবং এজন্যই এই নাম ভালবাসতাম। এই নাম আমার কাছে এত বাস্তব ছিল। বলতে গেলে এই নাম আমাকে খুবই আনন্দ দিয়েছিল!

তার কথা শুনে আমার স্মরণ হলো ফিলিপীয় ২ঃ১০ পদে লেখা আছে যে, যীশুর নামে সমুদয় জানু পাতিত হবে। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টারী কিছু সময়ের জন্য পৃথিবী থেকে ঈশ্বরের জ্ঞান মুছে ফেলতে সক্ষম হবে।

কিন্তু খ্রীষ্টের সাধারণ নামের মধ্যেও শক্তি আছে যা একজনকে আলোতে পরিচালিত করে।

তিনি আনন্দ সহকারে আমার বাড়ীতে খ্রীষ্টকে লাভ করলেন এবং যাঁকে তিনি শুধু নাম শুনে ভালবাসতেন এখন সেই খ্রীষ্টই তার হৃদয়ে বাস করছেন।

প্রতি মুহূর্তে আমি এমন রাশিয়ানদের সঙ্গে বাস করতাম যাদের জীবন পরিপূর্ণ কাব্যময় ও গভীর অর্থময়। এক ভগ্নি যিনি রেল স্টেশনে সুসমাচার প্রচার করেন তিনি এক আগ্রহী অফিসারকে আমার ঠিকানা দিয়েছিলেন। এক সন্ধ্যাবেলায় তিনি আমার বাড়ীতে প্রবেশ করলেন যিনি ছিলেন একজন লম্বা সুন্দর রাশিয়ান লেফটেন্যান্ট।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কিভাবে আমি আপনাকে সেবা করতে পারি?" তিনি উত্তর দিলেন, "আমি আলোর জন্য এসেছি"। আমি তার কাছে শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় অংশ পাঠ করতে আরম্ভ করলাম। তিনি আমার হাতে হাত রাখলেন এবং বললেন, আমি আমার হৃদয় দিয়ে বলছি, আমাকে বিপথে পরিচালিত করবেন না। অন্ধকারে বাসকারী লোকদের মধ্যে আমার অবস্থান। সত্যি করে বলুন এটা সত্য ঈশ্বরের বাক্য কিনা'? এটা যে সত্য, সে বিষয়ে তাকে নিশ্চয়তা দিলাম। তিনি কয়েক ঘন্টা আমার কথা শুনলেন এবং খ্রীষ্টকে গ্রহণ করলেন।

ধর্মীয় বিষয়কে রাশিয়ানরা খুব হালকা ভাবে বিবেচনা করে না। ধর্মের বিপক্ষে যুদ্ধ করে হোক আর ধর্মের পক্ষে খ্রীষ্টকে অনুসন্ধান করে হোক তারা যা করত তা তারা তাদের সম্পূর্ণ মন দিয়েই করত। আর সে কারণেই রাশিয়ার কমিউনিজমের অধীনে খ্রীষ্টিয়ানেরা বিজয়ী মিশনারী হিসেবে আত্মা জয় করতে পেরেছিলেন। ঐতিহাসিক ভাবেও রাশিয়ানরা ধর্ম পরায়ণ মানুষ। এই রকম দেশ সুসমাচার কাজের জন্য পরিপক্ক এবং সুফলদায়ক। আমরা তাদের কাছে সক্রিয় সুসমাচার প্রচার করেছি বলেই পৃথিবীর গতি পরিবর্তিত হচ্ছে। এটা দুঃখজনক যে, রাশিয়া ও তার অধিবাসীরা ঈশ্বরের বাক্যের জন্য খুবই ক্ষুর্ধাত, তথাপি তারাই আপাত দৃষ্টিতে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হয়ে পরেছে।

রাশিয়ানদের কাছে আমাদের পরিচর্যা কাজের অনেক ফল উৎপন্ন হয়েছে। আমি পিতরকে স্মরণ করি। কেউ জানেন না, সে রাশিয়ার কোন্ জেলখানায় মৃত্যুবরণ করেছে। সে খুবই অল্প বয়সের ছিল। সম্ভবতঃ কুড়ি বৎসর বয়স। সে রাশিয়ান সৈন্যদের সঙ্গে রুমানিয়ায় এসেছিল। সে একটা গোপন সভায় ধর্মান্তরিত হয় এবং আমাকে বাপ্তিস্ম দিতে অনুরোধ করেছিল।

বাপ্তিস্মের পর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বাইবেলের কোন পদটা তাকে সবচেয়ে বেশি উদ্বুদ্ধ করেছে এবং খ্রীষ্টের কাছে আসতে প্রভাবিত করেছিল।

সে বলেছিল যে আমাদের একটা গোপন সভায়, আমি লূক ২৪ অধ্যায় পড়েছিলাম সেখানে যীশুর গল্পে দুই শিষ্য ইম্মায়ু যাচ্ছিলেন। যখন তারা গ্রামের নিকটে আসলেন, "আর তিনি (যীশু) অগ্রে যাইবার লক্ষণ দেখাইলেন (২৮ পদ)"। পিতর বললো, আমি অবাক হই, কেন যীশু এটা করলেন। তিনি নিশ্চয়ই তার শিষ্যদের সঙ্গে থাকতে চেয়েছিলেন। তাহলে কেন অগ্রে যাবার লক্ষণ দেখালেন? আমার মনে হয় যে, যীশু ভদ্র ছিলেন। তিনি খুব নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন যে তারা তাকে আসলে চান কিনা। যখন তিনি দেখলেন যে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন তিনি আনন্দে তাদের সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করলেন। কমিউনিষ্টরা অভদ্র। তারা জোর করে আমাদের অন্তরে প্রবেশ করতে চায়। তারা জোড় করে সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত আমাদেরকে তাদের কথা শুনতে বাধ্য করে। তারা এটা তাদের স্কুল, রেডিও, সংবাদপত্র, প্রচার-পত্র, চলচ্চিত্র, নাস্তিক সভা এবং যেদিকে আমরা ঘুরি না কেন তার মাধ্যমে এটা করে থাকে। আমরা পছন্দ করি বা না করি অবিচ্ছিন্নভাবে তাদের মন্দ প্রচারণা আমাদের শুনতে হয়। যীশু আমাদের স্বাধীনতাকে সম্মান করেন। তিনি বিনীত ভাবে আমাদের হৃদয়ের দরজায় করাঘাত করেন।

পিতর বললেন, "যীশু তার বিনীতভাব দিয়ে আমাকে জয় করেছেন। কমিউনিজম ও খ্রীষ্টের মধ্যে এই বলিষ্ট পার্থক্যই তাকে বিশ্বাসী করেছিল। যীশুর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যে অনুপ্রাণিত শুধুমাত্র তিনি একমাত্র রাশিয়ান ছিলেন না। (পালক হিসাবে আমি কখনও এভাবে চিন্তা করিনি)।

আর ধর্মান্তরিত হবার পর, পিতর বারবার নিজের স্বাধীনতা ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রুমানিয়ার গোপন মণ্ডলী থেকে রাশিয়ায় খ্রীষ্টিয় পুস্তিকা চোরাচালানেও সাহায্য করত। পরিশেষে সে ধরা পড়ে। তার শেষ খবর জানা পর্যন্ত সে জেলে ছিল। সে কি মারা গিয়েছিল? সে কি ইতিমধ্যে স্বর্গে গিয়েছে অথবা পৃথিবীতে এখনও উত্তম যুদ্ধ করছে? আমি জানি না। সে আজকে কোথায় আছে তা শুধু ঈশ্বরই জানেন।

পিতরের মতো অন্যরাও শুধু ধর্মান্তরিত হয়েই ক্ষান্ত ছিলেন না। খ্রীষ্টের জন্য শুধুমাত্র একটা আত্মা জয় করে কখনও থামা উচিত নয়। এই

ভাবে থামা মানে আমরা অর্ধেক কাজ করেছি। খ্রীষ্টের জন্য প্রত্যেকটি জয়করা আত্মাকে অবশ্যই আত্মা জয়কারী বানাতে হবে। রাশিয়ানরা শুধু ধর্মান্তরিত হয়নি তারা গোপন মণ্ডলীতে মিশনারীর কাজ করেছে। তারা খ্রীষ্টের জন্য নির্ভীক ও সাহসী ছিলেন। তারা সব সময় বলতেন, যে খ্রীষ্ট তাদের জন্য প্রাণ দিয়েছেন তার জন্য অন্ততঃ এইটুকু তারা করতে পারেন।

এক বন্দী জাতির কাছে আমাদের গোপন পরিচর্যা কাজঃ

রুমানিয়ানদের কাছে গোপন মিশনারী কাজ করা হলো আমাদের পরিচর্যার দ্বিতীয় দিক। প্রথমে কমিউনিষ্টরা মণ্ডলীর নেতাদের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের পক্ষে নিয়ে আসতেন। কিন্তু শীঘ্রই তারা তাদের মুখোশ খুলে ফেলতো। তারপরে সন্ত্রাস শুরু হ'ত এবং হাজার হাজার লোককে গ্রেফতার করতো। রাশিয়ানদের জন্য যেমনটি ছিল- তেমনি খ্রীষ্টের জন্য আত্মা জয় করা আমাদের কাছে নাটকীয় ভাবে শুরু হয়েছিল।

উদাহরণ স্বরূপঃ পরে যাদের আমি ঈশ্বরের সাহায্যে খ্রীষ্টের জন্য জয় করেছিলাম, আমিও তাদের সঙ্গে একই জেলখানায় বন্দী ছিলাম। আমি যার সঙ্গে একই জেলের একই কুঠরীতে ছিলাম, তিনি তার ছয় ছেলে মেয়েদের ফেলে এসেছেন এবং খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের জন্য এখন জেলে আছেন। তার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন। সে হয়তো আর কখনও তাদের দেখতে পাবেন না। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "তুমি কি আমার উপর রেগে আছো? কারণ আমি তোমাকে খ্রীষ্টের কাছে এনেছিলাম, আর এই কারণে আজ তোমার পরিবার যার পর নাই দুঃখ কষ্টের মধ্যে আছে"? সে উত্তর করেছিল, "আমার ধন্যবাদ প্রকাশের কোন ভাষা নেই যে আপনি আমাকে আশ্চর্য ত্রাণকর্তার কাছে এনেছেন। আমি অন্য কোনভাবে এটা পেতাম না"।

এই নতুন অবস্থার মধ্যে প্রচার করা সহজ ছিল না। আমাদের লোকেরা খুবই অত্যাচারিত হয়েছিল। কমিউনিষ্টরা প্রত্যেকের কাছ থেকে ধন সম্পদ কেড়ে নিয়েছিল। কৃষকদের কাছ থেকে তার জমি ও ভেড়া নিয়েছিল, নাপিত অথবা দর্জির কাছ থেকে তারা তার দোকান নিয়ে

নিয়েছিল। শুধু মাত্র পুঁজিপতিরাই নিঃস্ব হননি। অত্যন্ত গরীব মানুষও দারুন কষ্টের শিকার হয়েছিল। প্রায় প্রত্যেক পরিবারের একজন করে জেলখানায় ছিল এবং দারিদ্রতা খুব কঠিন ছিল। মানুষ জানতে চাইত, 'একজন প্রেমের ঈশ্বর কি ভাবে মন্দকে বিজয়ী হতে অনুমতি দেন'!

একই ভাবে নতুন বিশ্বাসীদের কাছে পূন্যশুক্রবারে খ্রীষ্টের ক্রুশীয় বাণী 'ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ'? তা প্রচার করা সহজ হ'ত না। তাহলেও কিন্তু প্রকৃত কাজ থেমে থাকেনি বরং ক্রমাগত ফল উৎপন্ন করে প্রমাণ করেছে যে, এটা আমাদের নয় কিন্তু ঈশ্বরের নিকট থেকে হয়েছে। খ্রীষ্টে বিশ্বাসের বেলায়ও একই কথা সত্য যা দুঃখ কষ্টেও সক্রিয় থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, যীশু লাসার সম্পর্কে আমাদের বলেছেন একজন গরীব ভিক্ষুক আমাদের মত অত্যাচারিত মৃত্যু পথগামী ক্ষুর্ধাত- তার ক্ষতগুলো কুকুরে চাটতো। কিন্তু পরিশেষে স্বর্গদূতেরা তাকে অব্রাহামের কোলে নিয়ে যায়।

কেমন করে গোপন মণ্ডলী প্রকাশ্যে আংশিক কাজ করেছিল

গোপন মণ্ডলী গোপনে বাড়ীতে, জঙ্গলে, বাড়ীর মাটির নীচের তলায় কিম্বা যেখানে হতে পারতো এমন জায়গায় মিলিত হ'ত। আজকের অনেক পরাধীন জাতির বেলায় এটা সত্য। রুমানিয়ার গোপন মণ্ডলী আংশিক ভাবে গোপন ছিল। ভাসমান একটা বরফের স্তুপের মত, কাজের একটা ছোট অংশ প্রকাশ্যে ছিল। কমিউনিষ্টদের অধীনে থাকাকালীন আমরা রাস্তায় প্রচারের ফন্দি করি যা সময়ে সময় খুবই ঝুকিপূর্ণ ছিল। কিন্তু এই উপায়ে আমরা অনেক আত্মাকে কাছে পেয়েছি যা অন্য কোন ভাবে পাওয়া সম্ভব নয়। আমার স্ত্রী এই ব্যপারে খুব তৎপর ছিলেন। কয়েকজন খ্রীষ্টিয়ান কোন এক রাস্তার কোনায় সমবেত হয়ে গান গাইতে শুরু করে দিত। লোকেরা সুন্দর গান শোনার জন্য তাদের চারপাশে ভীড় জমাতো। তারপর আমার স্ত্রী তার কথা প্রচার করতেন। গোপন পুলিশ উপস্থিত হবার আগে আমরা স্থানটি ত্যাগ করতাম।

একদিন দুপুর বেলা, যখন আমি অন্য কোথায়ও ব্যস্ত ছিলাম, আমার স্ত্রী বুদাপেষ্ট শহরের প্রশস্ত মালাক্সা কারখানার প্রবেশ দ্বারে হাজার হাজার

শ্রমিকদের সামনে প্রচার করছিলেন। তিনি শ্রমিকদের কাছে ঈশ্বর এবং পরিত্রাণ সম্পর্কে প্রচার করছিলেন। পরের দিন কমিউনিষ্টদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় অনেক শ্রমিককে কারখানার মধ্যে গুলি করা হয়। তারা সঠিক সময়ে প্রচারটা শুনেছিল!

আমরা গোপন মণ্ডলীতে ছিলাম। কিন্তু যোহন বাপ্তাইজকের মত আমরা মানুষ ও শাসকদের কাছে প্রকাশ্যে যীশুর কথা বলেছিলাম। একবার আমাদের সরকারী ভবনের সিঁড়িতে দুই খ্রীষ্টিয় ভাই আমাদের প্রধানমন্ত্রী ঘিওর ঘিউ ডেজ এর কাছে যাবার জন্য ভীড় ঠেলে এগিয়ে গিয়েছিলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যীশু সম্বন্ধে তার কাছে সাক্ষ্য দিয়ে তার পাপ ও নির্যাতন বন্ধ করতে অনুরোধ করেন। তাদের সাহসী সাক্ষ্যের জন্য তাদের জেলে নিক্ষেপ করেন। কয়েক বৎসর পর যখন প্রধানমন্ত্রী ডেজ খুব অসুস্থ ছিলেন তখন কয়েক বৎসর আগে সুসমাচারের যে বীজ তারা বপন করেছিলেন যার জন্য তারা খুবই যাতনা পেয়েছিলেন, তা ফলপ্রসূ হয়েছিল। তার দরকারের সময় প্রধান মন্ত্রী তার কাছে বলা কথা স্মরণ করলেন। বাইবেল যেমন বলে, ঐ বাক্য হলো, "জীবন্ত ও কার্যসাধক এবং সমস্ত দ্বিধার খড়্গ অপেক্ষা তীক্ষ্ণ (ইব্রীয় ৪ঃ১২)। তারা তার কঠিন হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তিনি তার জীবনকে খ্রীষ্টের কাছে সমর্পণ করেছিলেন। তিনি তার পাপ স্বীকার করে ত্রাণকর্তাকে গ্রহণ করেছিলেন এবং তার অসুখের মধ্যে তার সেবা করতে শুরু করেছিলেন। তার কিছু দিনের মধ্যে তিনি মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তার নতুন পাওয়া ত্রাণকর্তার কাছে চলে গেলেন। কারণ দুই জন খ্রীষ্টিয়ান তার মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন। আজকের পরাধীন জাতির মধ্যে তারা আদর্শ সাহসী খ্রীষ্টিয়ান।

যোহন বাপ্তাইজকের মত মানুষ ও শাসকদের কাছে যীশুর কথা বলেছিলেন।

কমিউনিষ্ট অত্যাচারের অধীনে সুসমাচার প্রচার করা খুবই কঠিন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আমরা অনেক খ্রীষ্টিয় প্রচার পত্র ছাপাতে সফল হতাম। এগুলো কমিউনিষ্টদের কঠিন পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যেও উত্তীর্ণ হ'ত।

আমরা আমাদের পুস্তিকা সেনসরে পাঠাতাম, যার উপরের পাতায় কমিউনিষ্টদের প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্কের ছবি থাকত এবং এমন সব নাম থাকতো তিনি সেই গুলোকে কমিউনিষ্ট প্রকাশিত পুস্তিকা মনে করে সেইগুলোতে অনুমোদনের সিল মোহর দিতেন। এই সমস্ত পুস্তিকায় মার্কস, লেলিন এবং স্টালিনের উদ্ধৃতি কয়েক পাতা জুড়ে থাকতো- যাতে সেনসর সন্তোষ্ট ছিল। পরের পাতা গুলোতে আমরা খ্রীষ্টের বার্তা দিতাম।

পরে আমরা কমিউনিষ্ট মিছিলে যেতাম এবং এই কমিউনিষ্ট পুস্তি-কাগুলো বিতরণ করতাম। কমিউনিষ্টরা মার্কের ছবি দেখে কেনার জন্য একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতো। পড়তে পড়তে দশ পৃষ্ঠায় আসতো এবং আবিষ্কার করতো তা ঈশ্বর এবং যীশু সম্পর্কে লেখা, আমরা ততক্ষণে অনেক দূরে চলে যেতাম।

গোপন কাজকর্ম

গোয়েন্দা পুলিশ গোপন মণ্ডলীকে ভীষণ নির্যাতন করেছিল। কারণ তারা মনে করেছিল এর মধ্যে শুধুমাত্র কার্যকরী প্রতিরোধ নিহিত আছে। এটা এমন এক প্রতিরোধ (একটি আত্মিক প্রতিরোধ) যা বাধা দেওয়া না হলে তা নাস্তিক শক্তিকে ধীরে ধীরে দূর্বল করে দিবে। তারা শয়তানের মত চিনতে পেরেছিল তাদের তাৎক্ষনিক আশঙ্কা। *তারা জানতো যে একজন ব্যক্তি যদি খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করে তাহলে সে কখনও মনহীন বাধ্য প্রজা হবে না। তারা জানত যে কায়িক দেহকে জেলে রাখতে পারে।* কিন্তু তারা মানুষের আত্মাকে জেলে রাখতে পারে না। তার বিশ্বাস ঈশ্বরে। সুতরাং তারা কঠিন লড়াই করত। কিন্তু কমিউনিষ্ট সরকার ও গোয়েন্দা পুলিশের মধ্যেও গোপন মণ্ডলীর সমর্থক ও সদস্য আছে।

আমরা খ্রীষ্টিয়ানদের গোয়েন্দা পুলিশে যোগ দেবার নির্দেশ দিয়েছিলাম এবং এ দেশের সবচেয়ে ঘৃণ্য ও তাচ্ছিল্যের পোষাক পরিধান করতে বলেছিলাম যেন তারা গোয়েন্দা পুলিশের কার্যক্রম সম্পর্কে গোপন মণ্ডলীকে সংবাদ সরবরাহ করতে পারে। বেশ কয়েক জন গোপন মণ্ডলীর ভাইয়েরা তাদের বিশ্বাস গোপন করে এই কাজ করত। কমিউনিষ্ট পোষাক পরাতে ও তাদের সত্যিকারে উদ্দেশ্য প্রকাশ না করার জন্য তারা তাদের

পরিবার বর্গ ও বন্ধুদের দ্বারা তুচ্ছিকৃত হত, যা তাদের জন্য কঠিন ছিল। খ্রীষ্টের জন্য তাদের ভালবাসা ব্যাপক হওয়ার কারণে তারা তা করত।

যখন পুলিশ আমাকে অপহরণ করে। কয়েক বৎসর কঠিন গোপনীয়তায় জেলে আবদ্ধ করেছিল, তখন একজন খ্রীষ্টিয়ান ডাক্তার আমার অবস্থা জানার জন্য সত্যিকারে গোয়েন্দা পুলিশ সদস্য ভুক্ত হন। গোয়েন্দা পুলিশের ডাক্তার হওয়ায় কয়েদীদের কুঠুরীতে প্রবেশের এখতিয়ার ছিল এবং তার আশা ছিল আমাকে খুঁজে পাবে। কমিউনিষ্ট হওয়ায় তার বন্ধুরা তাকে পরিত্যাগ করেছিল। কয়েদীদের পোষাক পরার চেয়ে যাতনাকারীর পোষাকে ঘুরে বেড়ানো অনেক বেশী ত্যাগস্বীকার।

ডাক্তার একটা গভীর অন্ধকারাস্থ জেল কুঠুরীতে আমার সন্ধান পান এবং তিনি আমার বেঁচে থাকার খবর বাইরে পাঠান। সাড়ে আট বছর প্রথম কারাবাসের সময় তিনিই প্রথম আমাকে আবিষ্কার করেছিলেন। তার জন্যই আমার বেঁচে থাকার খবর ছড়িয়ে পড়েছিল এবং ১৯৫৬ সালে আই সেন আওয়ার ক্রুশ্চেভ সম্পর্কের উন্নতি হলে বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং খ্রীষ্টিয়ানেরা আমায় মুক্ত করার জন্য বিক্ষোভ করেছিল এবং আমাকে অল্প দিনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এই ডাক্তার যিনি আমাকে খুঁজে পাবার জন্য গোয়েন্দা পুলিশে যোগ দিয়েছিলেন তিনি না হলে আমি কখনই মুক্তি পেতাম না। আমি আজও কারাগারে বন্দী থাকতাম- অথবা আজ আমি কবরে থাকতাম।

গোপন মণ্ডলীর সদস্য তারা গোয়েন্দা পুলিশে তাদের পদমর্যাদাকে ব্যবহার করে অনেক সময় আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন এবং খুব সাহায্য করেছিলেন। কমিউনিষ্ট লোকদের মধ্যে গোপন মণ্ডলীর লোকজন গোয়েন্দা পুলিশে আছে, যারা আসন্ন বিপদ থেকে খ্রীষ্টিয়ানদের রক্ষা ও সতর্ক করে থাকে। তাদের কেউ কেউ সরকারী মহলে উচ্চ স্থানে আছেন খ্রীষ্টে তাদের বিশ্বাসকে গোপন রেখেছেন এবং আমাদের অত্যন্ত সাহায্য করছেন। এখন যারা গোপনে খ্রীষ্টকে পরিচর্যা করছে তারা একদিন স্বর্গে তাঁকে প্রকাশ্যে ঘোষণা করবে।

তথাপি গোপন মণ্ডলীর অনেক সদস্যের পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়েছিল এবং তারা কারাবন্দী হয়েছিলেন। আমাদেরও "যিহুদা" ছিল যে, আমাদের কার্যকলাপ গোয়েন্দা পুলিশের কাছে রিপোর্ট করেছিল। কমিউনিষ্টরা প্রহার ঔষধ, ভীতি প্রদর্শন, ফাঁদে ফেলানোর মাধ্যমে এমন পুরোহিত ও সাধারণ লোকদের খুজে বের করতেন, যারা তাদের ভাইদের সম্পর্কে সংবাদ সরবরাহ করত।

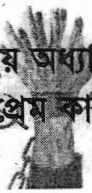

২য় অধ্যায়
"অধিক প্রেম করিও নাই"

আমি ১৯৪৮ সনের ২৯শে ফেব্রুয়ারীর পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশ্যে এবং গোপন ভাবে উভয় প্রকারেই প্রচার কাজ চালিয়েছিলাম। সেই সুন্দর রবিবারে, আমি গির্জায় যাবার পথে গোয়েন্দা পুলিশ রাস্তা থেকে আমাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল।

আমি প্রায় আশ্চর্য হয়ে চিন্তা করতাম 'চুরির' অর্থ কি যা বাইবেলে অনেক বার উল্লেখ আছে। কমিউনিষ্ট মতবাদ আমাদেরকে সে বিষয়টা শিখিয়ে দিয়েছে।

সেই সময় অনেককে এই রকম অপহরণ করা হয়েছিল। গোয়েন্দা পুলিশের একটা গাড়ি আমার সামনে এসে থামল। চার জন লাফিয়ে পড়ে আমাকে ধাক্কা দিয়ে গাড়িতে তুলল। আমাকে জেল খানায় নিয়ে যাওয়া হলো যেখানে আট বৎসরের উপর গোপন করে রাখা হয়েছিল। সেই সময় কেউ জানত না যে আমি বেঁচে আছি না মারা গেছি। গোয়েন্দা পুলিশ ছাড়া পাওয়া কয়েদীদের ছদ্মবেশে আমার স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল। তারা আমার স্ত্রীকে বলেছিল যে, তারা আমার সমাধি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল। এ খবর শুনে আমার স্ত্রীর হৃদয় ভেঙ্গে গিয়েছিল।

বিভিন্ন মণ্ডলী সমূহের হাজার হাজার বিশ্বাসীদের এই সময় কারাগারে পাঠান হয়েছিল। শুধুমাত্র পুরোহিতদেরই নয়, কিন্তু সাধারণ কৃষক, তরুণ, বালক ও বালিকা যারা তাদের বিশ্বাসের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিল তাদেরও কারাবন্দী করা হয়েছিল। কারাগার পরিপূর্ণ ছিল এবং অন্যান্য সব কমিউনিষ্ট দেশের মত রুমানিয়ায় কারাবন্দী হওয়া মানে নির্যাতিত হওয়া।

কখনো কখনো নির্যাতন ভয়ানক ছিল। যে নির্যাতনের শিকার আমি হয়েছিলাম, সে সম্পর্কে আমি বেশি বলতে চাই না। এটা খুবই পীড়াদায়ক। যখন আমি সে সব কথা বলি, আমি রাতে ঘুমাতে পারি না।

'In God's Underground' বই-এ কারাগারে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতার অনেক কথা আমি বিস্তারিত-ভাবে বর্ণনা করেছি।

অবর্ণনীয় নির্যাতন

ফ্লোরেস্কু নামে এক পালককে আগুনে পোড়ানো লোহার শলাকা ও ছুরি দিয়ে নির্যাতন করা হ'ত। তাঁকে নির্দয় ভাবে প্রহার করা হয়েছিল। তারপর তাঁর কুঠরীর মধ্যে বড় পাইপের ভিতর দিয়ে ক্ষুধার্ত ইঁদুর ছেড়ে দেওয়া হ'ত। তিনি ঘুমাতে পারতেন না এগুলোর হাত থেকে রক্ষা পেতে সারাক্ষণ তাকে জেগে থাকতে হত। কোন মুহূর্তে যদি তিনি ঘুমিয়ে পরতেন, ইঁদুরগুলো তাকে আক্রমণ করত।

তাঁকে দুই সপ্তাহ ধরে দিন ও রাত দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল। তার বিশ্বাসী ভাইদের নামের তালিকা উদ্ধার করতে কমিউনিষ্টরা তাকে বাধ্য করতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি দৃঢ় ভাবে অস্বীকার করেন। অবশেষে তারা তার চৌদ্দ বৎসর বয়সের পুত্রকে কারাগারে নিয়ে আসে এবং পিতার সামনে পুত্রকে চাবুক মারতে শুরু করে। তারা বলেছিল যে তারা তাকে মারতেই থাকবে, যতক্ষণ না পালক তাদের কথার বাধ্য হবেন। বেচারা লোকটা অর্দ্ধ পাগল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি যতক্ষণ পারলেন সহ্য করলেন। তারপর তিনি তাঁর ছেলের প্রতি চিৎকার করে বললেন, "আলেকসাণ্ডার, তারা যা চায় আমি তা বলব। তোমাকে মারার (প্রহার করার) দৃশ্য আমি আর সহ্য করতে পারছিনা।" পুত্র উত্তর দিল, "বাবা, একজন বিশ্বাসঘাতক আমার পিতা হবে এমন অন্যায় তুমি আমার প্রতি কর না। "সহ্য কর। যদি তারা আমাকে মেরেও ফেলে, তবু 'যীশু নাম ও আমার পিতৃভূমি' এই কথা মুখে নিয়েই আমি মরব।" কমিউনিষ্টরা ছেলের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। তার রক্তের ছিটায় (সেরের) দেওয়াল ভরে গেল এবং তাকে পিটিয়ে হত্যা করল। ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে সে মৃত্যুবরণ করল। আমাদের প্রিয় ভাই ফ্লোরেস্কু এটা দেখে আর আগের মত স্বাভাবিক থাকতে পারতেন না, বাকী জীবন উন্মাদ হয়ে রইলেন।

ধারাল পেরেক যুক্ত হাতকড়া আমাদের কবজীর উপর স্থাপন করা হতো। যদি আমরা শান্ত থাকতাম, সে পেরেকগুলো আমাদের হাতে বিধত

না। কিন্তু জেলের সেলগুলোতে তীব্র ঠাণ্ডায় যখন আমরা কাঁপতাম, আমাদের কবজী সেই পেরেকে ফুটো হয়ে যেত।

খ্রীষ্টিয়ানদের পায়ে দড়ি বেধে ঝুলিয়ে বেদম প্রহার করা হ'ত যেন প্রত্যেকটা আঘাতে তাদের দেহ সামনে ও পিছনে দোল খায়। খ্রীষ্টিয়ানদের 'রেফ্রিজারেটর সেল' অর্থাৎ বরফ বাক্সেও রাখা হ'ত, যা এত ঠান্ডায় হিম ও বরফ হয়ে থাকত। গায়ে সামান্য কাপড় দিয়ে আমাকে এরকম একটাতে নিক্ষেপ করা হয়। জেলের ডাক্তাররা দরজা দিয়ে লক্ষ্য করতেন কখন আমি ঠাণ্ডায় আড়ষ্ঠ হয়ে মরার মত হতাম তখনই তারা প্রহরীদের নির্দেশ দিতেন আমাকে উঠিয়ে গরম করার। যখন আমরা গরম হয়ে উঠি তখনি আবার বরফ বাক্সে সেলে ঠাণ্ডায় আড়ষ্ঠ করার জন্য রাখা হ'ত। ঠাণ্ডায় আড়ষ্ঠ লাগা থেকে একটু বিরতি, তারপর আবার ঠাণ্ডায় মৃত্যুর কাছাকাছি আনা। তারপর আবার একটু বিরতি- বারবার এটা করা হ'ত। এমন কি আজও কখনো কখনো আমি সে কথা মনে পড়লে রেফ্রিজারেটার খুলতে পারি না।

আমাদের খ্রীষ্টিয়ানদের সময় সময় আমাদের চেয়ে সামান্য একটু বড় কাঠের বাক্সের মধ্যে জোর করে দাঁড় করে রাখা হ'ত। তার মধ্যে নড়াচড়ার কোন বুদ্ধি ছিল না। বাক্সের প্রত্যেক পাশে ডজন ডজন তীক্ষ্ণ পেরেক আমাদের দেহকে তীক্ষ্ণ খোঁচা দেবার জন্য লাগান ছিল। যতক্ষণ আমরা সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়াতাম, এগুলো কোন অসুবিধা করত না। কিন্তু বাক্সের মধ্যে আমাদের অবিরাম ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করা হ'ত। কিন্তু ক্লান্তিতে যখন আমরা অবসন্ন হয়ে নড়তাম পেরেকগুলো আমাদের দেহকে ফুটো করে দিত। যদি আমরা আমাদের পেশীকে নড়াতাম কিম্বা টান করতাম। সেখানে ভয়ঙ্কর পেরেকগুলো আমাদের কষ্ট দিত।

কমিউনিষ্টরা খ্রীষ্টিয়ানদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেছে তা মানুষের সম্ভাব্য বোধশক্তির অনেক উর্দ্ধে। যেসব কমিউনিষ্টেরা বিশ্বাসীদের নির্যাতন করত তাদের চোখমুখ বিভৎস আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠত। তারা খ্রীষ্টিয়ানদের নির্যাতন করার সময় চিৎকার করে বলত "আমরা পিশাচ।"

আমাদের সংগ্রাম রক্ত-মাংসের বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু আধিপত্য ও শয়তানের সমস্ত শক্তির বিরুদ্ধে। আমরা দেখেছি কমিউনিষ্ট মতবাদ মানুষ থেকে নয় কিন্তু শয়তান থেকে উদ্ভুত হয়েছে। এটা একটা অপার্থিব শক্তি-মন্দ শক্তি এবং যাকে বৃহত্তর আত্মিক শক্তি অর্থাৎ ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা মোকাবিলা করা যেতে পারে।

আমি নির্যাতনকারীদের প্রায় জিজ্ঞাসা করতাম, "আপনাদের হৃদয়ে কি কোন দয়ামায়া নেই?" তারা সাধারণতঃ লেলিনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলত, "ডিমের খোসা না ভেঙ্গে কখনও ডিম ভাজা যায় না এবং কাঠের গুড়ো না উড়িয়ে কখনও কাঠ কাটা যায় না।" আমি পুনরায় বলতাম, "আমি জানি এগুলো লেলিনের বইয়ের উদ্ধৃতি। কিন্তু একটা পার্থক্য আছে। যখন আপনি একখণ্ড কাঠ কাটেন, এটা কিছুই অনুভব করতে পারেন না। কিন্তু এখানে আপনারা মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করছেন। প্রতিটা মার (প্রহার) পীড়া সৃষ্টি করে এবং মায়েরা কান্না কাটি করে।" এই কথাগুলো বৃথাই ছিল কারণ তারা জড়বাদী। তাদের কাছে জড় পদার্থ ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্ব নাই। তাদের কাছে একটা মানুষ কাঠ ও ডিমের খোসার মত। নির্মমতার অচিন্তনীয় গহবরে তারা এই বিশ্বাসে নিমজ্জিত থাকে।

নাস্তিকবাদের নিষ্ঠুরতা বিশ্বাস করা কঠিন। যেখানে ভাল কাজের পুরষ্কার অথবা মন্দ কাজের শাস্তিতে কেউ বিশ্বাস করেনা, সেখানে মানবিক হওয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না। মানুষের মধ্যে মন্দের গভীরতা থেকে কোন বাধা আসে না। কমিউনিষ্ট নির্যাতনকারীরা প্রায় বলতেন, "ঈশ্বর নেই, পরজগৎ নেই, মন্দ কাজের কোন শাস্তি নেই। আমরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারি।" আমি এক নির্যাতনকারীকে বলতে শুনেছি, "আমি সেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই যাকে আমি বিশ্বাস করি না, যে, আমি এই সময় পর্যন্ত বেঁচে আছি যখন আমার হৃদয়ের সমস্ত মন্দতা আমি তোমাদের উপর প্রকাশ করতে পারছি।" সে অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুরতায় তা প্রকাশ করেছিল ও বন্দীদের উপর নির্যাতন করছিল।

একটা মানুষকে কুমীরে খেলে আমি খুবই দুঃখীত হই। কিন্তু কুমীরকে তিরস্কার করতে পারি না। সে নীতি জ্ঞান সম্পন্ন প্রাণী নয়। সুতরাং কোন নিন্দা (তিরষ্কার) কমিউনিষ্টদের দেয়া যাবে না। কমিউনিষ্টরা তাদের

নৈতিক জ্ঞান ধ্বংস করে ফেলেছে। তাদের হৃদয়ে কোন মায়া নেই বলে তারা গর্ব করত।

আমি তাদের কাছে শিখেছিলাম। তারা যেমন তাদের হৃদয়ে যীশুর জন্য কোন স্থান রাখেনি। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমি শয়তানের জন্য আমার হৃদয়ে বিন্দু মাত্র স্থানও রাখব না।

আমেরিকান সিনেটের আভ্যন্তরীন নিরাপত্তা সাব কমিটির সামনে আমি সাক্ষ্য দিয়েছি। সেখানে বীভৎস বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছি। যেমন, খ্রীষ্টিয়ানদের চার দিন-রাত ক্রুশে বেঁধে রাখা হ'ত। ক্রুশগুলো মেঝেতে রাখা হ'ত এবং শত শত বন্দীদের দ্বারা ঐ সব ক্রুশে বাঁধা লোকদের মুখমণ্ডল ও দেহে পায়খানা প্রশ্রাব করানো হ'ত। তারপর ক্রুশগুলো লম্বা ভাবে স্থাপন করা হ'ত এবং কমিউনিষ্টরা বিদ্রুপ ও ঠাট্টা করে বলত, "তোমাদের খ্রীষ্টকে দেখ! কত সুন্দর তিনি! স্বর্গ থেকে কি সুগন্ধ তিনি নিয়ে এসেছেন।"

আমি বর্ণনা করেছিলাম যে, কেমন করে নির্যাতনের ফলে অর্দ্ধেক পাগল হয়ে যাওয়া এক পুরোহিতকে মানুষের মলমূত্রকে প্রভুর ভোজের ন্যায় উৎসর্গ করে খ্রীষ্টিয়ানদের পরিবেশন করতে বাধ্য করা হয়েছিল। এটা রুমানিয়ার পিটেস্টি কারাগারে ঘটেছিল। পরে সেই পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এই বিদ্রুপাত্তক অনুষ্ঠানে যোগ দেবার চেয়ে মৃত্যু বরণ করতে চাইলেন না কেন। তিনি বললেন, "দয়া করে আমার সমালোচনা করবেন না। আমি খ্রীষ্টের চেয়ে বেশী যন্ত্রনা ভোগ করেছি।" বাইবেলে বর্ণিত নরকের সমস্ত বর্ণনা এবং দান্তের নরকের যন্ত্রণা কমিউনিষ্ট কারাগারে নির্যাতনের তুলনায় কিছুই না।

পিটেস্টি কারাগারে এক রবিবারে এবং অন্যান্য রবিবারে যা ঘটেছিল তারই একটা সামান্য অংশ মাত্র। অন্যান্য বিষয়গুলো এমনিভাবে বলা যাবে না। বার বার যদি আমি বলি তাহলে আমার হৃৎপিন্ড বন্ধ হয়ে যাবে। সেগুলো অত্যন্ত ভয়ানক এবং এতই অশালীন যে লেখা যায় না। খ্রীষ্টেতে আপনার ভাইয়েরা সেই সমস্তের মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন এবং এখনও অনেকে যাচ্ছেন।

যদি আমি কমিউনিষ্টদের সমস্ত বীভৎস নির্যাতন ও খ্রীষ্টিয়ানদের সমস্ত

আত্মবলিদানের কথা বলতে আরম্ভ করতাম, আমি কখনও তা শেষ করতে পারতাম না। শুধু নির্যাতনের কথাই প্রকাশ করতাম না। কিন্তু বীরত্ব গাঁথাও প্রকাশ করতাম। কারাবন্দীদের বীরত্বগাঁথার উদাহরণ মুক্ত ভাইদের বিরাট অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।

এমনকি এক বিশ্বাসের মহান বীর ছিলেন পালক মিলান হাইমোভিচি। অতিরিক্ত মানুষে কারাগারগুলো পরিপূর্ণ ছিল। কারারক্ষীরা তাদের নাম জানত না। যারা কারাগারের কিছু নিয়ম ভঙ্গ করত, তাদেরকে পঁচিশ ঘা চাবুক মারার জন্য বাইরে ডাকা হ'ত। পালক হাইমোভিচি অসংখ্যবার অন্যের পরিবর্তে নিজে প্রহারিত হবার জন্য গিয়েছিলেন। এর জন্য তিনি অন্যান্য কয়েদীদের কাছেই শুধু নন কিন্তু তিনি যার প্রতিনিধিত্ব করেন সেই খ্রীষ্টের জন্যও সম্মান লাভ করেছিলেন।

গোপন মণ্ডলীতে আমাদের এক কার্যকারী ছিল এক যুবতী মেয়ে। গোয়েন্দা পুলিশ জানতে পেরেছিল যে সে গোপনে সুসমাচার প্রচার ও শিশুদের খ্রীষ্ট সম্বন্ধে শিক্ষা দান করেছিল। তারা তাকে গ্রেফতারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তারা তাদের সাধ্যমত এই গ্রেফতারকে যন্ত্রণা ও পীড়াদায়ক করার জন্য তাঁর বিয়ের দিন এই গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত করেছিল। তাঁর বিয়ের দিন, যে দিন একটা মেয়ের জীবনে সবচেয়ে চমৎকার ও আনন্দের দিন, মেয়েটি বিয়ের কনে সাজে সজ্জিত ছিল। হঠাৎ করে বাড়ীর দরজা খুলে গোয়েন্দা পুলিশেরা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

বিয়ের কনে যখন গোয়েন্দা পুলিশ দেখল, সে হাতকড়া পরার জন্য তার দুহাত তাদের দিকে তুলে ধরল। সে তাঁর প্রিয়তমের (স্বামীর) দিকে তাকাল তারপর হাতের শিকলে চুম্বন করে বলল, "আমার বিয়ের দিনে আমাকে এই অলংকার উপহার দেয়ায় আমার স্বর্গীয় বরকে ধন্যবাদ জানাই। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই যে, তাঁর জন্য দুঃখ ভোগ করার যোগ্য হয়েছি।" তাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পেছনে পড়ে থাকে ক্রন্দনরত খ্রীষ্টিয়ানেরা এবং ক্রন্দনরত তার নব বিবাহিত স্বামী। কমিউনিষ্ট রক্ষীদের হাতে খ্রীষ্টিয়ান যুবতী মেয়েদের কি অবস্থা ঘটে তা তারা জানতো। তার বিবাহিত স্বামী বিশ্বস্ত ভাবে তার জন্য অপেক্ষা

করেছিল। সে পাঁচ বৎসর পরে মুক্তি লাভ করেছিল এক বিধ্বস্ত, বির্পযস্ত নারী রূপে, যাকে বয়সের তুলনায় আরও ত্রিশ বৎসরের বেশি বয়সী দেখাচ্ছিল। সে বলেছিল এটাই সবচেয়ে ছোট কাজ যা যীশুর জন্য সে করতে পেরেছে। গোপন মণ্ডলী খ্রীষ্টিয়ানেরা সেই রকম চমৎকার মানুষ ছিলেন।

মগজ ধোলাই প্রতিরোধ কার্যক্রম

পশ্চিমারা সম্ভবতঃ কোরিয়া ও ভিয়েতনাম যুদ্ধে মগজ ধোলাইয়ের কথা শুনে থাকতেন। আমি নিজেও এই মগজ ধোলাইয়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি। এটা সবচেয়ে বীভৎস নির্যাতন।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস এবং বৎসরের পর বৎসর, প্রতিদিন সতের ঘন্টা বসে শুনতে হ'তঃ

কমিউনিজম ভাল
কমিউনিজম ভাল
কমিউনিজম ভাল
খ্রীষ্ট ধর্ম বোকামী
খ্রীষ্ট ধর্ম বোকামী
খ্রীষ্ট ধর্ম বোকামী
পরিত্যাগ কর
পরিত্যাগ কর
পরিত্যাগ কর

অনেক খ্রীষ্টিয়ানেরা আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, যে কিভাবে আমরা মগজ ধোলাই প্রতিরোধ করেছিলাম। মগজ ধোলাই প্রতিরোধের একমাত্র পদ্ধতি হলোঃ এটা "হৃদয় ধোলাই করা।" যদি যীশু খ্রীষ্টের প্রেম দ্বারা হৃদয় পরিষ্কৃত হয় এবং যদি হৃদয় তাকে প্রেম করে, তাহলে সেই সব নির্যাতন প্রতিরোধ করতে পারে। একজন প্রিয়তম স্বামীর জন্য একজন প্রিয়তমা স্ত্রী কি না করতো? একজন স্নেহময়ী মা তাঁর সন্তানের জন্য কি না করতো? যদি মরিয়মের মত আপনি খ্রীষ্টকে ভালবাসেন, যিনি শিশু খ্রীষ্টকে

তার বাহুতে নিয়েছিলেন, একজন কন্যা যেমন বিবাহিত বরকে ভালবাসেন, তেমনি যদি যীশুকে ভালবাসেন, তাহলে আপনিও ঐ রকম নির্যাতন প্রতিরোধ করতে পারবেন।

যদি যীশু খ্রীষ্টের প্রেম দ্বারা হৃদয় পরিষ্কৃত হয় তাহলে সে সব নির্যাতন প্রতিরোধ করতে পারে।

আমরা কিভাবে সহ্য করেছি শুধু তা নয় বরং কিভাবে ভালবেসেছি তা ঈশ্বর আমাদের বিচার করবেন। যে সমস্ত খ্রীষ্টিয়ানরা ধর্ম বিশ্বাসের জন্য দুঃখভোগ করেছেন তারা কারাগারকেও ভালবাসতেন। আমি একজন সাক্ষী যে, তারা ঈশ্বর এবং মানুষকে ভালবাসতে পারতেন।

কোন রকম বিঘ্ন ছাড়াই নির্যাতন ও নৃশংসতা চলতেছিল। যখন জ্ঞান হারাতাম অথবা স্তম্ভিত হলে আমার কাছ থেকে নির্যাতনকারীরা স্বীকারোক্তি আদায় করতে অসমর্থ হয়ে, আমাকে আমার কুঠরীতে ফেরত পাঠাতো। তখন সেখানে আমি পরিচর্যাহীন এবং মৃত প্রায় হয়ে পড়ে থাকতাম। পুনরায় কিছু শক্তি ফিরে পাবার জন্য সেখানে আমাকে পাঠাতো যেন তারা আবার আমার উপর অত্যাচার করতে পারে। অনেকে এই অবস্থায় মারা গেছেন। কিন্তু যে কোন ভাবে হোক প্রায় সব সময় আমার শক্তি ফিরে আসতে সমর্থ হয়েছিল।

এর পরবর্তী বৎসরগুলোতে বিভিন্ন কারাগারে তারা আমার পিঠের মেরুদন্ডের চারটা হাড় এবং অন্যান্য অনেক হাড় ভেঙ্গে দিয়েছিল। (এক ডজন) বারটা জায়গায় তারা আমাকে কেটেছিল। তারা আমার শরীরের আঠারো জায়গায় পুড়িয়েছে এবং কেটে গর্ত করেছিল।

মুক্তিপন দিয়ে রুমানিয়া থেকে আমার পরিবার ও আমাকে যখন নরওয়েতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, আসলোর চিকিৎসকেরা নির্যাতনের এই সমস্ত চিহ্ন এবং যক্ষার কারণে আমার ফুসফুসের ক্ষত চিহ্ন দেখে ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন যে আজ আমার বেঁচে থাকা সত্যিকারে একটা অলৌকিক ব্যাপার। তাদের চিকিৎসা বিদ্যা অনুসারে আমার কয়েক বৎসর পূর্বেই মারা যাওয়া উচিত ছিল। আমিও জানি যে এটা একটা অলৌকিক কাজ। ঈশ্বর হলেন অলৌকিকতার ঈশ্বর।

আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বর এই আশ্চর্য কাজ সমাধা করেছিলেন যেন নির্যাতিত দেশগুলোর গোপন মণ্ডলীর পক্ষে আপনারা আমার স্বর শুনতে পান। তিনি একজনকে জীবিত- রূপে বের করে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন যেন তিনি বিশ্বস্ত ভাইদের দুঃখভোগের কথা প্রচার করতে পারেন।

সাময়িক মুক্তিলাভ- পরে পুনরায় গ্রেফতার

তখন ১৯৫৬ সাল। আমি সাড়ে আট বৎসর কারাগারে আটক ছিলাম। আমি অনেক ওজন হারিয়েছিলাম। কুৎসিত ক্ষত চিহ্ন লাভ করেছিলাম। নিষ্ঠুর ভাবে প্রহারিত হয়েছি ও লাথি সহ্য করেছিলাম, বিদ্রুপিত হয়েছিলাম, অনাহারে থেকেছিলাম, চাপের সম্মুখীন হয়েছিলাম, প্রশ্নবানে জর্জরিত হয়েছিলাম, ভীতি প্রদর্শিত এবং উপেক্ষিত হয়েছিলাম। এই সমস্তের কারণে আমার গ্রেফতারকারীদের কোন আশা পূরণ হয়নি। সুতরাং নিরাশ হয়ে এবং আমার কারাবাসের প্রতিবাদের মধ্যে তারা আমাকে মুক্তি দিয়েছিল।

আমাকে আমার পুরানো পালকীয় পদে মাত্র এক সপ্তাহের জন্য ফিরে যাবার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। আমি দুটো উপদেশ প্রচার করেছিলাম। তারা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল এবং বলেছিল যে আমি প্রচার করতে কিম্বা আর কোন ধর্মীয় কাজ কর্মে জড়িত থাকতে পারব না। আমি কি বলেছিলাম? আমি আমার মণ্ডলীর সদস্যদের অনেক অনেক ধৈর্য্য ধরতে পরামর্শ দিয়েছিলাম। পুলিশ আমাকে চিৎকার করে বলেছিল, "এর অর্থ তুমি তাদেরকে ধৈর্য্য ধারণ করতে বলছো এবং আমেরিকানরা আসবে আর তাদেরকে রক্ষা করবে।" আমিও বলেছিলাম যে চাকা ঘুরে এবং সময় বদলায়। তারা আরও উত্তেজিত হয়ে বললো, "তুমি তাদের বলছো কমিউনিষ্টরা আর দেশ পরিচালনা করবে না। এই গুলো পাল্টা বিপ্লবের মিথ্যা কথা।" সুতরাং সেটাই ছিল আমার জনসেবার পরিসমাপ্তি।

সম্ভবতঃ কর্তৃপক্ষ মনে করেছিল যে, আমি তাদের অমান্য করতে ভীত হব এবং আমি গোপনে সাক্ষ্য দেওয়া থেকে বিরত থাকব। সেখানেই

তাদের ভুল ছিল। আমার পরিবারের সমর্থনে পূর্বে যে কাজ করছিলাম, আমি গোপনে সেই কাজে ফিরে গেলাম।

যাদের বিশ্বাস করা যায়, তাদের ছত্রছায়ায় ভুতের মত আসা যাওয়া করে পুনরায় আমি বিশ্বাসী গোপন দলের কাছে সাক্ষ্য দিয়েছিলাম। এই সময় নাস্তিক মতবাদের মন্দতা সম্পর্কে এবং দ্বিধা-চিত্তদের ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন ও সাহসী হতে উৎসাহ যোগানোর জন্য আমার বার্তাকে শানিত করে তুলেছিলাম। আত্মিকভাবে অন্ধ কমিউনিষ্টদের নিয়ন্ত্রনের মধ্যে যারা একে অন্যকে সুসমাচার প্রচারে সাহায্য করেছিলেন, আমি সেই প্রচারকদের এক গোপন চক্রজাল পরিচালনা করেছিলাম। প্রকৃত পক্ষে, যদি একজন এমনই অন্ধ হয় যে ঈশ্বরের হাতের কাজ দেখতে পারে না। সম্ভবতঃ সে একজন প্রচারকেরও কাজ দেখতে পারবেনা।

অবশেষে আমার কাজকর্ম ও অবস্থান সম্পর্কে পুলিশের উদাসীনতার জন্য তাদেরকে মাসুল দিতে হয়েছিল। আবার আমি ধরা পড়ি ও আমাকে কারাবন্দী করা হয়।

এবার তারা কোন কারণ বশতঃ আমার পরিবারকে কারাবন্দী করল না; সম্ভবতঃ কারণ এই যে আমি অনেক প্রচারণা লাভ করেছিলাম। আমার সাড়ে আট বৎসর কারাবাস হয়েছিল এবং তারপরে কয়েক বৎসর আপেক্ষিক মুক্ত ছিলাম। পরে আমাকে আরও সাড়ে পাঁচ বৎসর কারাবন্দী করা হয়েছিল।

আমার দ্বিতীয় কারাবাস প্রথমটার চেয়ে অনেকাংশে আরও খারাপ ছিল। কি হবে তা আমি জানতাম। আমার শারীরিক অবস্থা অবিলম্বে খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল। কমিউনিষ্ট কারাগারের মধ্যে যেখানে আমরা পারতাম, সেখানে গোপন মণ্ডলীর কাজ করে চলতাম।

আমরা চুক্তি করিঃ তাদের প্রহার এবং আমাদের প্রচার

আজকের পরাধীন দেশের মত, অন্যান্য বন্দীদের কাছে প্রচার করা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ ছিল। সবাই জেনেছিল যে এই কাজে ধরা পড়বে সে ভয়ানক ভাবে প্রহারিত হবে। আমাদের অনেকেই প্রচার করার সুবিধার জন্য মূল্য দিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সুতরাং আমরা তাদের শর্ত গ্রহণ

করেছিলাম। এটা একটা শর্ত ছিল। আমরা প্রচার করতাম এবং তারা প্রহার করতো। আমরা প্রচার করে আনন্দিত ছিলাম। তারা আমাদের প্রহার করে আনন্দিত ছিল। সুতরাং প্রত্যেকেই আনন্দিত ছিল।

পরবর্তী দৃশ্য যা আমি স্মরণ করতে পারি তার চেয়ে বেশী বার ঘটেছে। একজন ভাই অন্যান্য বন্দীদের কাছে প্রচার করছিলেন; তার কথার মাঝখানে তাকে অবাক করে সহসা কারারক্ষীরা ঢুকে পড়ে। তারা তাঁকে কক্ষের গলির মধ্যে দিয়ে টেনে প্রহার করার কক্ষে নিয়ে গেল। অসংখ্য বার প্রহার করার পর রক্তাক্ত ও ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় পুনরায় নিয়ে আসে কারাগারের মেঝেতে ফেলে দিয়ে যায়। ধীর ভাবে সে নিজের প্রহারিত দেহটাকে তুলে ধরলো। কষ্ট করে তাঁর জামাকাপড় সোজা করে বললো, "ভাইয়েরা যখন আমাকে বাধা দেওয়া হয় তখন কোথায় আমি কথা ছেড়েছিলাম"? সে তার সুসমাচার প্রচার আবার চালিয়ে গিয়েছিল।

কখনও কখনও প্রচারকেরা ছিলেন আনাড়ী সাধারণ লোক যারা পবিত্র আত্মায় উদীপ্ত হয়ে প্রায় ভারী সুন্দর প্রচার করতেন। তাদের হৃদয় তাদের কথার মত ছিল। কারণ এই রকম শাস্তি যোগ্য পরিস্থিতিতে প্রচার করা সামান্য ব্যাপার ছিল না। তারপর কারারক্ষীরা এসে প্রচারকদের বাইরে নিয়ে যেত এবং প্রহার করে আধ মরা করে ফেলে যেত।

ঘেরলা কারাগারে, গ্রেসু নামে এক খ্রীষ্টিয়ানকে প্রহার করে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছিল। এই সাজা কয়েক সপ্তাহ ধরে চলেছিল। সেই সময় তাকে খুব অল্প করে প্রহার করা হয়েছিল। তাকে রাবারের লাঠি দিয়ে পায়ের নীচে একবার আঘাত করা হ'ত এবং তারপর ছেড়ে দিত। কয়েক মিনিট পর তাকে আবার আঘাত করা হ'ত। আরও কয়েক মিনিট পরে আবার .....। তার অন্ডকোষে প্রহার করা হয়েছিল। তারপর একজন ডাক্তার তাঁকে একটা ইনজেকশন দিয়েছিল। সে সুস্থ হয়ে উঠে এবং তার শক্তি ফিরে পেতে তাকে খুব ভাল খাবার দেওয়া হয়েছিল এবং তারপর আবার তাকে প্রহার করা হয়েছিল। অবশেষে এই ধীর প্রক্রিয়ায় যতক্ষণ মৃত্যু না হয় বারংবার প্রহার করা হয়েছিল। যিনি এই নির্যাতন চালিয়েছিলেন তিনি ছিলেন কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য। যার নাম ছিল রেক। কমিউনিষ্টরা যা সবসময় খ্রীষ্টিয়ানদের বলত,

রেক প্রহার চলাকালীন সময় গ্রেসুকে সে সব বলতেন। তুমি কি জান, আমি ঈশ্বর? তোমার জীবন ও মৃত্যুর উপর আমার ক্ষমতা আছে? যিনি স্বর্গে থাকেন, তিনি তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন না। সবকিছু আমার উপর নির্ভর করছে। আমি ইচ্ছা করলে তুমি বাঁচবে। আমি ইচ্ছা করলে তুমি খুন হবে। আমি ঈশ্বর। এই ভাবে সে খ্রীষ্টিয়ানদের উপহাস করতো।

ভাই গ্রেসু এই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে রেককে এক মনোরম উত্তর দিয়েছিল। পরে আমি যা রেক এর নিজের কাছে শুনেছিলাম। সে বলেছিল, "আপনি যে গভীর বিষয়টা বলেছেন; আপনি জানেন না, যদি সঠিক ভাবে বাড়তে পারে তবে প্রত্যেকটা শুয়োপোকা সত্যিকারের একটা প্রজাপতি হয়"।

আপনাকে নির্যাতনকারী, খুনী হবার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। আপনার ঈশ্বরের প্রাণ সহ আপনাকে ঈশ্বরের মতো হবার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আপনার মত অনেকে যারা অত্যাচারী হয়েছেন। তারা প্রেরিত পৌলের মত বুঝতে পেরেছেন যে, নিষ্ঠুরতা এক লজ্জাকর ব্যাপার। কারণ তারা এর চেয়ে ভাল কিছু বলতে পারে। সুতরাং তারা স্বর্গীয় স্বভাবের অংশীদার হয়েছেন। বিশ্বাস করুন, মিঃ রেক, ঈশ্বরের মত হবার জন্য আপনার সত্যিকার আহবান ঈশ্বরের চরিত্র পাবার জন্য কিন্তু নির্যাতনকারীরূপে নয়।

তার্ষ নগরের পৌলের যিনি স্তিফানের সুন্দর সাক্ষ্যে মনোযোগ করেন নাই যাকে তার সামনে হত্যা করা হয়েছিল। ঠিক তার মত সেই মুহূর্তে রেকও তার দণ্ডপ্রাপ্ত লোকটির কথায় বেশী মনোযোগ দেন নাই। কিন্তু কথাগুলো তার হৃদয়ে কাজ হয়েছিল। রেক পরে বুঝতে পেরেছিল যে এটা ছিল তার সত্যিকারের আহবান।

কমিউনিষ্টদের সমস্ত প্রহার, নির্যাতন এবং গণহত্যা থেকে একটা মহান শিক্ষা আমরা পেয়েছিলাম যে, "আত্মা দেহের প্রভু"। আমরা নির্যাতনে জর্জরিত হতাম। কিন্তু আমাদের প্রায়ই মনে হ'ত খ্রীষ্টের গৌরব এবং তাঁর উপস্থিতি এবং পবিত্র আত্মার পরশে এই নির্যাতনের কষ্টটা যেন আমাদের থেকে অনেক দূরে চলে যেত।

সপ্তাহে এক খন্ড রুটি এবং প্রতিদিন ময়লা সুপ আমাদের দেওয়া হ'ত। আমরা বিশ্বস্ত ভাবে তারও দশমাংশ দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করেছিলাম। প্রতি দশম সপ্তাহে আমরা আমাদের রুটি খন্ডটা নিতাম এবং প্রভুর প্রতি আমাদের দশমাংশ স্বরূপ তা দূর্বল ভাইদের দান করতাম।

একজন খ্রীষ্টিয়ানকে যখন মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছিল, মৃত্যুদণ্ড কার্যকারী করার পূর্বে তার স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তার স্ত্রীর প্রতি তার শেষ কথা ছিল, "তোমার অবশ্য জানা দরকার যারা আমাকে হত্যা করতেছে, তাদের ভালবেসে আমি মৃত্যুবরণ করছি। তারা যা করে তারা তা জানে না এবং তোমার প্রতি আমার শেষ অনুরোধ তুমিও তাদের ভালবাস। তারা তোমার প্রিয়জনকে হত্যা করেছে বলে তোমার হৃদয়ে বিদ্বেষ পোষণ করো না। স্বর্গে আমাদের দেখা হবে"। গোয়েন্দা পুলিশের সেই অফিসার ঠিক তাদের দুইজনের আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন। এ কথাগুলো তাকে অভিভূত করেছিলেন। তিনি পরে গল্পটি আমাকে জেলখানায় বলেছিলেন। তিনি খ্রীষ্টিয়ান হওয়ায় তাকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল।

টিরগু ওক্না কারাগারে ম্যাটচিভিসি নামে এক তরুণ বন্দী ছিল। তাকে তের বৎসর বয়সে কারাগারে রাখা হয়েছিল। নির্যাতনের ফলে সে অসুস্থ হয়ে যক্ষায় আক্রান্ত হয়েছিল। তার পরিবার কোন প্রকারে তার স্বাস্থ্যের মারাত্মক অবস্থার কথা জানতে পেরে তার কাছে একশত বোতল স্ট্রেপটোমাইসিন ঔষধ পাঠিয়েছিল যা জীবন মৃত্যুর মাঝে একটা পার্থক্য তৈরী করতে পারতো। কারাগারের সহকারী অফিসার ম্যাটচিভিসিকে ডাকলেন এবং পার্শ্বেলটা দেখিয়ে বললেন "এর মধ্যে তোমার জীবনকে বাঁচাবার ঔষধ আছে। কিন্তু তোমার পরিবারের পার্শ্বেল তুমি নিতে (গ্রহণ করতে) পারবে না। ব্যক্তিগত ভাবে আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। তুমি তরুণ যুবক। আমি চাই না যে, তুমি কারাগারে মৃত্যুবরণ কর। তোমাকে সাহায্য করতে আমাকে সাহায্য করো। তোমার সহবন্দীদের বিরুদ্ধে আমাকে তথ্য দান কর এবং তবেই আমার উপরস্থ কর্মকর্তাদের সামনে তোমাকে এই পার্শ্বেল দেওয়া আমার যুক্তিসংগত হবে"।

ম্যাটচিভিসি উত্তরে বল্লো, "আমি বেঁচে থাকতে চাই না। আমি আয়নায় মুখ দেখতে লজ্জিত হব, কারণ আমি একজন বিশ্বাসঘাতকের মুখ

দেখতে পাব। আমি এই রকম শর্ত গ্রহণ করতে পারি না। আমার কাছে মৃত্যুই শ্রেয়"। গোয়েন্দা পুলিশের অফিসারটি ম্যাটচিভিসির সঙ্গে কর মর্দন করলেন, এবং বললেন আমি তোমাকে অভিবাদন জানাই। আমি অন্য কোন উত্তর আশা করি নাই। কিন্তু আমি আর একটা প্রস্তাব করতে চাই। কয়েকজন বন্দী আমাদের চর হিসাবে কাজ করছে। তারা নিজেদের কমিউনিষ্ট দাবী করে এবং তারা তোমার নিন্দা করছে। তারা দুই তালে চলে। তাদের উপর আমার বিশ্বাস নাই। আমরা জানতে চাই তারা কতটুকু খাঁটি। তোমাদের কাছে তারা বিশ্বাসঘাতক, যারা তোমাদের অনেক ক্ষতি করছে, তোমাদের কথা ও কাজ সম্পর্কে আমাদের তথ্য জানাচ্ছে। আমি বুঝেছি তুমি তোমার সহকর্মী বন্ধুদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাওনা। কিন্তু তুমি আমাদের তথ্য দাও যারা তোমার বিরোধিতা করছে। সুতরাং তুমি তোমার জীবন রক্ষা করতে পারবে। ম্যাটচিভিসি প্রথমবারের মত তৎক্ষনাৎ উত্তর দিল, "আমি খ্রীষ্টের একজন শিষ্য এবং তিনি শত্রুদেরও ক্ষমা করতে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। যে সমস্ত মানুষ আমাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তারা আমাদের প্রচুর ক্ষতি করে। কিন্তু আমি মন্দের প্রতিশোধে মন্দ করতে পারি না। আমি তাদের বিপক্ষে কোন তথ্য দিতে পারি না। তাদের জন্য আমার দুঃখ হয়। আমি তাদের জন্য প্রার্থনা করি। আমি কমিউনিষ্টদের সঙ্গে কোন সংযোগ রাখতে চাই না"। ম্যাটচিভিসি আলোচনার পর সরকারী অফিসারের সঙ্গে ফিরে আসলো এবং আমি যে সেলে ছিলাম সেই একই সেলে মৃত্যুবরণ করে। আমি তাকে মরতে দেখেছিলাম। সে ঈশ্বরের প্রশংসা করছিল। জাগতিক বেঁচে থাকবার তৃষ্ণাকেও প্রেম জয় করেছিল।

গরীব মানুষ যদি সঙ্গীত প্রেমিক হয় সে বাদ্যযন্ত্র শোনার জন্য তার শেষ অর্থটুকুও দিয়ে দেয়। সে তখন অর্থ শূন্য হয়। কিন্তু সে নৈরাশ্যবোধ করে না। সে সুন্দর জিনিস শুনেছে। কারাগারে অনেক বছর নষ্ট করেছি বলে আমি নৈরাশ্যবোধ করি না। আমি সুন্দর জিনিস দেখেছি। আমি নিজে দূর্বল ও তুচ্ছ ব্যক্তিদের সঙ্গে কারাগারে আছি। কিন্তু একই কারাগারে মহান সাধু বর্গ ও বিশ্বাসে বীরদের সঙ্গে থাকবার সুযোগও পেয়েছি; যারা প্রথম শতাব্দীর খ্রীষ্টিয়ানদের সমকক্ষ ছিলেন। তারা খ্রীষ্টের জন্য আনন্দের

সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছেন। ঐরূপ সাধুবর্গ ও বিশ্বাসী বীরদের আত্মিক সৌন্দর্য কখনও বর্ণনা করা যাবে না।

এখানে আমি যা বর্ণনা করেছি তা কোন ব্যতিক্রম নয়। অলৌকিক বিষয়গুলো গোপন মণ্ডলীর খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে স্বাভবিক হয়ে গিয়েছে; যারা তাদের প্রথম ভালবাসার কাছে ফিরে এসেছে।

কারাগারে যাবার পূর্বে আমি খ্রীষ্টকে অত্যন্ত ভালবাসতাম। এখন খ্রীষ্টের ভার্য্যা (তাঁর আত্মিক দেহ)কে কারাগারে দেখার পর আমি বলবো, স্বয়ং খ্রীষ্টকে যেমন আমি ভালবাসি, গোপন মণ্ডলীকেও প্রায় ততটা ভালবাসি। আমি তাঁর সৌন্দর্য , তাঁর আত্ম বিসর্জনের মনোভাব দেখেছি।

আমার স্ত্রী ও সন্তানের কি ঘটেছিল?

আমার স্ত্রীর নিকট থেকে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আমি জানতাম না যে তার কি ঘটেছিল। অনেক বৎসর পর জানতে পেরেছিলাম যে তাঁকেও কারাগারে রাখা হয়েছিল। পুরুষদের চেয়ে খ্রীষ্টিয়ান মহিলাদের কারাগারে বেশী কষ্টভোগ করতে হয়। মেয়েরা বর্বর কারারক্ষীদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে। বিদ্রুপ ও অশ্লীলতা জঘন্য। তারা শীতের সময় বেলচা দিয়ে মাটি উঠাতো। পতিতারা তাদের তদারককারী নিযুক্ত হ'ত এবং বিশ্বাসীদের উপর নির্যাতনের প্রতিযোগিতা চালাতো। আমার স্ত্রী জীবন বাঁচানোর প্রয়োজনে গরুর মত ঘাস খেয়েছে। এই খানে ক্ষুধার্ত কারাবন্দীরা ইঁদুর ও সাপ মেরে খেয়েছিল। রবিবারে কারারক্ষীদের অনেকগুলো আনন্দের মধ্যে একটা আনন্দ ছিল ডানোবী নদীতে মহিলাদের বার বার ফেলে দিয়ে আবার উঠাতো। তারা তাদের ভেজা শরীর নিয়ে হাসি ও তামাসা করতো। আমার স্ত্রীকে এই ভাবে ডানোবী নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

এবার ছেলের কথা শুনুন,

যখন তার মা ও বাবাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তখন থেকে আমার ছেলে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে থাকে। শৈশবকাল থেকে মিহাই খুব ধর্মপ্রাণ ছিল এবং বিশ্বাস বিষয়ে তার খুব আগ্রহ ছিল। তার যখন নয় বৎসর বয়স, তখন তার মা বাবাকে তার কাছ থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়

এবং সে তার খ্রীষ্টিয় জীবন একটা সংকটের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করেছিল। সে তিক্ত হয়ে ওঠে এবং ধর্ম নিয়ে সবাইকে প্রশ্ন করেছিল। তার যে সমস্যা ছিল, এই বয়সে শিশুদের সেই সমস্যা থাকে না। তাকে উপার্জনের জন্যও চিন্তা করতে হয়েছিল।

খ্রীষ্টিয়ান সাক্ষ্যমর পরিবারগুলোকে সাহায্য করা অপরাধ ছিল। দুজন মহিলা যারা তাকে সাহায্য করেছিল, তাদের গ্রেফতার করা হয় এবং নৃশংসভাবে প্রহার করায় তারা একেবারে (স্থায়ীভাবে) পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। এক মহিলা তার জীবনের ঝুঁকি গ্রহণ করেছিল এবং মিহাইকে তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিল; কারাবন্দীদের পরিবারকে সাহায্যের অপরাধে তার আট বৎসরের কারাদণ্ড হয়। তার সমস্ত দাঁতকে এবং হাতকে লাথি মেরে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। সে আর কখনও কাজ করতে পারেনি। সেও জীবনের মত পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল।

মিহাই, যীশুতে বিশ্বাস কর।

এগার বৎসর বয়সে মিহাই একজন নিয়মিত শ্রমিকের মত জীবিকা উপার্জন শুরু করেন। দুঃখ কষ্ট তার বিশ্বাসকে দ্বিধাগ্রস্থ করেছিল। কিন্তু সাবিনার দুই বৎসর কারাবাসের পর মিহাইকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সে কমিউনিষ্ট কারাগারে গেল এবং লৌহ বেষ্টনীর বাইরে থেকে তার মাকে দেখেছিল। তার অবস্থা ছিল ময়লা, রোগা- হাতে কড়াপড়া ও কারাবন্দীর জীর্ণ পোষাক পরিহিতা। সে কষ্ট করে তাঁকে চিনতে পেরেছিল। তার প্রথম কথাই ছিল "মিহাই যীশুতে বিশ্বাস কর।" কারারক্ষীরা বর্বর আক্রোশে মিহাইয়ের কাছ থেকে মাকে টেনে নিয়ে গেল এবং তাকে বের করে দিল। তার মাকে টেনে নিয়ে যেতে দেখে মিহাই কান্না করলো। এই এক মিনিটই তার কথাবার্তা বলার সময় ছিল। সে জানতো যে যদি এমন অবস্থার মধ্যেও খ্রীষ্টকে ভালবাসা যায় তবে তিনি সত্যিই ত্রাণকর্তা। সে পরে বলেছিল, "যদি খ্রীষ্ট ধর্মের পক্ষে আর কোন যুক্তি না থাকে যে, তবুও আমার মা যেহেতু তা বিশ্বাস করেন সেহেতু সেইটাই আমার জন্য যথেষ্ট"। সেই দিনেই সে সম্পূর্ণভাবে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে।

স্কুলেও তাকে টিকে থাকবার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছিল। সে ভাল ছাত্র ছিল এবং পুরষ্কার স্বরূপ একটা লাল নেকটাই যা ইয়ং কমিউনিষ্ট পাইওনীয়ারের সদস্য চিহ্ন হিসাবে তাকে দেওয়া হয়েছিল। আমার ছেলে বলেছিল, "যারা আমার মা ও বাবাকে কারাগারে রেখেছে আমি তাদের নেকটাই কখনও পরবো না"। এই জন্য তাকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। সে যে খ্রীষ্টিয়ান কারাবন্দীর ছেলে সেই বিষয়টা গোপন করে, এক বৎসর ক্ষতি স্বীকার করে সে পুনরায় স্কুলে ভর্তি হয়েছিল।

পরবর্তীতে তাকে বাইবেলের বিপক্ষে একটা গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখতে হয়েছিল। এই প্রবন্ধে সে লিখেছিল, বাইবেলের বিরুদ্ধে যুক্তিগুলো দুর্বল এবং বাইবেলের বিপক্ষে উদ্ধৃতিগুলো অসত্য। অধ্যাপকটি নিশ্চয় বাইবেল পড়ে নাই। বাইবেলের সঙ্গে বিজ্ঞানের সঙ্গতি আছে। এজন্য আবার তাকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়। এই বার তাকে দুটো শিক্ষা বৎসর নষ্ট করতে হয়েছিল।

অবশেষে তাকে সেমিনারীতে অধ্যায়নের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এখানে তাকে মার্ক্সবাদী ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হ'ত। সবকিছুই কার্ল মার্ক্স এর মতবাদ অনুযায়ী ব্যাখ্যা দেওয়া হ'ত। মিহাই প্রকাশ্যে ক্লাশের মধ্যে বিরোধিতা করে এবং অন্যান্য ছাত্ররা তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। ফল স্বরূপ তাকে বহিষ্কার করা হয় এবং সে তার ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারেনি।

একবার স্কুলে, যখন একজন অধ্যাপক নাস্তিকতা সম্বন্ধীয় বক্তৃতা দিয়েছিল, আমার ছেলে দাঁড়িয়ে উঠে অধ্যাপকের প্রতিবাদ করে তাকে বলেছিল, অসংখ্য তরুনকে বিপথে নিয়ে যাবার জন্য তিনি নিজে কি দায়িত্ব নিয়েছেন? তার এ প্রতিবাদে সমস্ত ক্লাশ তার পক্ষ গ্রহণ করেছিল। এটা প্রয়োজন ছিল যে প্রথমে একজনের সাহস করে মুখ খোলা উচিত পরে অন্যরা তার পক্ষে যোগদান করেছিল। শিক্ষা গ্রহণের জন্য সর্বদা, সে যে খ্রীষ্টিয়ান কারাবন্দী ওয়ার্মব্র্যাণ্ডের ছেলে সেই বিষয়টা লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করতে হয়েছিল। কিন্তু প্রায় এটা প্রকাশ হয়ে পড়তো এবং আবার সেই পরিচিত দৃশ্যের মত তাকে স্কুল পরিচালকের অফিসে ডেকে বহিষ্কার করা হ'ত।

মিহাই অনাহারেও কষ্ট ভোগ করেছিল। কমিউনিষ্ট দেশগুলোতে কারারুদ্ধ খ্রীষ্টিয়ানদের অনেক পরিবার প্রায় অনাহারে মারা যায় (মৃত্যু বরণ করে)। তাদেরকে সাহায্য করা একটা অপরাধ বলে গণ্য হয়।

ব্যক্তিগত ভাবে আমার জানা একটা পরিবারের কষ্টভোগের ঘটনা আমি আপনাদের বলতে চাই। গোপন মণ্ডলীতে কাজ করার জন্য একজন বিশ্বাসী ভাইকে কারাগারে যেতে হয়েছিল। সে তার স্ত্রী ও ছয় জন ছেলেমেয়েদের পিছনে রেখে আসে। তার সতের ও উনিশ বৎসর বয়সের জ্যেষ্ঠ কন্যারা কোন কাজ জোগাড় করতে পারেনি। কমিউনিষ্ট দেশে রাষ্ট্রই একমাত্র কাজ (চাকুরী) দিয়ে থাকে। কারারুদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান আসামীর ছেলে মেয়েদের কাজ (চাকুরী) দেয় না। পাঠক অনুগ্রহ করে নৈতিকতার মান দণ্ডে এই গল্পটি বিচার করবেন না! শুধু বিষয়টা জেনে রাখুন। একজন খ্রীষ্টিয়ান সাক্ষ্যমরের দুই কন্যা- দুজনেই খ্রীষ্টিয়ান, তাদের অসুস্থ মা ও ছোট ভাইদের ভরণ পোষনের জন্য পতিতা বৃত্তি গ্রহণ করেছিল। তাদের চৌদ্দ বৎসরের ছোট ভাই এটা প্রত্যক্ষ করে পাগল হয়ে গিয়েছিল। এবং তাকে পাগলা গারদে রাখতে হয়েছিল। কয়েক বৎসর পর যখন কারারুদ্ধ পিতা ফিরে আসলেন, তার শুধুমাত্র প্রার্থনা ছিল, "ঈশ্বর, আমাকে কারাগারে আবার নিয়ে চল। আমি এটা দেখে সহ্য করতে পারি না"। তার প্রার্থনার উত্তর তিনি পেয়েছিলেন এবং ছেলেমেয়েদের কাছে যীশুর জন্য সাক্ষ্য দেবার অপরাধে তাকে আবার কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। তার কন্যাদ্বয় পতিতা বৃত্তি ছেড়ে দিল যেহেতু গোয়েন্দা পুলিশের চাহিদা মত সম্মত হওয়ার চাকুরী পেল।

তারা তাদের গুপ্তচর হয়েছিল। একজন খ্রীষ্টিয়ান সাক্ষ্যমরের কন্যা হিসাবে তারা প্রত্যেক বাড়ীতে সম্মানের সঙ্গে গৃহীত হ'ত। তারা যা শুনতো তার প্রত্যেকটা গোয়েন্দা পুলিশের কাছে বর্ণনা করতো। এগুলো কুৎসিত ও অনৈতিক, একথা ঠিক কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব আমাদেরই দিতে হবে যে, বিশ্বাসী ভক্তের পরিবারে এই দুর্যোগের জন্য কি আমরাও দায়ী নই? আমরা যারা স্বাধীন ও মুক্ত রাষ্ট্রের খ্রীষ্টিয়ান আমাদের কি ঐ হতভাগ্য পরিবারগুলোর জন্য করণীয় কিছু নাই?

৩য় অধ্যায়
পাশ্চাত্যের স্বাধীন দেশগুলোর কর্ম প্রচেষ্টায় মুক্তিপণ দ্বারা আমার মুক্তি লাভ

আমার সর্বমোট চৌদ্দ বৎসর কারাগারে অতিবাহিত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে আমি বাইবেল কিম্বা অন্য কোন পুস্তক কখনও দেখি নাই। অনাহার, ঔষধের প্রয়োগ এবং নির্যাতনের ফলে পবিত্র শাস্ত্রকে ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু যেদিন আমার চৌদ্দ বৎসরের কারাবাস পূর্ণ হলো, বিস্মৃতির মধ্যে আমার মনে এই পদের উদয় হয়েছিল, "এইরূপে যাকোব রাহেলের জন্য সাত বৎসর দাস্যকর্ম করিলেন; রাহেলের প্রতি তাহার অনুরাগ প্রযুক্ত এক এক বৎসর তাঁহার কাছে এক এক দিন মনে হইল" (আদিপুস্তক ২৯ঃ২০ পদ)। আমেরিকান জনমতের প্রবল চাপে, খুব শ্রীঘ্রই আমাদের দেশে সাধারণ ক্ষমার মাধ্যমে আমি মুক্তি পেয়েছিলাম।

আমি পুনরায় আমার স্ত্রীকে দেখলাম। তিনি বিশ্বস্তভাবে চৌদ্দ বৎসর আমার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। আমরা আবার দারিদ্রতার মধ্যে নতুন করে জীবন শুরু করলাম। কারণ যাদের গ্রেফতার করা হয় তাদের সবকিছুই তাদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হয়।

পালকেরা ও প্রচারকেরা যারা মুক্তি লাভ করে, তারা ছোট মণ্ডলী করার অনুমতি লাভ করেছিলেন। ওরশোভা শহরের একটা মণ্ডলী আমাকে দেওয়া হয়। কমিউনিষ্ট ধর্ম মন্ত্রনালয় (বিভাগ) থেকে আমাকে বলা হলো যে, এই মণ্ডলীতে পয়ত্রিশ জন সদস্য আছে এবং সতর্ক করে দেওয়া হলো তা যেন কখনও ছত্রিশ না হয়। আমাকে আরো বলা হলো যে সমস্ত যুবকদের দূরে রাখা হয়েছে সেসব সদস্যদের সম্পর্কে গোয়েন্দা পুলিশের কাছে অবশ্যই তথ্য সরবরাহ করতে হবে। এই ভাবে কমিউনিষ্টরা মণ্ডলীকে তাদের নিয়ন্ত্রনের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করে।

আমি জানতাম যদি আমি প্রচার করতাম, অনেকেই তা শুনবার জন্য আসতো। সুতরাং এই রাষ্ট্রীয় মণ্ডলীতে আমি কখনও কাজ শুরু করার চেষ্টা করিনি। এর পরিবর্তে, গোপন মণ্ডলীর উৎকর্ষতা ও এর কাজের বিপদ

সম্পর্কে অন্যের কাছে তুলে ধরে আবার পরিচর্যা করেছিলাম।

আমার কারাবাসের বৎসরগুলোতে ঈশ্বর আশ্চর্য ভাবে কাজ করেছিলেন। গোপন মণ্ডলীগুলো আর পরিত্যক্ত ও বিস্মৃত থাকেনি। আমেরিকানরা ও অন্যান্য খ্রীষ্টিয়ানেরা আমাদের জন্য সাহায্য ও প্রার্থনা করতে শুরু করেছিলেন।

মফসল শহরে এক বিকেল বেলায় এক বিশ্বাসী ভ্রাতার বাড়ীতে বিশ্রাম করছিলাম। তিনি আমাকে জাগিয়ে ওঠালেন এবং বললেন, "বিদেশ থেকে বিশ্বাসী ভাইয়েরা এসেছেন"। পশ্চিমা খ্রীষ্টিয়ানেরা আমাদেরকে ভুলে যান নাই বা পরিত্যাগ করেন নাই। খ্রীষ্টিয়ান সাক্ষ্যমরদের পরিবারগুলোর জন্য সাধারণ খ্রীষ্টিয়ানেরা একটা ত্রাণকার্যক্রম গঠন করে এবং খ্রীষ্টিয় বই পুস্তক পাচার করছিলেন এবং সাহায্য করছিলেন।

অন্য কক্ষে ছয়জন বিশ্বাসী ভাইকে পেলাম যারা এই কাজ করার জন্য এসেছিলেন। সবিস্তারে আমার সঙ্গে কথা বলার পর তারা আমাকে বললেন, তারা শুনেছেন যে এই ঠিকানায় একজন আছেন যিনি চৌদ্দ বৎসর কারাবাস করেছেন এবং তারা সেই মানুষটিকে দেখতে চান। আমি বললাম আমিই সেই মানুষ। তারা বললো, "আমরা বিষাদগ্রস্ত একজনকে দেখার প্রত্যাশা করেছিলাম। তুমি সেই ব্যক্তি হতেই পার না, কারণ তুমিতো আনন্দে পরিপূর্ণ একজন লোক"। আমি তাদের নিশ্চিত করে বললাম যে, 'আমিই কারাবন্দী ছিলাম। আমি আনন্দিত এ কারনে যে আপনারা আমাকে দেখতে এসেছেন এবং আমাদের কথা ভুলেননি'। গোপন মণ্ডলীর জন্য নিশ্চিত ও নিয়মিত সাহায্য আসতে লাগলো। গোপন পথে (চোরা পথে) আমরা অনেক বাইবেল ও খ্রীষ্টিয় বই পুস্তক এবং খ্রীষ্টিয়ান সাক্ষ্যমর পরিবারগুলোর জন্য ত্রাণ সামগ্রীও পেয়েছিলাম। যা হোক, তাদের সাহায্যে আমরা আরও ভাল করে গোপন মণ্ডলীর কাজ করতে পেরেছিলাম।

তারা শুধু আমাদের ঈশ্বরের বাক্যই দেয় নাই। কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যে তারা আমাদের ভালবাসে। তারা আমাদের সান্ত্বনার বাক্য দিয়েছিল। মগজ ধোলাইয়ের বৎসর গুলোতে আমরা শুনেছিলাম,

"তোমাদের কেউ আর ভালবাসেনা, তোমাদের কেউ আর ভালবাসেনা, তোমাদের কেউ আর ভালবাসেনা"। এখন আমরা দেখেছি মার্কিন ও বৃটিশ খ্রীষ্টিয়ানেরা তাদের জীবন বিপন্ন করে আমাদের প্রতি তাদের ভালবাসা দেখিয়েছিল। পরে আমরা তাদের গোপন কাজের পদ্ধতি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলাম, যেন তারা গোয়েন্দা পুলিশ বেষ্টিত বাড়ীতে অলক্ষিত ভাবে ধরা না পড়ে প্রবেশ করতে পারে।

বাইবেলের এই চোরাচালানের মূল্য কিছুতেই একজন মার্কিন বা একজন বৃটিশ খ্রীষ্টিয়ান যারা বাইবেলে সাঁতার কাটে, তারা বুঝতে পারবেনা।

বিদেশে প্রার্থনাশীল খ্রীষ্টিয়ানদের জাগতিক সাহায্য আমি যা পেয়েছিলাম তা না হলে আমার পরিবার ও আমি বাঁচতাম না। কমিউনিষ্ট দেশের পালক ও সাক্ষ্যমরদের বেলায়ও এই কথা সত্য। আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সাক্ষ্য দিতে পারি যে, জাগতিক এবং মহান নৈতিক সাহায্য যা আমাদের দেওয়া হয়েছিল তা স্বাধীন বিশ্বে বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত কার্যক্রমের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের কাছে, এই বিশ্বাসীরা ঈশ্বর প্রেরিত স্বর্গদূতের তুল্য ছিল।

গোপন মণ্ডলীতে আবার নতুন করে কাজ করার জন্য আমি আরও একটা গ্রেফতারের মত মহা বিপদের মধ্যে ছিলাম। এই সময় দুইটি খ্রীষ্টিয়ান সংগঠন, নরওজিয়ান মিশন ও হিব্রু খ্রীষ্টিয়ান এলাইএন্স আমার জন্য কমিউনিষ্ট সরকারকে ১০,০০০ ডলার মুক্তিপণ দান করে, যা একজন রাজনৈতিক বন্দীর থেকে পাঁচগুণ বেশী ছিল। এখন আমি রুমানিয়া ত্যাগ করতে পারি।

কেন আমি কমিউনিষ্ট রুমানিয়া ত্যাগ করলাম।

গোপন মণ্ডলীর নেতারা আমাকে মুক্ত বিশ্বের দেশগুলোতে প্রচার চালাতে এবং আমাকে এই গোপন মণ্ডলীর কথা বলতে পরামর্শ দিলেন। যদি তারা আমাকে এরূপ পরামর্শ না দিতেন তাহলে হয়তো বিপদ স্বত্ত্বেও আমি কিছুতেই কমিউনিষ্ট রুমানিয়া ত্যাগ করতাম না। তারা চেয়েছিলেন

যেন আমি আমাদের দুঃখ ভোগ ও প্রয়োজনের বিষয়ে পশ্চিমা বিশ্বের কাছে কথা বলি। আমি পাশ্চাত্যে এসেছি কিন্তু আমার হৃদয় রুমানিয়ায় গোপন মণ্ডলীর ভাইদের সাথে অবস্থিতি করছে। আমি কিছুতেই রুমানিয়া ত্যাগ করতাম না, যদি আমি না বুঝতাম যে গোপন মণ্ডলীর দুঃখ, কষ্ট ও সাহসিক কাজ কর্মের কথা পশ্চিমা বিশ্বের আপনাদের কাছে বলবার প্রয়োজন আছে এবং রুমানিয়া ত্যাগের এটাই আমার উদ্দেশ্য।

রুমানিয়া ত্যাগের পূর্বে গোয়েন্দা পুলিশ দুই দফা আমাকে তলব করেছিল। তারা আমাকে বলেছিল যে আমার জন্য তারা অর্থ পেয়েছে। (কমিউনিষ্ট মতবাদ আমাদের দেশে চালু হওয়ায় অর্থনৈতিক সংকটের কারনে রুমানিয়া অর্থের জন্য তার নাগরিকদের বিক্রয় করছে)। তারা আমাকে বললো, "পাশ্চাত্যে যাও এবং যতখুশী খ্রীষ্টকে প্রচার কর, কিন্তু আমাদের কথা বলো না। আমাদের বিরুদ্ধে একটা কথাও বলো না। যা ঘটেছে তা যদি বলো তবে আমরা স্পষ্ট করে তোমাকে বলছি তোমার জন্য আমাদের পরিকল্পনা করা আছে। প্রথমতঃ আমরা ১০০০ ডলার দিয়ে তোমাকে হত্যা করার এক গুন্ডা বাহিনী পাব। অথবা আমরা তোমাকে অপহরণ করতে পারি। (আমি কারাগারে একই সেলে এক অর্থডক্স বিশপ, ভ্যাসিল লিউলের সঙ্গে অবস্থান করছি; তাকে অষ্ট্রিয়া থেকে অপহরণ করে রুমানিয়ায় আনা হয়েছিল। তার হাতের সমস্ত নখ তুলে দেয়া হয়েছিল। বার্লিন থেকে অপহরণ করা অন্য কয়েক জনের সঙ্গেও আমি ছিলাম। ইতালি এবং প্যারিস থেকে রুমানিয়াদের অপহরণ করা হয়েছে)। তারা আরও বললো আমরা কোন এক মেয়ের সঙ্গে তোমার গল্প বানিয়ে; চুরি কিম্বা তোমার যুবক বয়সের পাপের কথা বানিয়ে তোমাকে নৈতিকভাবে ধ্বংস করে দিতে পারি। পশ্চিমাদের বিশেষতঃ মার্কিনীদের সহজেই ঠকানো যায়।

ভীতি প্রদর্শনের পর আমাকে পাশ্চাত্যে যাবার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। আমার মগজ ধোলাইয়ের অভিজ্ঞতার উপর তাদের দৃঢ় নিশ্চয়তা ছিল। পাশ্চাত্যে আমার মত অনেকেই আছেন যারা একই অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছিলেন। তারা এখন নীরব আছেন। কমিউনিষ্টদের দ্বারা নির্যাতিত হবার পরও তাদের কেউ কেউ কমিউনিষ্ট মতবাদের প্রশংসা

করেছেন। কমিউনিষ্টরা খুবই নিশ্চিত ছিল যে আমিও নীরব থাকবো।

সুতরাং ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে আমার পরিবার ও আমাকে রুমানিয়া ত্যাগের অনুমতি দেয়া হয়েছিল।

আমার যাবার পূর্বে যে কর্ণেল আমার গ্রেফতার ও নির্যাতনের আদেশ দিয়েছিলেন তার সমাধিতে যাওয়াই ছিল আমার শেষ কাজ। আমি তার সমাধিতে একটা ফুল অর্পণ করেছিলাম। এর দ্বারা কমিউনিষ্ট যারা আত্মিকভাবে একেবারে শূণ্য তাদের প্রতি খ্রীষ্টের আনন্দ জানানোর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করলাম।

আমি কমিউনিষ্ট পদ্ধতিকে ঘৃণা করি কিন্তু মানুষদের ভালবাসি। আমি পাপকে ঘৃণা করি কিন্তু পাপীকে ভালবাসি। আমি আমার সর্বান্তকরণ দিয়ে কমিউনিষ্টদের ভালবাসি। কমিউনিষ্টরা খ্রীষ্টিয়ানদের হত্যা করতে পারে কিন্তু তারা তাদের ভালবাসাকে হত্যা করতে পারে না। এমন কি যারা তাদেরকে হত্যা করেছিল। কমিউনিষ্টদের কিম্বা নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে আমার একবিন্দুও তিক্ততা অথবা বিদ্বেষ নেই।

৪র্থ অধ্যায়
খ্রীষ্টের ভালবাসা দিয়ে কমিউনিজমকে (কমিউনিষ্ট মতবাদকে) পরাভূত করা

যিহুদীদের একটা লৌকিক উপাখ্যান আছে যে; যখন তাদের পিতৃপুরুষেরা মিসরের কাছ থেকে নিস্তার লাভ করে এবং মিস্রীয়েরা লোহিত সাগরে জলমগ্ন হয়েছিল তখন স্বর্গ দূতেরাও ইস্রায়েলীদের সঙ্গে বিজয় সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেছিল। ঈশ্বর স্বর্গদূতদের বললেন, যিহুদীরা মানুষ মাত্র এবং তাদের মুক্তিতে তারা আনন্দ করতে পারে। কিন্তু আমি তোমাদের কাছে আরও বেশী বিবেচনা আশা করি। মিস্রীয়েরাও কি আমার সৃষ্ট নয়? আমি কি তাদের ভালবাসবো না? তাদের দুঃখজনক পরিনতিতে আমার বেদনা অনুভব করতে তোমরা কেমন করে ব্যর্থ হলে?

যিহোশূয় ৫ঃ১৩ পদ বলে, "যিরীহোর নিকটে অবস্থিত কালে যিহোশূয় চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন, আর দেখ, এক পুরুষ তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান, তাহার হস্তে একখানা নিষ্কোষ খড়্গ; যিহোশূয় তাহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আমাদের পক্ষ, কি আমাদের শত্রুদের পক্ষ?"

যিহোশূয়ের সঙ্গে যার দেখা হয়েছিল সে যদি মানুষ হ'ত, তাহলে উত্তর হতে পারতো, "আমি তোমার পক্ষে" বা "আমি তোমার শত্রুপক্ষ" অথবা "আমি নিরপেক্ষ"। এই রকম প্রশ্নের সম্ভাব্য মানবিক উত্তর এরূপ হ'ত। কিন্তু যিহোশূয়ের কাছে ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হওয়ায় এবং যখন প্রশ্ন করা হয় যে তিনি কি ইস্রায়েলের পক্ষে অথবা বিপক্ষে, তখন যে উত্তর দিয়েছিলেন তা খুবই অপ্রত্যাশিত ও বুঝা বড়ই কঠিন ছিল; "না"। এই "না" এর কি অর্থ ছিল?

তিনি যে স্থান থেকে এসেছিলেন সেই স্থানের অধিবাসীরা পক্ষে কিম্বা বিপক্ষেও নয়, কিন্তু সেখানে প্রত্যেককেই এবং সবকিছুই বুঝে নেয়া হয়, দয়া ও করুণাসহ দেখা হয় এবং গভীর ভালবাসা হয়।

কমিউনিষ্ট মতবাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে মানবিক আদর্শ দিয়ে লড়াই করতে হবে। এই আদর্শ দিয়ে কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ (লড়াই) করতে হবে। কারণ তারা এই বর্বর আদর্শের সমর্থক।

কিন্তু খ্রীষ্টিয়ানেরা সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশী কিছু। তারা ঈশ্বরের সন্তান, স্বর্গীয় চরিত্রের অংশীদার। সুতরাং কমিউনিষ্ট কারাগারে নির্যাতন সহ্য করাতে কমিউনিষ্টদের প্রতি আমার ঘৃণা সৃষ্টি হয় নাই। তারা ঈশ্বরের সৃষ্ট। কেমন করে তাদের ঘৃণা করবো? কিন্তু তাদের বন্ধুও হতে পারি না। বন্ধুত্ব হলো, দুই দেহে এক প্রাণ। কমিউনিষ্টদের সঙ্গে আমি এক মত নই। তারা ঈশ্বরের ধারণাকে ঘৃণা করে। আমি ঈশ্বরকে ভালবাসি।

যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ত, তুমি কি কমিউনিষ্টদের পক্ষে অথবা তাদের বিপক্ষে? আমার উত্তরটা জটিল হ'ত। কমিউনিষ্ট মতবাদ মানব জীবনের জন্য সবচেয়ে ভীতিপ্রদ অবস্থা। আমি সম্পূর্ণরূপে এর বিরোধিতা করি এবং এর উৎপাটন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার ইচ্ছা পোষণ করি। কিন্তু আত্মায় আমি স্বর্গীয় স্থানে খ্রীষ্টের সঙ্গে উপবিষ্ট আছি। আমি "না" স্তরে অবস্থান করছি, যার মধ্যেও তাদের সমস্ত অপরাধ সত্ত্বেও কমিউনিষ্টদের বুঝে নেওয়া হয় এবং ভালবাসা হয়, এই স্তরে স্বর্গীয় দূতেরা সকলকে মানব জীবনের চরম উৎকর্ষ লাভের জন্য সাহায্য করছেন যা খ্রীষ্টের সাদৃশ্য হওয়া। সুতরাং আমার উদ্দেশ্য হলো কমিউনিষ্টদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা, তাদেরকে সেই খ্রীষ্টের সুখবর জানানো, যিনি আমার প্রভু এবং যিনি কমিউনিষ্টদের ভালবাসেন। তিনি নিজে বলেছেন, তিনি প্রত্যেক মানুষকে ভালবাসেন এবং একটিকে বিপথে হারানোর চেয়ে বরং তিনি নিরানব্বইটি ধার্মিক মেষকে ত্যাগ করবেন। তাঁর প্রেরিতগণ এবং খ্রীষ্টধর্মের মহান শিক্ষকগণ তার নামে এই সার্বজনীন ভালবাসা শিক্ষা দিয়েছেন। সাধু ম্যাকারি বলেছিলেন, "যদি কোন ব্যক্তি সকল মানুষকেই গভীরভাবে ভালবাসে কিন্তু বলে যে মাত্র সে একজনকে ভালবাসতে পারে নাই; তাহলে সে প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ান নয়, কারণ

কমিউনিষ্টরাও মানুষ এবং খ্রীষ্ট তাদের ভালবাসেন; যাদের মধ্যে খ্রীষ্টের মন আছে তারাও সেইরূপ করে।

তার ভালবাসা সকলের প্রতি নয়"। সাধু অগাস্টিন শিক্ষা দেন যে, "যদি সব মানুষ জাতি ধার্মিক এবং মাত্র একজন মানুষ পাপী থাকতো তবে খ্রীষ্ট ঐ একজন ব্যক্তির জন্যও ঐ একই ক্রুশের যাতনা সহ্য করতে পৃথিবীতে আসতেন"। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভালবাসেন এই ব্যাপারে খ্রীষ্টিয় শিক্ষা একদম পরিষ্কার। কমিউনিষ্টরাও মানুষ এবং খ্রীষ্ট তাদেরও ভালবাসেন। যাদের মধ্যে খ্রীষ্টের মন আছে তারাও সেইরূপ করে। আমরা পাপীকে ভালবাসি যদিও আমরা পাপকে ঘৃণা করি।

কমিউনিষ্টদের প্রতি খ্রীষ্টের ভালবাসাকে আমরা জানবো তাদের প্রতি আমাদের ভালবাসা দিয়ে। আমি দেখেছি কমিউনিষ্ট কারাগারে খ্রীষ্টিয়ানদের পায়ে পঞ্চাশ পাউন্ড শিকল পরানো থাক্‌তো, খোঁচা দেবার তপ্ত লাল লৌহ শলাকা দিয়ে নির্যাতন করা হ'ত, চামচ ভর্তি লবন গলার মধ্যে জোর করে ঢুকিয়ে দেয়া হ'ত, পরে জল ছাড়া ও অনাহারে, বেত্রাঘাতে এবং শীতে কষ্ট দিয়ে রাখা হ'ত তবুও তারা গভীর অনুভূতি সহ কমিউনিষ্টদের জন্য প্রার্থনা করতো। এটি মানবিক ভাবে অবর্ণনীয়। এটাই খ্রীষ্টের ভালবাসা, যা আমাদের অন্তরে ঢেলে দেওয়া হয়েছিল।

যে সমস্ত কমিউনিষ্টরা আমাদের নির্যাতন করেছিল, পরবর্তীতে তাদেরকেও কারাগারে পাঠান হয়েছিল। কমিউনিষ্টদের এমনকি কমিউনিষ্ট শাসকদেরও তাদের প্রতিপক্ষদের মত প্রায় সময়ই কারাগারে রাখা হ'ত। তখন নির্যাতিত ব্যক্তিরা ও নির্যাতনকারী একই সেলের মধ্যে অবস্থান করতো। যখন নন খ্রীষ্টিয়ানেরা তাদের পূর্বের বিচারকের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন ও তাদের প্রহার করতো; খ্রীষ্টিয়ানেরা তাদের পক্ষ অবলম্বন করতো এমনকি কমিউনিষ্টদের সহচর হিসাবে আখ্যায়িত হয়ে তারা প্রহারিত হবার ঝুঁকি গ্রহণ করতো। আমি খ্রীষ্টিয়ানদের দেখেছি তারা তাদের শেষ রুটি খণ্ড (আমাদের সপ্তাহে এক খণ্ড রুটি দেওয়া হ'ত) ও ঔষধ কমিউনিষ্ট নির্যাতনকারীকে, যে কিনা এখন তাদেরই একজন সহ-কারাবন্দী, তার জীবন বাঁচানোর জন্য দিয়ে দিত।

ইউলিউ ম্যানিউ নামে একজন খ্রীষ্টিয়ান রুমানিয়ান প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, যিনি কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন; তিনি এই শেষ কথাগুলো বলেন, "যদি

আমাদের দেশে কমিউনিষ্টদের পরাজয় ঘটে, তবে এটা প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানের পবিত্র দায়িত্ব হবে যে রাস্তায় বের হয়ে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জনতার রোষানল থেকে কমিউনিষ্টদের, যারা তাদের অত্যাচার করেছিল, তাদের রক্ষা করা"।

আমার ধর্মান্তরিত হবার প্রথম কয়েক দিন পর আমি অনুভব করলাম যে আমি বেশী দিন বাঁচবো না। রাস্তায় হাটবার সময়, আমাকে অতিক্রম করে যাওয়া প্রত্যেকটি নারী পুরুষের জন্য আমি শারীরিক ব্যথা অনুভব করেছিলাম। এটা আমার হৃদয়ে বিদ্ধ ছুরির মত ছিল যে, সেই নর নারীরা পরিত্রাণ পেয়েছেন কিনা আর এটাই আমার কাছে জরুরী বিষয় হয়ে দাড়িয়েছিল। মণ্ডলীর কোন সদস্য পাপ করলে, আমি কয়েক ঘন্টা ব্যাপী কাঁদতাম। সমস্ত প্রাণের জন্য পরিত্রাণের প্রত্যাশা আমার অন্তরে অবস্থান করছে এবং কমিউনিষ্টরা তার বাইরে নন।

নির্জন কারাবাসে পূর্বের মত আমরা প্রার্থনা করতে পারতাম না। আমরা অচিন্তনীয় ভাবে ক্ষুর্ধাত ছিলাম; আমাদেরকে ঔষধ দিয়ে এমন করা হ'ত যে পর্যন্ত না আমরা নির্বোধের মত আচরণ করি। আমরা নর কঙ্কালের মত দূর্বল ছিলাম। প্রভুর প্রার্থনা আমাদের জন্য অতিরিক্ত লম্বা ছিল। আমরা মনযোগ রক্ষা করে বলতে পারতাম না। আমার শুধু একটা প্রার্থনায় বার বার পুনরুক্তি হ'ত যে, "যীশু আমি তোমাকে ভালবাসি।"

তারপর এক গৌরবময় দিনে যীশুর কাছ থেকে উত্তর পেলাম ঃ "তুমি আমাকে ভালবাস? এখন আমি তোমাকে দেখাব, আমি তোমাকে কেমন ভালবাসি।" তৎক্ষনাৎ আমার অন্তরে উত্তেজনা অনুভব করলাম, যা সূর্যের গোল আলোক প্রবাহের মত জ্বলছিল। ইম্মায়ূ পথে শিষ্যরা বলেছিলেন যে যীশু তাদের সঙ্গে কথা বলার সময় তাদের অন্তর উত্তপ্ত হয়েছিল। আমারও তাদের মত হয়েছিল। আমি তাঁর ভালবাসা জানি যিনি তাঁর জীবন আমাদের সকলের জন্য ক্রুশে দান করেছিলেন। সেই রকম ভালবাসা কমিউনিষ্টদের বর্জন করতে পারে না, তাদের যত গুরুতর পাপ হউক না কেন।

কমিউনিষ্টরা ভীতি প্রদর্শন করেছে এবং এখনও করে চলেছে। কিন্তু "তুমি আমাকে মোহরের ন্যায় তোমার হৃদয়ে, মোহরের ন্যায় তোমার বাহুতে রাখ; কেননা প্রেম মৃত্যুর ন্যায় বলবান; ..... বহু জল প্রেম নির্বান করিতে পারে না, স্রোতস্বতীগণ তাহা ডুবাইয়া দিতে পারে না। (পরমগীত ৮ঃ৬,৭ পদ)।

কবর যেমন সকলকে নেবার জন্য জেদ করে- ধনী গরীব, যুবক-বৃদ্ধ, বংশকুল-জাতি, রাজনৈতিক অভিযুক্ত, সাধু এবং অপরাধী- সেইরূপ ভালবাসা সকলকে বেষ্টন করে। প্রেম-অবতার খ্রীষ্ট, কমিউনিষ্ট সহ সব মানুষকে তাঁর কাছে আনতে চান।

একজন পরিচারককে ভয়ানক প্রহার করার পর আমার কারাকক্ষে (সেলে) নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তিনি অর্দ্ধমৃত ছিলেন। তাঁর মুখমন্ডল ও শরীর দিয়ে রক্ত ঝরছিল। আমরা তাঁকে ধুয়ে পরিষ্কার করলাম। কয়েক জন বন্দী কয়েদী কমিউনিষ্টদের অভিশাপ দিচ্ছিল। গভীর আর্তনাদ করে তিনি বলেছিলেন, "দয়া করে তাদের অভিশাপ দিও না। নীরব হও। আমি তাদের জন্য প্রার্থনা করতে চাই।"

কারাগারেও কিভাবে আমরা আনন্দিত হব

যখন আমি আমার চৌদ্দ বৎসর কারাবাসের দিকে তাকাই, সেখানে কিছু আনন্দের বিষয়ও খুজে পাই। কখনও কখনও একটা আনন্দের সময়ও ছিল। অন্যান্য কারাবন্দীরা এবং এমনকি কারা রক্ষীরা প্রায় খুব আশ্চর্য হতেন, ভয়ংকর অবস্থার মধ্যেও কি করে খ্রীষ্টিয়ানেরা আনন্দিত থাকতে পারে। আমরা গান গাওয়া দমন করতে পারতাম না, যদিও এর জন্য আমরা প্রহারিত হতাম। আমি কল্পনা করি নাইটিংগেল পাখিও গান গাইতো; যদিও তারা জানতো যে গান শেষ হবার পর তাদের হত্যা করা হবে। কারাগারে খ্রীষ্টিয়ানেরা আনন্দে নাচ করতো । এই করুণ অবস্থার মধ্যে কি করে তারা এত আনন্দিত হতে পারে?

আমি কারাগারে শিষ্যদের প্রতি যীশুর কথা প্রায় ধ্যান করতাম, "ধন্য সেই সকল চক্ষু, তোমরা যাহা যাহা দেখিতেছ, যাহারা তাহা দেখে।" (লূক

১০ঃ১৩পদ)। শিষ্যরা সবে মাত্র প্যালেষ্টাইনের মধ্যে দিয়ে ভ্রমন করে এসেছিলেন। প্যালেষ্টাইন একটা উৎপীড়িত দেশ। সবখানেই উৎপীড়িত জনসাধারণের ভয়ানক দুঃখ দুর্দশা ছিল। শিষ্যরা অসুস্থতা, রোগ ব্যাধি, ক্ষুধা এবং দুঃখ দেখেছেন। তারা বিভিন্ন বাড়ীতে প্রবেশ করেন যেখান থেকে দেশ প্রেমিকদের কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল; পিছনে রেখে গিয়েছিল ক্রন্দনরত মা বাবা ও স্ত্রীদের। তাদের কাছে পৃথিবীটা দেখতে সুন্দর ছিল না।

তবুও যীশু বলেছিলেন, "ধন্য সেই সকল চক্ষু, তোমরা যাহা যাহা দেখিতেছ"।

কারণ তারা শুধু দুঃখ কষ্টই দেখেন নাই। তারা ত্রাণকর্তাকেও দেখেছিলেন। কুৎসিত পোকা- শুঁয়োপোকা প্রথমে পাতার উপর হেঁটে বেড়ায়, বুঝে যে, এই ঘৃণ্য অস্তিত্বের পর, একটা সুন্দর জীবন আসে, রং বেরংয়ের প্রজাপতি হয়ে ফুল থেকে ফুলে উড়ে বেড়াতে সক্ষম হয়। এই রকম আনন্দ আমাদেরও ছিল।

আমার চারিদিকে অনেক জন ইয়োব ছিলেন। কেউ কেউ ইয়োবের চেয়েও বেশী যন্ত্রনাগ্রস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু আমি ইয়োবের গল্পের শেষ জানতাম। যিনি তার পূর্বের অবস্থা থেকে দ্বিগুণ বেশী লাভ করেছিলেন। আমার চারিদিকে ভিখারী লাসারের মত ক্ষুর্ধাত ও ফোঁড়া ভরা লোকেরা ছিল। কিন্তু আমি জানতাম স্বর্গদূতেরা এই লোকদের অব্রাহমের কোলে নিয়ে যাবে। ভবিষ্যতে তারা যা হবে আমি সেই ভাবে তাদেরকে দেখতাম।

আমার পাশে আমি জীর্ণ ময়লা দুর্বল সাক্ষ্যমরের (শহীদের) মধ্যে আগামী দিনের দীপ্তিময় মুকুট পরিহিত সাধুকে দেখতাম। কিন্তু এই রকম লোকদের দেখা যা তাদের বাহ্যিক রূপ দেখা নয় কিন্তু ভবিষ্যতে তারা যা হবে, আমাদের নির্যাতনকারীদের মধ্যে তার্ষ নগরের শৌল- ভবিষ্যতের প্রেরিত পৌলকে দেখতে পেতাম এবং অনেকেই সেইরকম হয়েছেন। অনেক গোয়েন্দা পুলিশ অফিসার যাদের কাছে আমরা সাক্ষ্য দিয়েছিলাম তারা খ্রীষ্টিয়ান হয়েছিলেন এবং খ্রীষ্টকে পাবার জন্য পরবর্তীতে কারাগারে কষ্ট ভোগ করতে আনন্দিত ছিলেন। যদিও পৌলের মত আমাদের

বেত্রাঘাত করা হয়, তবুও ফিলীপিয় কারারক্ষকের মত আমাদের কারারক্ষকদের মধ্যে খ্রীষ্টিয়ান হবার সম্ভাবনা দেখতাম। আমরা স্বপ্ন দেখতাম যে তারা শীঘ্রই আমাদের জিজ্ঞাসা করবে, "পরিত্রাণ পাবার জন্য আমাকে কি করতে হবে?" যারা খ্রীষ্টিয়ানদের ক্রুশে বেঁধে বিষ্ঠা লেপন করে তামশা করেছিল তাদের মধ্যে আমরা গলগাথার জনতাকে দেখেছিলাম যারা শীঘ্রই পাপের ভয়ে বক্ষে করাঘাত করেছিল।

আমরা কারাগারেই কমিউনিষ্টদের জন্য পরিত্রাণের প্রত্যাশা দেখতে পাই। তাদের প্রতি দায়িত্বের অনুভূতি আমরা কারাগারে গড়ে তুলেছিলাম। তাদের দ্বারা নির্যাতিত হবার মধ্য দিয়ে আমরা তাদেরকে ভালবাসতে শিখেছিলাম। আমার পরিবারের একটা বড় অংশকে মেরে ফেলা হয়। আমার নিজের বাড়ীতে তাদের হত্যাকারী ধর্মান্তরিত হয়েছিল। এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান ছিল। সুতরাং কমিউনিষ্টদের কারাগারেই কমিউনিষ্টদের জন্য খ্রীষ্টিয় প্রচার কাজের অভিযানের চিন্তার সূত্রপাত হয়েছিল। একটা পিপঁড়ার দেখা থেকে আমাদের দেখা যেমন পৃথক, ঠিক আমাদের দেখা থেকে ঈশ্বর পৃথক দেখে থাকেন। ক্রুশে বেঁধে বৃষ্ঠা লেপন করা, মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা জঘন্য একটা বিষয়। তথাপি বাইবেল সাক্ষ্যমরদের (শহীদদের) কষ্টভোগকে লঘুতর ক্লেশ বলে উল্লেখ করেছেন। চৌদ্দ বৎসর কারাবাস আমাদের কাছে দীর্ঘ সময় বলে মনে হয়েছে। বাইবেল এটাকে সাময়িক (আপাততঃ) বলে এবং আমাদের বলছে এই বিষয়গুলো, "তাহা উত্তর উত্তর অনুপমরূপে আমাদের জন্য অনন্তকাল স্থায়ী গুরুতর প্রতাপ সাধন করিতেছে"। (২য় করিন্থীয় ৪ঃ১৭পদ) এটা আমাদের অনুমান করতে অধিকার দান করে যে, কমিউনিষ্টদের ভয়ঙ্কর অপরাধ, যা আমাদের কাছে অমার্জনীয়, তা আমাদের দৃষ্টির চেয়ে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে লঘু ছিল। তাদের অত্যাচার প্রায় শত বৎসর স্থায়ী হয়েছিল। সম্ভবতঃ ঈশ্বরের কাছে এক হাজার বৎসর একদিনের সমতুল্য চলে যাওয়া মূহুর্ত মাত্র। তাদের পরিত্রাণ পাবার সম্ভাবনা এখনও আছে।

কমিউনিষ্টদের জন্য স্বর্গ দ্বার বন্ধ নেই। তাদের জন্য আলোও নিবাড়িত হয়নি। তারা অন্য সকলের মত অনুতাপ করতে পারে এবং

তাদেরকে অনুতাপের জন্য আহবান জানাতে হবে। শুধু মাত্র ভালবাসাই কমিউনিষ্ট ও সন্ত্রাসীদের পরিবর্তন করতে পারে। (যে ভালবাসা নন-খ্রীষ্টিয়ান জীবন দর্শনের অপসরণ থেকে ভিন্ন যা মণ্ডলীর বহু নেতা অনুসরণ করছেন)। ঘৃণা অন্ধ করে দেয়। হিটলার কমিউনিষ্ট বিদ্বেষী ছিলেন যিনি কেবল ঘৃণা করতেন। সুতরাং তাদের পরাজিত করার পরিবর্তে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ জয় করতে সাহায্য করেছিলেন। আমরা কারাগারে কমিউনিষ্টদের মধ্যে ভালবাসা দিয়ে একটা প্রচার কাজের পরিকল্পনা করেছিলাম। এতদ্বারা প্রথমে আমরা কমিউনিষ্ট শাসকদের কথা চিন্তা করেছিলাম। কয়েক জন মিশন পরিচালক মনে হয় সামান্য কিছু মণ্ডলীর ইতিহাস অধ্যয়ন করেছেন। নরওয়ে কেমন করে খ্রীষ্টের জন্য বিজিত হয়? রাজা ওলাফকে জয় করার মধ্য দিয়ে। রাজা ভাডিমিরকে জয় করার পর রাশিয়ায় প্রথম সুসমাচার প্রচারিত হয়েছিল। রাজা সেন্ট স্টিফেনকে জয় করার পর হাঙ্গেরীকে লাভ করা হয়। পোল্যাণ্ড ও তাই। আফ্রিকার গোষ্ঠীর নেতাকে জয় করা হলে গোষ্ঠীও অনুসরণ করে। আমরা সেই সব সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচারকার্য প্রতিষ্ঠা করি, যারা ভাল খ্রীষ্টিয়ান হতে পারে। কিন্তু তাদের প্রভাব অল্প এবং তারা বিশেষ কোন পরিবর্তন করতে পারে না।

আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বিজ্ঞান এবং শিল্পকলার শাসক ও নেতাদের অবশ্যই জয় করতে হবে। তারা মানুষের প্রাণকে গঠন করতে পারে। তাদের জয় করলে সেই জনতাকে জয় করা যায়, যাদের তারা পরিচালনা ও প্রভাবিত করে।

মিশনারী দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যান্য সমাজ ব্যবস্থার চেয়ে কমিউনিষ্ট মতবাদে একটা প্রাধান্য আছে। এটা অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত। যদি আমেরিকান প্রেসিডেন্টরা মরমন ধর্ম বিশ্বাসকে গ্রহণ করতেন, সেই জন্য কিন্তু আমেরিকা মরমন হত না। কিন্তু যদি কমিউনিষ্ট সরকারের নেতারা খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম গ্রহণ করতেন, তাহলে সম্ভবতঃ দেশের সবাই খ্রীষ্টান হয়ে যেত। নেতাদের প্রভাব বড়ই প্রবল।

এই নেতারা কি ধর্মান্তরিত হতে পারে? নিশ্চয়, তাদের শিকারের মতই তারা অসুখী ও নিরাপত্তাহীন ছিলেন। রাশিয়ার প্রায় সব কমিউনিষ্ট

শাসকই শেষে কারাগারে কিম্বা তাদের নিজেদের সহযোগীদের দ্বারা গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। চীনেও একই রকম। ইয়াগদা, ইওয়ব, বারিয়ার মত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যাদের হাতে সর্বময় ক্ষমতা ন্যস্ত থাকতো, প্রতি বিপ্লবে গলায় গুলি বিদ্ধ হয়ে পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কয়েক বৎসর আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেলিপিন এবং যুগোস্লাভিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রানকোভিক- কে ময়লা জীর্ণ কাঁথার মতো ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

আমরা কেমন করে আত্মিক ভাবে কমিউনিজমকে আক্রমণ করতে পারি?

কমিউনিষ্ট শাসক কাউকেও সুখী বানায় না, এমন কি তাদের সুবিধা প্রাপ্তরাও হয়না। তারা কম্পিত হয় এই জন্য যে কোন রাত্রে গোয়েন্দা পুলিশের গাড়ী তাদেরকে তুলে নিয়ে যেতে পারে, কারণ দলীয় নেতৃত্বের ধারা পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

ব্যক্তিগত ভাবে আমি অনেক কমিউনিষ্ট নেতাদের চিনি। তারা খুব ভারাক্রান্ত মানুষ এবং একমাত্র খ্রীষ্ট তাদের বিশ্রাম দিতে পারেন।

"কমিউনিষ্ট শাসকদের খ্রীষ্টের জন্য লাভ করার অর্থ পারমানবিক ধ্বংসের হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করা, ক্ষুধা থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করা, কারণ যুদ্ধাস্ত্রের জন্য বেশীরভাগ রাজস্ব ব্যয় হয়। কমিউনিষ্ট শাসকদের জয় করার অর্থ হতে পারে আর্ন্তজাতিক উত্তেজনার অবসান। কমিউনিষ্ট শাসকদের জয় করার অর্থ হবে খ্রীষ্ট ও স্বর্গীয় দূতগণের আনন্দ পূর্ণ করা। নিউগিনি অথবা মাদাগাসকার-এ মিশনারীরা অনেক পরিশ্রম করেন কিন্তু যদি কমিউনিষ্ট শাসকদের জয় করা হয় তবে তারা এমনিই যীশুকে অনুসরণ করবেন, এবং এতে খ্রীষ্ট ধর্মও সামগ্রিকভাবে এক নতুন উদ্যম পাবে।

ব্যক্তিগত ভাবে আমি ধর্মান্তরিত কমিউনিষ্টদের জানি। যৌবনে আমি নিজে একজন জঙ্গী নাস্তিক ছিলাম। ধর্মান্তরিত নাস্তিক ও কমিউনিষ্টরা খ্রীষ্টকে অধিক ভালবাসে, কারণ তারা অধিক পাপ করেছে।

মিশনারী কাজে কৌশলী চিন্তার প্রয়োজন আছে। পরিত্রাণের দৃষ্টিকোন থেকে সব মানুষই সমান। জঙ্গলের এক অসভ্য মানুষের কাছে কথা বলে তার পরিত্রাণ সুনিশ্চিত করার চেয়ে একজন বিরাট প্রভাবশালী ব্যক্তিকে জয় করা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। যিনি পরবর্তীতে হাজার জনকে লাভ করতে পারেন। সুতরাং যীশু ক্ষুদ্র গ্রামে তাঁর পরিচর্যা কাজ সমাপ্ত করতে মনস্থ না করে জগতের প্রধান আধ্যাত্মিক কেন্দ্র যিরুশালেমে করেছিলেন। এই একই কারণে পৌল রোমে যাবার জন্য কঠোর চেষ্টা করেছিলেন।

বাইবেল বলে যে, নারীর বংশ সর্পের মস্তক চূর্ণ করবে (আদিপুস্তক ৩ঃ১৫ পদ)। আমরা সর্পকে পেটে সুড়সুড়ি দিয়ে হাসাই। আজ গণচীন, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনাম এবং লাওসের মধ্যে দিয়ে সর্প গড়িয়ে চলছে। মধ্য প্রাচ্যের অনেক রাষ্ট্র আছে যেখানে একটা গির্জাঘর প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি পায় না। ঐ রকম বন্দী জাতি রাষ্ট্রগুলোর অবস্থা সম্পর্কে মণ্ডলীর নেতা, মিশন পরিচালকদের মত প্রত্যেক চিন্তাশীল খ্রীষ্টিয়ানদেরও বিশেষভাবে ভাবা উচিত।

আমাদের নিয়ম মাফিক কাজ ত্যাগ করা উচিত। এটা লিখিত আছে, "শাপগ্রস্ত হউক সেই ব্যক্তি, যে শিথিল ভাবে সদাপ্রভুর কার্য করে" (যিরমিয় ৪৮ঃ১০ পদ)। বন্দী দেশগুলোর আধিপত্য সকলের উপর মণ্ডলীর সরাসরি আত্মিক আক্রমণ করা উচিত। আক্রমণ কৌশলেই যুদ্ধে জয় হয়। তার প্রতিরোধ মূলকভাবে কখনো হয় না।

গীতসংহিতা ১০৭ ঃ১৬ পদ বলে, যে ঈশ্বর লৌহময় অর্গল ছেদন করেছেন। লৌহ যবনিকা তাঁর কাছে ক্ষুদ্র বিষয় (জিনিস) মাত্র।

আদি মণ্ডলী গোপন ও বে-আইনিভাবে কাজ করেছিল এবং বিজয়ী হয়েছিল। সেই একই ভাবে আমাদের কাজ করতে শিখতে হবে।

কমিউনিষ্ট যুগ অবধি, আমি কখনও বুঝতে পারিনি কেন নতুন নিয়মের অনেক মানুষই ডাকনামে পরিচিত ছিলেন। শিমিয়ন যিনি নিগার নামে পরিচিত ছিলেন। যোহন, মার্ক নামে ইত্যাদি। বন্দী (জাতি) দেশগুলোতে গোপন নাম ব্যবহার করে আমার কাজ করে চলছিলাম। আমি পূর্বে কখনও বুঝতে পারিনি কেন যীশু কোন ঠিকানা না দিয়ে শেষ

ভোজের আয়োজনের ইচ্ছা পোষণ করে বলেছিলেন "তোমরা নগরে যাও। সেখানে এক কলসি জল লইয়া যাইতেছে এমন একজন লোকের সহিত তোমাদের সাক্ষাৎ হবে" (মার্ক ১৪ঃ১৩ পদ) এখন আমি বুঝি। গোপন মণ্ডলীর কাজে গোপন স্বীকৃতি চিহ্নও আমরা দিয়ে থাকি।

যদি আমরা এরকম কাজে সম্মত হই অর্থাৎ আদি খ্রীষ্ট ধর্ম পদ্ধতিতে ফিরে যাই, আমরা এই আবদ্ধ বন্দী (জাতি) দেশ গুলোতে খ্রীষ্টের জন্য কার্যকরী ভাবে কাজ করতে পারি।

কিন্তু যখন আমি পাশ্চাত্যের কিছু মণ্ডলীর কিছু নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কমিউনিষ্টদের প্রতি ভালবাসার পরিবর্তে কমিউনিষ্টদের নীতিকে অনুসরণ করতে দেখেছি। কিন্তু এদেশগুলোতে ভালবাসার নীতি অনুসরণ করে আমরা বহু পূর্বে দেশগুলোতে মিশনারী সংগঠন স্থাপন করতে পারতাম। কার্ল মার্কসের গোষ্ঠীর হারানো আত্মাদের প্রতি দয়ালু শমরীয়ের মত করুণা করার মত কাউকে দেখিনি।

একজন মানুষ কি বিশ্বাস করে তা তার কথা থেকে বিচার করা যায় না। কিন্তু মৃত্যুবরণ করতে রাজী থাকাটাই তার বিশ্বাসের প্রকৃত প্রমাণ। গোপন মণ্ডলীর খ্রীষ্টিয়ানেরা প্রমাণ করেছে যে তারা তাদের ধর্ম বিশ্বাসের জন্য মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত আছে। আমাদের উদ্দেশ্যে আর্ন্তজাতিক চক্রজাল আজ বন্দী দেশগুলোতে গোপনে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। যার অর্থ সেই দেশে ধরা পরলে তাদের কারাবাস, নির্যাতন ও মৃত্যু হতে পারে। আমি যা লিখছি তা বিশ্বাস করি বলেই লিখছি।

আমার জিজ্ঞাসা করার অধিকার আছেঃ আমেরিকার মণ্ডলীর নেতারা যারা কমিউনিজমের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন তারা কি তাদের বিশ্বাসের জন্য মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত হবেন? কারা পাশ্চাত্যের উচ্চপদ প্রত্যাহার করে প্রাচ্যের কর্মক্ষেত্রের পালক হবেন, কার্যক্ষেত্রে কমিউনিষ্টদের সহযোগিতা করবেন? বিশ্বাসের এমন নজির পাশ্চাত্য মণ্ডলীর কোন নেতার দেখা যায় নি।

মানুষের প্রয়োজন থেকে মানুষের কথাবার্তা উৎপন্ন হয় যেন একে অন্যকে বুঝতে পারে এবং একে অন্যের কাছে তাদের অনুভূতি জানাতে

পারে। ঈশ্বরের রহস্য ও আত্মিক জীবনের উচ্চতা পরিষ্কারভাবে প্রকাশের কোন মানবিক ভাষা (বাক্য) নেই। সেইরূপ দিয়াবলের (শয়তানের) নির্মমতা প্রকাশেরও কোন মানবিক ভাষা নাই। যে মানুষটিকে নাৎসী কর্তৃক অগ্নিকুন্ডে ফেলে দেওয়া হবে কিংবা যিনি তার শিশুকে সেই অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করতে দেখেছেন, সেই মানুষটির অনুভূতি কি আপনি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারেন?

সুতরাং কমিউনিষ্টদের অধীনে খ্রীষ্টিয়ানেরা যে যাতনা ভোগ করেছেন এবং এখনও করছেন তা বর্ণনা করা নিরর্থক (অনাবশ্যক)।

আমি লুক্রেটিয় প্যাট্রাসকানু'র সঙ্গে কারাগারে ছিলাম, যিনি রুমানিয়ায় কমিউনিজমকে শাসন ক্ষমতায় এনেছিলেন। তার সহ-বন্ধুরা তাকে কারাগারে পাঠিয়ে পুরস্কৃত করেছিল। যদিও তিনি সুস্থ ছিলেন, তারা তাকে পাগলদের সঙ্গে মানসিক হাসপাতালে রেখেছিল, যতদিন পর্যন্ত তিনি না পাগল হয়েছিলেন। প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র সচিব আনা পাউকার-এর প্রতিও তারা একই ব্যবহার করেছিল। খ্রীষ্টিয়ানদের প্রতিও ঐ একই রকম ব্যবহার করা হয়। তাদের ইলেকট্রিক শক্ দেওয়া এবং হাতা ছাড়া (বস্তার মত) আঁটা জামা পড়িয়ে রাখা হয়।

চীনের রাস্তায় যা ঘটেছিল তাতে বিশ্ব ভীত হয়েছিল। সকলের মতে রেড গার্ড তাদের সন্ত্রাস চালিয়েছিল। চীনের কারাগারে সবার চোখের আড়ালে খ্রীষ্টিয়ানদের উপর কি ঘটে এখন তা অনুমান করতে পারেন। আমি শুনেছিলাম যে, চীনের একজন বিখ্যাত প্রচার সম্পর্কীয় লেখক এবং অন্যান্য খ্রীষ্টিয়ানেরা নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসকে অস্বীকার করতে অমত করায়, তাদের গ্রেফতারকারীরা তাদের কান, জিহ্বা ও পা কেটে ফেলেছিল। খ্রীষ্টিয়ানেরা আজও চীনের কারাগারে আছে।

কিন্তু সবচেয়ে খারাপ জিনিস যা কমিউনিষ্টরা করে তা হল, তারা মানুষের দেহ নির্যাতন ও হত্যা করে তা নয়, তারা নিরাশায় মানুষের চিন্তা ধারাকে মিথ্যা প্রমাণ করে, এবং তরুন ছেলে-মেয়েদের চিন্তা ধারাকে বিষাক্ত করে তোলে। তারা খ্রীষ্টিয়ানদের পরিচালনা ও মণ্ডলীকে ধ্বংস করার জন্য মণ্ডলীর নেতৃত্বের পদে তাদের লোকজনদের স্থাপন করে।

তারা তরুনদের ঈশ্বর ও খ্রীষ্টে বিশ্বাস না করে বরং ঘৃণা করার শিক্ষা দান করে।

যিনি কয়েক বৎসর কারাবাস করে বাড়িতে ফিরে এসে ছেলেমেয়েদের দ্বারা তিরস্কৃত এবং নির্যাতনে যারা ইতিমধ্যে জঙ্গী নাস্তিকে পরিণত হয়ে গেছেন। এদের মত খ্রীষ্টিয়ান সাক্ষ্যমরদের দুঃখের করুন কাহিনী কি কোন্ ভাষায় প্রকাশ করা যায়?

এই বইটি কালিতে নয় কিন্তু রক্তাক্ত হৃদয়ের রক্তেই বেশী লেখা হয়েছে।

দানিয়েল পুস্তকের উল্লেখিত তিন যুবকের মত যাদের অগ্নিকুন্ডে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, সেখান থেকে মুক্তি লাভের পর তাদের গায়ে কোন পোড়া গন্ধ ছিল না। সেইরূপ খ্রীষ্টিয়ানেরা যারা কমিউনিষ্ট কারাগারে আবদ্ধ থাকে, কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে তিক্ততার গন্ধ তাদের থাকে না।

একটি ফুলকে যদি আপনি পায়ের নিচে মর্দন করেন প্রতিদানে আপনাকে তার সুগন্ধ দান করবে। সেই রূপ খ্রীষ্টিয়ানেরা কমিউনিষ্টদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েও তাদের অত্যাচারীদের পুরষ্কার হিসেবে ভালবাসা দিয়েছিল। আমরা আমাদের অনেক কারারক্ষককে খ্রীষ্টের কাছে এনেছিলাম। আমরা একটা ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হই যে, কমিউনিষ্টরা আমাদের সবচেয়ে বেশী দুঃখ যন্ত্রনা দিয়েছে, প্রতিদানে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরিত্রাণ তাদের দান করা।

অনেক বিশ্বাসী ভাইদের মত কারাগারে সাক্ষ্যমরের মৃত্যু আমার ভাগ্যে ছিল না। আমি মুক্তি লাভ করি এবং রুমানিয়া থেকে পাশ্চাত্যে বের হয়ে আসতে পেরেছিলাম।

পাশ্চাত্যে মণ্ডলীর অনেক নেতাদের মধ্যে বিপরীত মনোভাব পেয়েছি, যা প্রাক্তন লৌহ যবনিকার গোপন মণ্ডলীতে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। যারা বন্দী জাতির মধ্যে বাস করে তাদের জন্য পাশ্চাত্যের অনেক খ্রীষ্টিয়ানের ভালবাসা নেই। প্রমাণ এই যে তারা তাদের পরিত্রাণের জন্য কিছুই করে না। তাদের লক্ষ্য একটি খ্রীষ্টিয় গোষ্ঠীকে অন্য গোষ্ঠীতে রুপান্তর করার

প্রচেষ্টা করা। কিন্তু অনেকেরই বন্দী জাতিগুলোর জন্য কোন পরিকল্পনা নাই, এই কাজকে তারা আইন বিরুদ্ধ বলে মনে করে। তারা তাদের ভালবাসেন না। তা না হলে তারা অনেক দিন পূর্বে অসম্ভব দৃশ্যমান লক্ষ্য স্থাপন করতেন। যেমন উইলিয়াম কেরী যিনি ভারতীয়দের ভালবাসতেন এবং হাটসন টেলর যিনি চীনাদের ভালবেসে তাদের নিজেদের পরিকল্পনা স্থাপন করেছিলেন।

অনেকেরই বন্দী জাতিগুলোর জন্য কোন পরিকল্পনা নেই, এই কাজকে তারা আইন বিরুদ্ধ বলে মনে করে।

যারা বন্দী জাতির মধ্যে বাস করে তাদের ভালবাসতে এবং তাদের খ্রীষ্টের জন্য জয় করতে তারা তো কিছুই করে না বরং তাদের আত্ম প্রসাদ, অবহেলা এবং সময়ে সত্যিকারে দুষ্কর্মের সহযোগিতা করে কিন্তু পশ্চিমা মণ্ডলীর নেতারা কমিউনিষ্টদের আরও বেশি অবিশ্বাসী, কঠিন মনা করে তুলছে। তারা কমিউনিষ্টদের পশ্চিমা মণ্ডলীতে অনুপ্রবেশে পৃথিবীর মণ্ডলীগুলোতেও নেতৃত্ব লাভ করতে সাহায্য করে। তারা কমিউনিজমের বিপদ সম্বন্ধে খ্রীষ্টিয়ানদের অজ্ঞাত রাখে।

কমিউনিষ্টদের ও যারা বন্দী জাতির মধ্যে বাস করে তাদের ভাল না বাসা এবং খ্রীষ্টের জন্য তাদের জয় করার জন্য কিছু না করা সমান (এটা একটা ছলনা যে, তাদেরকে তা করতে অনুমতি দেওয়া হয় না। ঠিক যেমনটি প্রাথমিক খ্রীষ্টিয়ানেরা সুসমাচার প্রচারের জন্য নিরো'র অনুমতি চাইতেন)। যদি পশ্চিমা মণ্ডলীর নেতাকে বিশ্বের চারিদিকে এই আত্মিক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া না হয় তার অর্থ তাদের নিজেদের মেষ-পালকেও তারা ভালবাসেন না।

ইতিহাসের শিক্ষাকে অবজ্ঞা করা

প্রথম শতাব্দীতে, খ্রীষ্ট ধর্ম উত্তর আফ্রিকায় প্রসার লাভ করেছিল। সেখান থেকে সেন্ট আগস্টিন, সেন্ট কিপ্রীয়ান, সেন্ট আথানাসিয়াস এবং তারতুলিয়ান, এসেছিলেন। উত্তর আফ্রিকার খ্রীষ্টিয়ানেরা একটি কর্তব্য অবহেলা করেছিলঃ তা হলো মুসলমানদের খ্রীষ্টের জন্য জয় করা। ফল

স্বরূপ মুসলমানেরা উত্তর আফ্রিকা আক্রমণ করে এবং কয়েক শতাব্দী ধরে খ্রীষ্টিয়ানদের মূল উৎপাটন করে। এখনও উত্তর আফ্রিকা মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে আছে এবং খ্রীষ্টিয়ান প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের "অপরিবর্তনীয় গোষ্ঠী" বলে আখ্যায়িত করেছে। আসুন ইতিহাস থেকে শিক্ষা করি।

সংস্কারের যুগে, পোপের যোয়ালী যা সেই সময় অত্যাচারী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি ছিল তার থেকে মুক্তি লাভের জন্য; হ্যাস, লুথার এবং কালভিনের ধর্মীয় আগ্রহের সঙ্গে ইউরোপের জনগণের আগ্রহের মিলন ঘটে। সেই রূপ আজও, অত্যাচারীর রাজত্বে সুসমাচার প্রচার করা গোপন মণ্ডলীর উদ্দেশ্য/আগ্রহের সঙ্গে এবং যারা স্বাধীন ভাবে বাস করে চলছেন সেই সব জনগণের মুখ্য আগ্রহের মিলন ঘটাতে হবে।

অনেক স্বৈর শাসকের পারমানবিক যুদ্ধাস্ত্র আছে। সামরিকভাবে তাদের আক্রমণ করতে গেলে আর একটা নতুন বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হবে যাতে কোটি কোটি লোকের প্রাণ নাশ হবে। পশ্চিমা অনেক শাসকের এমন মগজ ধোলাই হয়েছে যে ঐ সব শাসকদের অপসারণের ইচ্ছাও তারা প্রকাশ করেন না। যা তারা অনেকবার বলেছেন। তারা মাদকাসক্তি, গুন্ডা বাহিনী, ক্যান্সার এবং যক্ষা দূরীকরণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু মন্দ কর্ম পদ্ধতি যেমন কমিউনিজমের দূরীকরণ চান না যা এই সমস্তগুলোর চেয়ে বেশী প্রাণ নাশ করেছে।

সোভিয়েত লেখক আইলিয়া এরেনবার্গ বলেন যে, যদি স্টালিন তার জীবনে অন্যকিছু না করে নিরাপরাধ লোকদের যাদের তিনি অত্যাচার করেছেন তাদের নাম লিখতেন- তাহলে তার জীবনে সেই কাজ (নাম লেখা) শেষ করতে পারতেন না। কমিউনিষ্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে ক্রুশচেভ বলেছিলেন, "স্টালিন হাজার হাজার সৎ ও নিরাপরাধ কমিউনিষ্টদের নির্মমভাবে হত্যা করেছিলেন ..... কেন্দ্রীয় কমিটির একশত ঊনচল্লিশ জন সদস্য ও পদপ্রার্থী, যারা সপ্তদশ কংগ্রেসের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন তাদের আটানব্বই জন অর্থাৎ শতকরা সত্তর জনকে পরবর্তীতে গ্রেফতার ও গুলি করা হয়েছিল।"

তিনি খ্রীষ্টিয়ানদের প্রতি কি করেছিলেন তা এখন অনুমান করুন।

ক্রুশচেভ স্টালিনকে অস্বীকার করেছিলেন কিন্তু একই জিনিস করে চলছিলেন। ১৯৫৯ সাল থেকে সোভিয়েত রাশিয়ায় যে অর্ধেক সংখ্যক মণ্ডলী খোলা ছিল তা বন্ধ হয়ে যায়।

চীনে আজ যে বর্বরতা শুরু হয়েছে তা স্টালিন যুগের নিকৃষ্ট বর্বরতার ঢেউকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। খোলা মাণ্ডলীক জীবন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ ছিল। রাশিয়া ও রুমানিয়ায় নতুন করে গ্রেফতার করা হয়। (সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজমের পতনের পর, সরকার রাশিয়ায় খ্রীষ্টিয়ানদের ঢালাও গ্রেফতারের কথা স্বীকার করেছিলেন)। সন্ত্রাস ও প্রতারণা করে দেশের এক বিলিয়ন জনগোষ্ঠীর- মধ্যে পশ্চিমা সব কিছুর বিরুদ্ধে বিশেষতঃ খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম সম্বন্ধে ঘৃণা করতে সমগ্র তরুণ সমাজকে গড়ে তোলা হয়েছিল।

স্থানীয় সরকারী কর্মচারী গির্জার সামনে দাঁড়িয়ে শিশুদের ধরার অপেক্ষা করে- এই দৃশ্য রাশিয়ায় অসাধারণ নয়। যারা গির্জার ভিতরে গিয়েছিলেন, তাদের চপেটাঘাত করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। পশ্চিমা খ্রীষ্ট ধর্মের ধ্বংসকারীদের সযত্নে ও নিয়ম মাফিক ভাবে গড়ে তোলা হয়।

একটি মাত্র শক্তি দিয়ে মন্দ সরকারকে পরিবর্তন করা যায়। এটা সেই একই শক্তি যা বিধর্মী রোম সম্রাজ্যের মধ্যে খ্রীষ্টিয়ান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিল। সেই শক্তি যা বর্বর টিউটন ও ভাইকিংদের খ্রীষ্টিয়ানে পরিণত করেছিল। এই শক্তিটা হলো সুসমাচারের শক্তি, সমস্ত বন্দী জাতির মধ্যে গোপন মণ্ডলী যার প্রতিনিধিত্ব করে।

এই মণ্ডলীকে ধরে রাখা ও তাকে সাহায্য করা এটা শুধু কষ্টভোগকারী ভাইদের সঙ্গে একতার প্রশ্ন নয়। এর অর্থ, তোমার দেশ ও তোমার মণ্ডলীর জন্য জীবন বা মৃত্যুর তুল্য। এই মণ্ডলীগুলিকে ধরে রাখার কাজ শুধু স্বাধীন খ্রীষ্টিয়ানদের নয়। কিন্তু স্বাধীন সরকারগুলোর এই নীতি হওয়া উচিত। গোপন মণ্ডলী ইতিমধ্যে কমিউনিষ্ট শাসকদের খ্রীষ্টের জন্য লাভ করেছে। রুমানিয়ার প্রধান মন্ত্রী ঘেওরঘিও ডেজ- তাঁর পাপ স্বীকার ও পাপময় জীবন পরিবর্তনের পর একজন পরিবর্তিত মানুষরূপে মৃত্যু বরণ করেন। অনেক বন্দী জাতির মধ্যে অনেক সরকারী সদস্য আছেন, যারা

গোপন খ্রীষ্টিয়ান। এটা দিন দিন ছড়িয়ে পড়লে পর আমরা কয়েকটা সরকারে এই নীতির পরিবর্তন প্রত্যাশা করতে পারব, যা টিটো ও গোমুলকা এর মত পরিবর্তন নয়- যাদের পরবর্তীতেও একই একনায়কতন্ত্রের নির্দয় নাস্তিক দল চলমান ছিল, কিন্তু এ পরিবর্তন খ্রীষ্ট ধর্ম ও স্বাধীনতার দিকে মোড় নেয়ার পরিবর্তন।

এর জন্য এখনই অসাধারণ সুযোগ, খ্রীষ্টিয়ানদের মত কমিউনিজমে বিশ্বাসীরা তাদের বিশ্বাসে অকপট, তারাও চরম সংকটের মধ্যে চলেছে। তারা দারুনভাবে বিশ্বাস করতো, যে কমিউনিজম জাতি সমূহের মধ্যে এক ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করবে। তারা এখন দেখতে পাচ্ছে, প্রাচ্য দেশ গোষ্ঠীর মত কমিউনিষ্ট দেশগুলো ভেঙ্গে পড়ছে।

তারা সত্যিকারে বিশ্বাস করত যে, কল্পনা রাজ্যের স্বর্গের চেয়ে কমিউনিজম এই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করবে। আর এখন তাদের জনগণই ক্ষুর্ধাত। ধনতান্ত্রিক দেশগুলো থেকে গম আমদানী করতে হবে। উত্তর কোরিয়ার দূর্ভিক্ষ অবস্থা। মনে করুন পৃথিবীর মধ্যে একটা বিচ্ছিন্নদেশ, উত্তর কোরিয়া প্রাকৃতিক ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। বন্যায় ফসল বিনষ্ট হয়েছে, তাদের খাদ্য সরবরাহ ধ্বংস প্রাপ্ত। এখন নৈরাশ্যের মধ্যে; উত্তর কোরিয়া অবশিষ্ট বিশ্বের জন্য তার জানালা দরজা সশব্দে খুলতে আরম্ভ করেছে, যেন কাঁটা তারের বাইরে তাদের নজর পড়ে।

কমিউনিষ্টরা তাদের নেতাদের বিশ্বাস করেছিল। এখন তারা তাদের সংবাদ পত্রে পড়েছে যে স্টালিন একজন গণহত্যাকারী ও ক্রুশচেভ একজন নির্বোধ ছিলেন। তাদের জাতীয় বীর যেমন, রাকোসি, গেরো, আনা পাউকার, রানকোভিসি এবং আর অন্যান্যরাও একই রকম ছিলেন।

কমিউনিষ্টরা তাদের নেতাদের সত্যতায় আর বিশ্বাস করে না। তারা পোপ বিহীন ক্যাথলিকদের মত।

কমিউনিষ্টদের হৃদয়ে একটা শূন্যতা আছে। এই শূন্যতা শুধু খ্রীষ্ট পূরণ করতে পারেন। প্রকৃতিগত ভাবে মানুষের হৃদয় ঈশ্বরকে অন্বেষণ করে। খ্রীষ্ট পূরণ না করা পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা আত্মিক শূণ্যতা বিরাজ করে। কমিউনিষ্ট ও যারা বন্দী জাতির মধ্যে বাস করে

তাদের বেলায়ও এটা সত্য। সুসমাচারে ভালবাসার শক্তি আছে যা তাদের কাছেও আবেদন সৃষ্টি করতে পারে। আমি এটা ঘটতে দেখেছি। আমি জানি এটা করা যেতে পারে।

খ্রীষ্টিয়ানেরা যারা কমিউনিষ্ট কর্তৃক উপহাসিত ও নির্যাতিত, তাদের নিজেদের ও পরিবারের প্রতি যা কিছু করা হয়েছে সেগুলো কমিউনিষ্টদের সংকট অতিক্রম করে খ্রীষ্টের পথ খুঁজে পেতে তাদের সর্বাত্মক সাহায্য করে। তাদের এই কাজের জন্য আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন।

শুধু এর জন্য নয়। খ্রীষ্টিয় প্রেম সব সময় সবার জন্য। খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে কোন পক্ষপাতিত্ব নাই। যীশু বলেছেন, যে ঈশ্বরের সূর্য ভাল মন্দ সব লোকের উপরই উদয় হয়। খ্রীষ্টিয় প্রেমের বেলায়ও তা সত্য।

পাশ্চাত্যের ঐ খ্রীষ্টিয়ান নেতারা যারা কমিউনিষ্ট ও অন্যান্য স্বৈর শাসকদের সাথে বন্ধুত্ব দেখায়, যীশুর সেই শিক্ষার যুক্তি সংগত কারণ দেখিয়ে তারাই প্রচার করে যে আমাদের শত্রুদেরও ভালবাসা উচিত। কিন্তু নিজেদের ভাইদের ভুলে গিয়ে শুধু শত্রুদের ভালবাসা উচিত এমন শিক্ষা যীশু কখনও দেন নি।

খ্রীষ্টিয়ানদের রক্তে যাদের হাত রক্তাক্ত, তাদের খ্রীষ্টের সুসমাচার দান না করে, তাদের সাথে পানাহার করে তারা তাদের ভালবাসা দেখায়। কিন্তু স্বৈর শাসকদের দ্বারা ঐ অত্যাচারিত (উৎপীড়িত) লোকদের ভুলে যাওয়া হয়, তাদের ভালবাসা হয় না।

খ্রীষ্ট যখন ক্রুশারোপিত হন, তাঁর একহাত পশ্চিম দিকে ও অন্য হাত পূর্ব দিকে প্রসারিত ছিল।

কয়েক দশক আগে পশ্চিম জার্মানীর ইভানজেলিকাল ও ক্যাথলিক মণ্ডলীগুলো ক্ষুর্ধাতদের জন্য ১২৫ মিলিয়ন ডলার দান করেছিল। আমেরিকান খ্রীষ্টিয়ানেরা তার চেয়ে বেশি দান করে।

অনেক ক্ষুর্ধাত লোক আছে। কিন্তু সাক্ষ্যমর খ্রীষ্টিয়ান ছাড়া অন্য কাউকে বেশি ক্ষুর্ধাত কিম্বা স্বাধীন খ্রীষ্টিয়ানদের কাছ থেকে সাহায্য পাবার

জন্য বেশি উপযুক্ত বলে কল্পনা করতে পারি না। যদি জার্মান, বৃটিশ, আমেরিকান এবং স্কানডিনাভিয়ান মণ্ডলীগুলো ত্রাণ সাহায্যের জন্য এত অধিক অর্থ সংগ্রহ করে তা প্রত্যেক অভাবগ্রস্তের পাওয়া উচিত। কিন্তু প্রথমে সাক্ষ্যমর খ্রীষ্টিয়ান এবং তাদের পরিবারের পাওয়া উচিত।

এরকম কি এখনও ঘটে?

খ্রীষ্টিয়ান সংগঠনগুলো আমার জন্য মুক্তিপণ দিয়েছিল, যা প্রমাণ করে যে, খ্রীষ্টিয়ানদের মুক্তিপণ করা যাবে। যদিও শুধুমাত্র আমার বেলায় খ্রীষ্টিয়ানেরা কাউকে রুমানিয়া থেকে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করেছিল। আর আমার মুক্তিপণের বাস্তবতা অন্যদের প্রতি কর্তব্য পূরণে অবহেলার জন্য পশ্চিমা খ্রীষ্টিয়ান সংগঠনগুলোকে অভিযুক্ত করবে।

প্রাথমিক খ্রীষ্টিয়ানেরা নিজে নিজেদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে নতুন মণ্ডলী শুধু কি যিহুদীদের জন্য নাকি পরজাতীয়দের জন্যও? প্রশ্নটা সঠিক উত্তর লাভ করেছিল। বিংশ শতাব্দীতে এই সমস্যাটা অন্য ভাবে পুনরায় উদয় হয়েছে। খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম শুধু পশ্চিমাদের জন্য নয়। খ্রীষ্ট শুধুমাত্র আমেরিকা, ইংল্যান্ড এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিকদেশের নয়। তিনি যখন ক্রুশারোপিত হন, তাঁর একহাত পশ্চিম দিকে ও অন্য হাত পূর্ব দিকে প্রসারিত ছিল। তিনি শুধু যিহুদীদের রাজা হতে চান নি কিন্তু পরজাতীয়, কমিউনিষ্ট এবং পশ্চিমা দুনিয়ারও রাজা। যীশু বলেছিলেন, "তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার কর" (মার্ক ১৬ঃ১৫ পদ)।

তিনি সকলের জন্য রক্ত দান করেছেন এবং সকলেরই সুসমাচার শোনা ও বিশ্বাস করা উচিত।

বন্দীদেশ গুলোতে সুসমাচার প্রচারে যা আমাদের উৎসাহ দেয় তা হলো, সেখানে যারা খ্রীষ্টিয়ান হয় তারা ভালবাসা ও ঐকান্তিকতায় পরিপূর্ণ। আমি কখনও উত্তাপহীন রাশিয়ান খ্রীষ্টিয়ান দেখি নি। প্রাক্তন তরুণ কমিউনিষ্ট ও মুসলমানেরা খ্রীষ্টের অসাধারণ শিষ্য হয়।

তিনি যেমন সব পাপীদের ভালবাসেন এবং তাদের পাপ থেকে মুক্ত

করতে চান, তেমনি খ্রীষ্ট এই সমস্ত লোকদের ভালবাসেন এবং তাদের মুক্ত করতে চান। তারা অন্যায়কারীদের পক্ষে থেকে নির্যাতনকারীদের ক্ষমতায় থাকতে সাহায্য করে এবং এই একই শত্রু ও তাদের শিকারে পতিতদের পরিত্রাণে বাধা দান করে।

আমার মুক্তিতে যা পেলাম

কারাগার থেকে মুক্তির পর যখন আমি আমার স্ত্রীর সাথে পূর্নমিলিত হয়েছিলাম, তিনি আমাকে আমার ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি উত্তর দিয়েছিলাম, "পূর্বে আমার মধ্যে যে আধ্যাত্মিক সন্ন্যাসীর জীবন ছিল তাই বহাল থাকবে।" আমার স্ত্রী উত্তরে বলেছিলেন যে, তাঁরও একই রকম চিন্তা ছিল।

তরুণ বয়সে আমি খুব গতিময়/প্রাণবন্ত ছিলাম। কিন্তু কারাগার, বিশেষতঃ একাকী সুদীর্ঘ কারাবাস আমাকে ধ্যানগম্ভীর ও চিন্তাশীল মানুষে পরিণত করেছিল। হৃদয়ের সমস্ত ঝড় ঝঞ্জা শান্ত হয়ে গিয়েছিল। আমি কমিউনিষ্টবাদকে কিছুই মনে করি নি। আমি তা খেয়ালও করিনি। আমি স্বর্গীয় বরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ ছিলাম। যারা আমাদের যাতনা দিয়েছিল আমি তাদের জন্য প্রার্থনা করেছিলাম এবং আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাদের ভালবেসেছিলাম।

আমি যে কোনদিন মুক্ত হব এমন আশা ছিল না। মাঝে মধ্যে বিস্মিত হতাম এই ভেবে যে, যদি কখনও ছাড়া পাই তবে কি করব? আমি সব সময় গভীর চিন্তা করতাম যে আমি কোথাও অবসর গ্রহণ করব এবং মরু প্রান্তরে স্বর্গীয় বরের সঙ্গে মধুর ঐক্যে জীবন পরিচালিত করব।

ঈশ্বর সত্য! বাইবেল হলো সত্য ঈশ্বরের সত্য তথ্য। ধর্মতত্ত্ব হলো, "সত্য ঈশ্বরের সত্য তথ্যের সত্য বিশ্লেষণ"। খ্রীষ্টিয়ান লোকেরা সত্য সম্পর্কে অনেকে সত্যের মধ্যে বাস করে এবং এই সব সত্যের কারণে তাদের মধ্যে সত্য নেই। ক্ষুধিত, প্রহারিত ও ঔষধ প্রয়োগিত হয়ে আমরা ধর্মতত্ত্ব ও বাইবেল ভুলে গিয়েছিলাম। আমরা সত্যের সত্য ভুলে গিয়েছি, তবুও আমরা সত্যে বাস করেছিলাম। এটা লেখা আছে, "যে দন্ড তোমরা

মনে করিবে না, সেই দন্ডে মনুষ্যপুত্র আসিবেন" (মথি ২৪ঃ৪৪ পদ)। আমরা আর চিন্তা করতে পারি নি। আমাদের চরম নির্যাতনের সময় মনুষ্যপুত্র আমাদের কাছে এসে কারাগারের দেয়ালগুলো হীরকের মত উজ্জ্বল করে কুঠরীটা আলোয় পরিপূর্ণ করেছিল। নির্যাতনকারীদের নির্যাতনের নীচে দেহ থাকলেও আত্মা কিন্তু প্রভুতে আনন্দ করত। আমরা এই আনন্দ রাজ প্রাসাদের বদলেও পরিত্যাগ করতাম না।

কারও কিম্বা কোন কিছুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ইচ্ছা আমার মন থেকে আসতে পারত না। আমি কোন যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করতাম না। আমি বরং খ্রীষ্টে জীবন্ত মন্দির তৈরী করতে চাইতাম। প্রশান্তময় বৎসরের পবিত্র চিন্তার আশা সামনে রেখে আমি কারাগার ত্যাগ করেছিলাম।

কিন্তু আমার সেই মুক্তির দিনে আমি কমিউনিষ্ট মতবাদের বিভিন্ন দিকের সম্মুখীন হই যা আমার সমস্ত কারা নির্যাতনের চেয়ে জঘন্যতম ছিল। একের পর এক বিভিন্ন মণ্ডলীর বড় বড় প্রচারক, পালক এমনকি বিশপদের সঙ্গে আমি সাক্ষাত করেছিলাম যারা অত্যন্ত দুঃখের সাথে সরলভাবে স্বীকার করেছিলেন যে তারা নিজেদের পালের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা পুলিশের চর ছিলেন। তাদের কারাবাসের ঝুঁকি নিয়ে তারা চর বৃত্তি পরিত্যাগে প্রস্তুত কিনা আমি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সকলেই উত্তর দিয়েছিল "না" এবং তারা ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন তাদের নিজেদের জীবনের ভয়ে তারা অস্বীকার করছে তা নয় কিন্তু তারা আমাকে মণ্ডলীর নতুন চর হতে অস্বীকৃতি জানালে তারা মণ্ডলী বন্ধ করে দেবে। কারণ মণ্ডলীর সবকিছু তারা তাদেরকে অবহিত করেছিল যা আমি কারাবাসে যাবার আগে ছিল না।

প্রত্যেক শহরে ধর্ম সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণের জন্য একজন সরকারী প্রতিনিধি অর্থাৎ কমিউনিষ্ট গোয়েন্দা পুলিশের এক ব্যক্তি নিয়োজিত ছিল। তাঁর যে কোন সময় যে কোন পুরোহিত অথবা পালককে ডাকার ক্ষমতা ছিল এবং কারা গির্জাঘরে ছিলেন, কারা প্রায় প্রভুরভোজে অংশ নিয়েছিলেন, কারা ধর্মে খুব উৎসাহ দেখিয়েছিলেন, কে আত্মা জয়কারী ছিলেন, লোকে কি কি অপরাধ স্বীকার করেছিল ইত্যাদি প্রশ্ন তাকে জিজ্ঞাসা করতেন। যদি তিনি উত্তর না দিতেন, তবে তাকে বিদায় দিয়ে

তার স্থানে অন্য আর একজন পুরোহিতকে রাখা হ'ত, যিনি আগের জনের চেয়ে আরো বেশি তথ্য দান করতেন। সরকারী প্রতিনিধির কোন পরিবর্তন ছিল না তাদের মতের বিরোধী হলে তারা এককভাবে গির্জা বন্ধ করে দিতেন। আজও চীন দেশে তাই ঘটছে।

বেশিরভাগ পুরোহিতেরা গোয়েন্দা পুলিশকে তথ্য দিয়েছিলেন। কেউ কেউ বিশেষ কিছু গোপন করে অনিচ্ছাসত্ত্বে এটা করেছিলেন। পক্ষান্তরে অন্যরা অভ্যস্ত হয়েছিলেন এবং তাদের বিবেকও কঠিন হয়ে পড়েছিল। তথাপি অন্যরা এই কাজে মন দিয়েছিলেন এবং চাওয়ার অতিরিক্ত বলেছিলেন।

খ্রীষ্টিয়ান সাক্ষ্যমর ছেলে-মেয়েদের স্বীকারোক্তি আমি শুনেছিলাম, যে সমস্ত পরিবার তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করেছিল তাদের সম্পর্কে তথ্য দানে তারা বাধ্য ছিল। অন্যথায় তাদের লেখাপড়া বন্ধ করে দেবার ভীতি প্রদর্শন করা হ'ত।

লাল পতাকার প্রতীকের অধীনে, আমি ব্যাপ্টিষ্ট কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলাম, যেখানে কারা "নির্বাচিত নেতা" হবেন তা কমিউনিষ্টরা সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। আমি জেনেছিলাম সরকারী মণ্ডলীগুলোর সব প্রধানেরা কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক মনোনীত ছিলেন। তখন আমি বুঝতে পারলাম আমি সেই ঘৃণ্য বিষয় দেখছিলাম যা সম্পর্কে যীশু উল্লেখ করেছিলেন।

সব সময়ই ভাল এবং মন্দ পালক ও প্রচারকেরা আছেন। কিন্তু এখন, মণ্ডলীর প্রথম ইতিহাসের মত একটা স্বীকৃত নাস্তিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি যার উদ্দেশ্য ধর্ম উচ্ছেদ করা এবং কারা মণ্ডলী পরিচালনা করবেন তা তারা সিদ্ধান্ত দেন। এই পরিচালনার উদ্দেশ্য কি? নিশ্চয়ই ধর্ম উচ্ছেদে সহায়তা করা।

লেলিন লিখেছিলেন, প্রতিটা ধর্মীয় ধারণা, প্রতিটা ঈশ্বরের ধারণা, এমনকি ঈশ্বরের ধারণার সঙ্গে আকৃষ্ট হওয়া- হলো সবচেয়ে বিপদজনক ধরণের অব্যক্ত মন্দতা ও সবচেয়ে ঘৃণ্য ধরণের সংক্রমণ। লক্ষ লক্ষ পাপ

মন্দ কাজকর্ম, অনিষ্ট ক্রিয়া এবং দৈহিক সংক্রমণগুলো ঈশ্বরের চতুর আধ্যাত্মিক ধারণার চেয়ে কমই বিপদজনক।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলো লেলিনবাদী ছিল। তাদের কাছে ধর্ম ছিল ক্যান্সার, যক্ষা অথবা সিফিলিসের চেয়ে খারাপ। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ধর্মীয় নেতা হবেন। সরকারী গির্জার নেতারা তাদের সাথে কমবেশী সহযোগিতা ও আপোস করেছিলেন।

আমি ছেলে-মেয়ে ও তরুণদের নাস্তিকবাদের দ্বারা কলুষিত হতে দেখেছি। সরকারী মণ্ডলীগুলোতে এর সামান্যতম বিরোধিতার সম্ভাবনা দেখা যায় নি। আমাদের রাজধানী বুখারেস্টে কেউ এমন কোন মণ্ডলী খুঁজে পাবেন না যেখানে তরুনদের একটা সভা অথবা ছেলে-মেয়েদের একটা সান্ডেস্কুল হয়। খ্রীষ্টিয়ানদের ছেলে-মেয়েদের বাধ্যতামূলক ঘৃণ্য বিদ্যালয়ে লালন পালন করা হয়।

এই সমস্ত দেখে আমি কমিউনিষ্টবাদকে ঘৃণা করেছিলাম যা কিনা তাদের অত্যাচারের আওতায় থাকাকালীন অবস্থায় ঘৃণা করি নি।

তারা যে অন্যায় আমার উপর করেছিল সেই জন্য শুধু আমি ঘৃণা করি না, বরং ঈশ্বরের গৌরবের প্রতি, খ্রীষ্টের নামের প্রতি, এই রাজ্যের অধীনে কোটি কোটি প্রাণের প্রতি যে অন্যায় তারা করেছে, সেই জন্য আমি তাদের ঘৃণা করি।

সারা দেশ থেকে কৃষকেরা আমাকে দেখতে এসে বলেছিলেন কিভাবে সমাজতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পরিচালিত হচ্ছে। এখন তারা তাদের পূর্বের নিজস্ব জমি এবং আঙ্গুর ক্ষেতে ক্ষুর্ধাত ক্রীতদাস। তাদের কোন খাবার (রুটি) ছিল না। ছেলে-মেয়েদের জন্য দুধ ছিল না, ফলমুল ছিল না এবং এই দেশ সমাজতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার আগে কনান দেশের প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের সমকক্ষ ছিল।

ভাইয়েরা আমার কাছে স্বীকার করেছেন যে, লেলিনের কমিউনিষ্ট শাসন আমাদের সকলকে চোর এবং মিথ্যাবাদী তৈরি করেছিল। ক্ষুধার তাড়নায় তাদের নিজস্ব পূর্বের জমি থেকে চুরি করতে হ'ত। কিন্তু এখন

তা সমবায়ের অধীন। তারপর তাদের চুরিকে গোপন করার জন্য মিথ্যা কথা বলতে হ'ত।

শ্রমিকেরা কারখানার সন্ত্রাস এবং কর্মক্ষমতার শোষণ সম্পর্কে আমাকে বলেছেন যা ধনতান্ত্রিকেরা কখনও কল্পনা করেন নি। শ্রমিকদের ধর্মঘট করবার কোন অধিকার ছিলনা।

বুদ্ধিজীবিদের মনের বিশ্বাসের বিপরীতে শিক্ষা দিতে হ'ত যে ঈশ্বর বলে কেউ নেই, পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ মানুষের সমগ্র জীবন ও চিন্তাধারা ধ্বংসপ্রাপ্ত অথবা মিথ্যা হয়ে গিয়েছিল, নিয়ন্ত্রিত দেশগুলোতে আজও একইভাবে চলেছে।

তরুণ মেয়েরা অভিযোগ জানাতে এসেছিল যে, তাদেরকে কমিউনিষ্ট যুব সংগঠন তলব করেছিল এবং তারা একজন খ্রীষ্টিয়ান ছেলেকে চুম্বন করার জন্য তাদেরকে তিরস্কার এবং ভীতি প্রদর্শণ করা হয়েছিল এবং অন্য আর একজনের নাম দেয়া হয়েছিল যাকে তাদের অবশ্যই চুম্বন করতে হবে।

সব কিছুই চরম মিথ্যা ও কুৎসিত ছিল

তারপর আমি গোপন মণ্ডলীর যোদ্ধাদের সঙ্গে মিলিত হই- যারা আমার দীর্ঘ দিনের বন্ধু ছিলেন- তাদের অনেকেই ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছিলেন এবং অন্যরা কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর পুনরায় গোপন মণ্ডলীর সাথে আত্মা জয়ের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন। আমি তাদের গোপন বৈঠকে যোগদান করেছিলাম যেখানে তারা তাদের হাতে লেখা গানবই থেকে গান গেয়েছিলেন।

মহান সাধু আন্থনীকে স্মরণ করলাম যিনি ত্রিশ বৎসর মরুপ্রান্তরে ছিলেন। তিনি একই সঙ্গে উপবাস ও প্রার্থনা করে তার সমগ্র জীবন কাটিয়ে ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি সাধু আথানাসিয়াস এবং আরিউসের মধ্যে খ্রীষ্টের ঐশ্বরিকতা নিয়ে লড়াইয়ের কথা শুনলেন। তখন তিনি ধ্যান জীবন ত্যাগ করে সত্যকে বিজয়ী করার জন্য আলেকসান্দ্রিয়াতে আসলেন।

আমি সাধু বার্নাড ডি ক্লেয়ারভাক্সকে স্মরণ করেছিলাম, যিনি উচু পাহাড়ে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতেন। কিন্তু তিনি ধর্ম যুদ্ধের নিবুর্দ্ধিতার কথা শুনেছিলেন, যে খ্রীষ্টিয়ানেরা এক শূন্য কবর দখল (লাভ) করার জন্য আরব, যিহুদী এবং ভিন্ন মতালম্বী তাদের ভাইদের হত্যা করছে। তিনি তাঁর আশ্রম (মঠ) পরিত্যাগ করলেন এবং নীচে নেমে এসে ধর্মযুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার করলেন।

যা সব খ্রীষ্টিয়ানের করা উচিত আমি তা করার সিদ্ধান্ত করলাম, যেমন খ্রীষ্ট, প্রেরিত পৌল, বড় সাধুদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, অবসরের চিন্তা বাদ দিয়ে লড়াইকে গ্রহণ করলাম। এটা কোন ধরণের যুদ্ধ হবে?

কারাগারে খ্রীষ্টিয়ানেরা তাদের শত্রুদের জন্য প্রার্থনা করতেন এবং তাদের কাছে এক সুন্দর সাক্ষ্য দিয়েছেন। আমাদের হৃদয়ের বাসনা ছিল যেন তারা পরিত্রাণ পায় এবং তা যখনই ঘটতো, আমরা তখন আনন্দ করতাম। কিন্তু আমি মন্দ কমিউনিষ্ট প্রথা ঘৃণা করতাম এবং আমি সেই গোপন মণ্ডলীকেই শক্তিশালী করতে ইচ্ছা পোষণ করতাম।

যারা জানতেন সুসমাচারের শক্তিই একমাত্র শক্তি যা দিয়ে এই ঘৃণ্য স্বৈরশাসনকে উৎখাত করা যাবে।

আমি শুধু রুমানিয়া সম্বন্ধে নয়, কিন্তু সমগ্র কমিউনিষ্ট বিশ্ব সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলাম। যদিও পাশ্চাত্যে অনেক উদাসীনতার সম্মুখীন হয়েছি।

দু'জন কমিউনিষ্ট লেখক, সিনিয়াভস্কি ও দানিয়েল যখন তাঁদের ঘনিষ্ট সঙ্গীদের দ্বারা কারাদন্ড প্রাপ্ত হন তখন সারা বিশ্বব্যাপী লেখকেরা প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু বিশ্বাসের জন্য খ্রীষ্টিয়ানদের কারাগারে পাঠানো হলেও তখন কেউ প্রতিবাদ করে না এমনকি মণ্ডলীও না।

ভ্রাতা কুসিকের কথা কে চিন্তা করে, যিনি "বিষাক্ত" খ্রীষ্টিয় প্রকাশনার বই পুস্তক, যেমন বাইবেলের অংশ বিশেষ এবং টরির প্রার্থনার বই ইত্যাদি বিতরণের জন্য কারাদন্ড লাভ করেছিলেন। ভ্রাতা প্রকোফিবের কথা কে জানতো, যিনি ছাপান ধর্মোপদেশ বিতরণের জন্য কারাদন্ড লাভ করেছিলেন। গ্রুণভাল্ডের কথা কে জানে, যিনি একজন হিব্রু খ্রীষ্টিয়ান

একই রকম অপরাধের জন্য কারাদন্ড লাভ করেছিলেন এবং কমিউনিষ্টরা তার কাছ থেকে তার ছোট ছেলেকে হত্যার জন্য নিয়ে গিয়েছিল। আমি জানি আমার কেমন লেগেছিল যখন আমাকে আমার মিহাই থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

ভ্রাতা গ্রুনভাল্ড, ইভানেনকো, গ্রানী শিবচুক, তেইসা কাচেন্‌কো, একাটারেনা ভেকাসিনা, জর্জ ভেকাসিন, লাটভিয়া পিলাট দম্পতি এবং আরো অনেক বিংশ শতাব্দীর সাধু ও বীরযোদ্ধাদের নাম যাদের সাথে আমি কষ্ট ভোগ করেছি। প্রথম খ্রীষ্টিয়ানেরা বন্য পশুদের সামনে নিক্ষিপ্ত হবার আগে যেমন সহযোগী বিশ্বাসীদের শৃংখলে চুম্বন করতেন, আমিও তাদের শৃংখলে চুম্বন করার জন্য নত হই।

পশ্চিমা মণ্ডলীর কিছু নেতা তাদের জন্য কোন চিন্তা করেন না। সাক্ষ্যমরদের নাম তাদের প্রার্থনার তালিকায় থাকে না। যখন তাদেরকে অত্যাচার নির্যাতন করা হয়েছিল তখন রাশিয়ান ব্যাপ্টিষ্ট ও অর্থোডক্স উচ্চ পদস্থ নেতারা নয়াদিল্লী, জেনেভা এবং অন্যান্য সম্মেলনে মহা সম্মানের সাথে তাদেরকেই গ্রহণ করেছিল, যারা তাদেরকে অভিযুক্ত করেছিল এবং তাদের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছিল। সেখানে তারা সবাইকে নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে, রাশিয়ায় পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা বিরাজ করছে।

বলশেভিক আর্চ বিশপ নিকোদিম যখন তিনি এই নিশ্চয়তার কথা বলেন তখন ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অব চার্চের একজন নেতা তাঁকে চুম্বন করেছিলেন। তারপর তারা ওর্য়াল্ড কাউন্সিল অব চার্চের প্রশংসা করে একসঙ্গে ভোজ খেয়েছিল ঠিক সেই সময়ে কারাগারে সাধুরা আমার মত যীশু খ্রীষ্টের নামে না ধোওয়া নাড়ীভুড়ি বাঁধাকপির সঙ্গে আহার করেছিলেন।

বিষয়গুলোকে এই অবস্থায় চলতে দেয়া যায় না। তাই গোপন মণ্ডলী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে, সম্ভব হলে আমি যেন দেশ ত্যাগ করে এখানে যা ঘটছে তা পশ্চিমা খ্রীষ্টিয়ানদের জানাই।

যদিও আমি কমিউনিষ্টদের ভালবাসি, আমি কমিউনিষ্ট মতবাদকে নিন্দা জানানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম। কমিউনিষ্ট মতবাদকে নিন্দা না

জানিয়ে সুসমাচার প্রচার করাকে উপযুক্ত মনে করি নি।

অনেকে আমাকে বলেন, "খাঁটি সুসমাচার প্রচার কর"। এটা আমাকে স্মরণ করে দেয় যে গোয়েন্দা পুলিশ আমাকে কমিউনিষ্ট মতবাদকে উল্লেখ না করে খ্রীষ্টকে প্রচার করতে বলেছিল। এটা কি সত্যি তাই, যে, যারা বলে "খাঁটি সুসমাচার" তারা কি গোয়েন্দা পুলিশের মত একই রকম নয়?

এই তথাকথিত খাঁটি সুসমাচার কি আমি তা জানি না। যোহন বাপ্তাইজকের ধর্ম প্রচার কি খাঁটি ছিল? তিনি শুধু একথা বলেন নি, "মন ফিরাও, কেননা স্বর্গ রাজ্য সন্নিকট হইল" (মথি ৩ঃ২ পদ)। তিনি হেরোদকেও "তাহার সমস্ত কৃত দুষ্কর্মের বিষয়ে দোষী করিলেন" (লূক ৩ঃ১৯ পদ)। তাঁর শিরচ্ছেদ করা হয়েছিল কারণ তিনি বস্তু নিরপেক্ষ শিক্ষায় নিজেকে আবদ্ধ করেন নি। যীশু শুধু পর্বতে দত্ত উপদেশই প্রচার করেন নি। কিন্তু "অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটীরা ধিক তোমাদিগকে। .. . . . . সর্পেরা, কাল সর্পের বংশেরা" একথাও প্রচার করেছেন, এটাকে মণ্ডলীর কিছু প্রকৃত নেতা অশুদ্ধ উপদেশ বলে অভিহিত করতেন। (মথি ২৩ঃ২৭,৩৩ পদ)। এই অশুদ্ধ প্রচারের জন্যই তিনি ক্রুশারোপিত হন। ফরীশীরা পর্বতে দত্ত উপদেশের ব্যাপারে বিরক্ত বোধ করতেন না।

পাপকে তার নাম ধরে বলতে হবে। আজকের পৃথিবীতে কমিউনিজম একটা মস্ত বড় পাপ। যে সুসমাচার এটাকে নিন্দা করে না সেটা খাঁটি (বিশুদ্ধ) সুসমাচার নয়। স্বাধীনতা ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গোপন মণ্ডলী এটাকে নিন্দা জানায়। পাশ্চাত্যেও আমাদের নীরব থাকা উচিত না।

আমি কমিউনিষ্ট মতবাদকে নিন্দা করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি কিন্তু যারা নিজেদের কমিউনিষ্ট বিরোধী বলে থাকে তাদের মত করি না। হিটলার একজন কমিউনিষ্ট বিরোধী কিন্তু তথাপি তিনি একজন স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন।

পাশ্চাত্যে আমি কেন কষ্টভোগ করি?

কমিউনিষ্ট দেশগুলোর চেয়ে পাশ্চাত্যে আমি বেশি কষ্টভোগ করি। প্রথমে গোপন মণ্ডলীর অবর্ণনীয় সৌন্দর্যের মধ্যে আমার যাতনা সৃষ্টি হয়,

যে মণ্ডলী প্রাচীন ল্যাটিন উক্তির পূর্ণতা দান করে, তা হলো 'নুডিসনুডুম খ্রীষ্টি সেকুয়ে' (অর্থাৎ- হে নগ্ন, নগ্ন খ্রীষ্টকে অনুসরণ কর)।

বন্দী দেশগুলোতে মনুষ্যপুত্র ও তাঁর লোকদের মাথা রাখবার স্থান নেই। অনেক খ্রীষ্টিয়ানেরা নিজেদের জন্য বাড়ী তৈরী করে না। কিসের ভালর জন্য? তাদের প্রথম গ্রেফতারের সময় তাদের বাড়ি নিয়ে নেওয়া হয়। সত্যি কথা হলো, আপনার জন্য নতুন বাড়ীতে মহৎ উদ্দেশ্যে কারারুদ্ধ করা হবে কারণ অন্য উদ্দেশ্য হলো আপনার বাড়ী নিয়ে নেওয়া। সেখানে খ্রীষ্টকে অনুসরণের পূর্বে আপনি আপনার পিতার কবর দেন না কিম্বা আপনার পরিবারকে বিদায়ও জানান না। আপনার মা, আপনার ভাই, আপনার বোন কে? এই অর্থে আপনি যীশুর মতো। যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পরিপূর্ণ করে তারাই আপনার মা ও ভাই। জাগতিক সম্পর্কের জন্য তারা কি আর গণ্য করতে পারে যখন বারংবার ঘটনায় কনে বরকে, ছেলে-মেয়েরা তাদের পিতা-মাতাকে, স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের নিন্দা করে? বেশির ভাগই এখানে শুধু আত্মিক সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকে।

গোপন মণ্ডলী হলো দরিদ্র ও কষ্টভোগকারী মণ্ডলী কিন্তু এর কিছু উত্তাপহীন সদস্যও আছে।

গোপন মণ্ডলীর ধর্মীয় সভা হলো উনিশ শ' বছর আগে প্রাথমিক মণ্ডলীর মতো। প্রচারক তৈরী করা ধর্মতত্ত্ব জানেন না। পিতরের মতো তিনিও প্রচার বিদ্যা জানেন না। ধর্মতত্ত্বের প্রত্যেক অধ্যাপকই পঞ্চাশ সপ্তমীর দিনের ধর্মোপদেশের জন্য পিতরকে নিম্ন মানের গ্রেড দিত। অনেক দেশই বাইবেলের পদ সম্পর্কে ভাল পরিচিত নয়, কারণ সেখানে বাইবেল নিষিদ্ধ। উপরোক্ত প্রচারক বাইবেল ছাড়াই দীর্ঘ কয়েক বছর কারাগারে আছেন। তারা যখন তাদের বিশ্বাস একজন পিতার উপর প্রকাশ করে, তার অর্থ অনেক বেশী, কারণ এই নিশ্চয়তার পিছনে একটা নাটক আছে। তারা কারাগারে প্রতিদিন এই সর্বশক্তিমান পিতার কাছে রুটি চেয়েছে এবং পরিবর্তে খাবার অযোগ্য ময়লার সঙ্গে বাঁধাকপি পেয়েছে। তথাপি তারা ঈশ্বরকে প্রেমময় পিতা বলে বিশ্বাস করে। তারা ইয়োবের মতো, যিনি বলেছিলেন ঈশ্বর যদি তাকে মেরেও ফেলেন তবুও তিনি

ঈশ্বরে বিশ্বাস করবেন। তারা যীশুর মতো যিনি ক্রুশে ঈশ্বর কর্তৃক পরিত্যাজ্য জেনেও ঈশ্বরকে পিতা বলে ডেকেছিলেন (সম্বোধন করেছিলেন)।

যিনি গোপন মণ্ডলীর আত্মিক সৌন্দর্যের পরিচয় পান তিনি কখনও পাশ্চাত্য অন্তসার শূণ্য মণ্ডলীর প্রতি আকৃষ্ট হবেন না।

আমি কমিউনিষ্ট কারাগারের চেয়ে পাশ্চাত্যে বেশি কষ্ট ভোগ করি। কারণ আমি নিজের চোখে পশ্চিমা সভ্যতার মৃত্যু দেখতে পাই।

ওসওয়াল্ড স্পেংলার তার ডিকলাইন অব দ্যা ওয়েষ্ট বইয়ে লিখেছেনঃ

তুমি মুমূর্ষূ। আমি তোমার মধ্যে সমস্ত অবক্ষয়ের কলঙ্কের বৈশিষ্ট্য দেখেছি। আমি প্রমান করতে পারি যে, তোমার মহা সম্পদ ও তোমার অতিশয় দারিদ্রতা, তোমার পুঁজিবাদ ও তোমার সমাজতন্ত্রবাদ, তোমার যুদ্ধ ও তোমার বিপ্লব, তোমার নাস্তিকবাদ ও তোমার দুঃখবাদ এবং তোমার শিল্প সৌন্দর্যবাদ, তোমার অনৈতিকতা, তোমার ভাঙ্গা বিবাহ, তোমার জন্মনিয়ন্ত্রণ, ঐ সমস্ত তোমার নীচে থেকে রক্ত ঝরাচ্ছে এবং উপরে তোমার মাথাকে হত্যা করছে। আমি তোমাকে প্রমান দিতে পারি যে, প্রাচীন রাষ্ট্রের অবক্ষয়ে উদাহরণ আছে তা হলো আলেকজান্ডারিয়া ও গ্রীস এবং স্নায়ুরোগগ্রস্ত রোম। তোমার মধ্যেও তা ঘটতে যাচ্ছে।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে এটা লেখা হয়েছিল। তখন থেকে ইউরোপের অর্ধেক অংশে গণতন্ত্র ও সভ্যতা মৃত্যুবরণ করেছিল এবং তা কিউবা পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। পাশ্চাত্যের বেশিরভাগ অংশ ঘুমে অচেতন।

কিন্তু একটা শক্তি যা ঘুমায় না। যেখানে প্রাচ্যে কমিউনিষ্টরা হতাশ এবং তাদের মোহ ভঙ্গ হয়েছে, যেখানে পাশ্চাত্যে মানব হিতৈষী কমিউনিষ্ট মতবাদ (সাম্যবাদ) তীব্রভাবে বিরাজ করছে। পাশ্চাত্যের মানব হিতৈষী সাম্যবাদীরা সাধারণতঃ কমিউনিষ্ট দেশগুলোতে নির্দয়তা, দুঃখ দুর্দশা এবং নির্যাতনের মন্দ সমস্ত সংবাদ বিশ্বাস করেনা। তারা তাদের ক্লান্তি হীন উৎসাহ নিয়ে তাদের বিশ্বাসকে সর্বত্র উচ্চ শ্রেণীর বিশ্রামাগারে,

আমরা, খ্রীষ্টিয়ানেরা আধা-উৎসাহের সঙ্গে সত্যের পক্ষে আছি, তারা (পশ্চিমারা) সর্বান্তঃকরণে মিথ্যার পক্ষে দাঁড়িয়ে আছে।

বুদ্ধিজীবিদের ক্লাবে, কলেজে, বস্তীতে এবং মণ্ডলীতে প্রচার করে। আমরা, খ্রীষ্টিয়ানেরা আধা-উৎসাহের সঙ্গে সত্যের পক্ষে আছি আর তারা (পশ্চিমারা) সর্বান্তকরণে মিথ্যার পক্ষে দাঁড়িয়ে আছে।

পাশ্চাত্যের ধর্মতত্ত্ববিদেরা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। এটা আমাকে স্মরণ করে দেয় যে, ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহাম্মদের সৈন্যবাহিনী কনস্টানটিনোপোল অবরোধ করলে তারা সিদ্ধান্ত করেছিল যে, পরবর্তী একশত বছর বলকান দেশগুলো খ্রীষ্টিয়ান কিম্বা মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তখন সেই অবরুদ্ধ নগরে একটা স্থানীয় মণ্ডলীর সভার পরে যেসব সমস্যাগুলো আলোচনা করেছিল তা হলঃ কুমারী মরিয়মের চোখের কি রং ছিল? স্বর্গদূতেরা কোন্ লিংগের লোক? যদি একটা মাছি পবিত্র জলের মধ্যে পড়ে, তবে মাছিটা কি পবিত্র হবে নাকি জলটা অপবিত্র হবে? এটা ঐ সময়ের সম্ভবতঃ একটা পৌরাণিক কাহিনী হতে পারে, কিন্তু আজকের মণ্ডলীর সাময়িক পত্রিকাগুলো যদি মনযোগ দিয়ে দেখেন, তবে এই ধরণের প্রশ্নগুলোর আলোচনা দেখতে পাবেন। নির্যাতনকারীদের শাসানি ও গোপন মণ্ডলীর কষ্টভোগের কথা কদাচিৎ উল্লেখ করা হয়।

ধর্মতত্ত্ব, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে সীমাহীন আলোচনা হয়।

কোন এক পার্টিতে এক বসার জায়গায় কেউ প্রশ্ন করেছিলেন; যদি কোন এক জাহাজে আপনি থাকেন আর সেই জাহাজ ডুবে যায় এবং কোন একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপে রক্ষা পাবার পূর্বে জাহাজের লাইব্রেরী থেকে একটা বই নেবার সুযোগ পান, তবে কোন্ বইটা মনোনীত করবেন? একজন উত্তর করেছিল, "বাইবেল" অন্যজন বলেছিল "সেক্সপীয়ার"। কিন্তু একজন লেখক সঠিক উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি এমন একটা বই মনোনীত করব যা আমাকে নৌকা বানাতে শিক্ষা দিবে যাতে আমি তীরে পৌছাতে

পারি। সেখানে আমি আমার ইচ্ছামত যে কোন বিষয় পড়তে পারব।

সর্বব্যাপী ধর্মীয় নির্যাতনের কারণে যেখানে সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়ের জন্য ধর্মতত্ত্ব বন্ধ হয়ে গেছে সেখানে কোন এক নির্দিষ্ট ধর্মতাত্ত্বিক মতামত চাপিয়ে দেবার চেয়ে, লাইব্রেরী খোলা ভাল হবে।

যীশু যোহন ৮ঃ৩২ পদে বলেছেন, "সত্য তোমাদিগকে স্বাধীন করিবে।" কিন্তু সেই স্বাধীনতা, শুধু স্বাধীনতা সত্যকে প্রদান করতে পারে। অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে তর্ক করার পরিবর্তে এই পৃথিবীর স্বৈরচারীদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার পক্ষে যুদ্ধে আমাদের একতাবদ্ধ হওয়া উচিত।

বন্দী দেশগুলোতে মণ্ডলীর অতিমাত্রার দুঃখ কষ্টের কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করে আমিও দুঃখ পাই। এই দুঃখ কষ্ট অতিক্রম করে, এখন আমি তাদের মানস চোখে দেখতে পাই।

১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে সোভিয়েত সংবাদপত্র "ইজভেসটিয়া" এবং ডার্ভেনস্কাইস জিজেন" রাশিয়ান ব্যাপ্টিষ্টদের এই বলে অভিযুক্ত করেছিল যে তারা তাদের সদস্যদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য শিশু হত্যার শিক্ষা দেয়। এটা যিহুদীদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় হত্যাকান্ড সম্পর্কে একটা প্রাচীন অভিযোগ তোলা হ'ত।

কিন্তু তার অর্থ কি আমি তা জানি। আমি ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে লাসারোবিকি নামে এক বন্দীর সাথে ক্লাজ শহরের কারাগারে আটক ছিলাম যিনি একটা মেয়েকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত ছিলেন।

তিনি মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়স্ক ছিলেন কিন্তু নির্যাতনের ফলে রাতারাতি তাঁর চুল পেকে গিয়েছিল। তাঁকে একজন বৃদ্ধ মানুষের মত দেখাত। যে অপরাধ তিনি করেন নি, তাঁর অপরাধ স্বীকার করণের জন্য তার হাতের নখ টেনে তোলা হয়েছিল। এক বৎসর নির্যাতনের পর তাঁর নির্দোষিতা প্রামানিত হয় এবং তিনি মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু সেই স্বাধীনতা তার কাছে মূল্যহীন ছিল। তিনি চির জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলেন।

অন্যরা সংবাদ পত্রে এই প্রবন্ধ পড়েছিলেন এবং কমিউনিষ্ট শাসনামলে সোভিয়েত সংবাদ প্রকাশনা ব্যাপ্টিষ্টদের বিরুদ্ধে এই নির্বোধ

অভিযোগ সম্বন্ধে ঠাট্টা করেছিলেন। আমি জানি এ অভিযোগের অর্থ কি।

পাশ্চাত্যে থাকা এবং চোখের সামনে এই সমস্ত প্রতিচ্ছবি দেখা এক বীভৎস ব্যাপার।

প্রধান ধর্মযাজক আলেক্সি ও আর্চ বিশপ নিকোদীম কমিউনিষ্টদের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করতেন এবং সোভিয়েত শাসকের সাথে চরম সহযোগিতার প্রতিবাদে কালুগারের (রাশিয়া) আর্চ বিশপ আরমগেণ সহ সাত জন বিশপের কি অবস্থা ঘটেছিল? বিশপেরা যারা রুমানিয়ায় প্রতিবাদ করে কারাগারে আমার ধারে কাছে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাদের যদি আমি চোখে না দেখতাম তবে এই ধর্মপ্রাণ বিশপদের প্রতি আমি সদয় হতাম না।

নিকোলাই এসলিম্যান ও গ্লেব ওয়াকুনিন পুরোহিতদ্বয়কে প্রধান ধর্মযাজক কর্তৃক শাস্তি পেতে হয়েছিল, কারণ তারা মণ্ডলীর জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। পাশ্চাত্য এইটা ভাল করে জানে। কিন্তু আমি রুমানিয়ায় অবস্থিত ভ্লাডিমিরেস্টির ফাদার আইয়নের সাথে কারাগারে ছিলাম। তার অবস্থাও একই ঘটেছিল। শুধুমাত্র উপরে মাণ্ডলীক শাস্তি বিধান ছিল। কিন্তু আমাদের মণ্ডলীর বড় নেতারা কমিউনিষ্ট দেশগুলোতে সরকারী মণ্ডলীর বড় নেতাদের মত গোয়েন্দা পুলিশের হাত ধরে কাজ করতেন, যারা ঐ সমস্ত শাস্তি প্রাপ্তদের শাস্তি দিয়ে নির্যাতন, প্রহার, ঔষধ প্রয়োগ ও কারাবন্দী করে রেখেছিল।

আমি বিভিন্ন দেশে নির্যাতিত লোকদের দুঃখ কষ্টে কম্পিত হই। আমি নির্যাতনকারীদের অনন্ত পরিণতির কথা চিন্তা করে কম্পমান হই। আমি সেইসব পশ্চিমা খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য কম্পিত হই, যারা তাদের নির্যাতিত ভাইদের সাহায্য করে না।

আমার হৃদয়ের অন্তস্থলে, আমার নিজের দ্রাক্ষাক্ষেত্রের সৌন্দর্য বজায় রাখতে চাই এবং এই রকম বড় যুদ্ধে জড়িত হতে চাই না। আমি অন্য কোথাও নিস্তব্ধতা ও বিশ্রামে থাকতে চাই। কিন্তু তা সম্ভব নয়। কমিউনিষ্টরা যখন তিব্বত আক্রমণ করে, তখন যারা শুধু আধ্যাত্মিক বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন তাদেরকে শেষ করে দিয়েছিল। আমাদের দেশে যারা

নিজেদেরকে বাস্তবতা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, তাদেরকেও শেষ করে দিয়েছিল। মণ্ডলী ও সন্ন্যাসীদের আশ্রম বাতিল ঘোষণা করা হয়েছিল। শুধু বিদেশীদের ধোকা দেবার জন্য যে কয়েকটা দরকার সেই কয়েকটা তারা রেখেছিল। বাস্তবতার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য যে নিস্তব্ধতা ও বিশ্রামের আকাঙ্খা করেছিলাম, তা আমার আত্মার জন্য বিপদজনক হবে।

আমি এই যুদ্ধ পরিচালনা করেছি যদিও ব্যক্তিগত ভাবে এটা আমার জন্য বিপদজনক ছিল। ১৯৪৮ সালে তারা আমাকে রাস্তা থেকে অপহরণ করেছিল এবং অন্য এক মিথ্যা নামে আমাকে কারারুদ্ধ করেছিল। আমাদের পররাষ্ট্র সচিব আন্না পৌকার সেই সময়কার সুইডেনের রাষ্ট্রদূত স্যার প্যাট্রিক ভন রয়টারসর্য়াদে কে বলেছিলেন, "ওহ! ওয়ার্মব্র্যাণ্ড এখন কোপেন হেগেনের রাস্তায় হেঁটে বেড়াচ্ছেন।" সুইডেনের মন্ত্রীর পকেটে আমার চিঠি দিয়ে বলা হয়েছিল যে, সে কারাগার থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। তিনি জানতেন যে, তাঁকে মিথ্যে বলা হয়েছিল। সেই একই জিনিস আবার ঘটতে পারে। যদি আমাকে হত্যা করা হয়। হত্যাকারী কমিউনিষ্টদের দ্বারা নিযুক্ত হবেন। আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্য অন্য কারও নেই। আপনারা যদি আমার নৈতিক অধঃপতন, চৌর্য্য, সহকামীতা, ব্যভিচার, রাজনৈতিক অবিশ্বস্ততা, মিথ্যাবাদীতা অথবা যে কোন প্রকারের গুজব শোনেন, তাহলো গোয়েন্দা পুলিশের ভীতি প্রদর্শনের পূর্ণতার ফল। তারা বলে থাকে "আমরা নৈতিক ভাবে তোমাকে ধ্বংস করে দিব।"

আমি খুব ভাল তথ্যের উৎস থেকে জানতে পেরেছিলাম যে, ১৯৬০ সালের শেষের দিকে আমেরিকার সিনেট সভায় আমি সাক্ষ্য দেবার পর রুমানিয়ার কমিউনিষ্টরা আমাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু আমি নীরব থাকতে পারি না এবং আপনাদের দায়িত্ব হলো, আমি যা বলি, তা গোপনে পরীক্ষা করে দেখা। এমনকি আপনারা যদি মনে করেন যে, অবশেষে আমি সব কিছু অতিক্রম করেছি, আর আমি নির্যাতন জটিলতায় ভুগছি। তবে আপনি অবশ্যই নিজেকে প্রশ্ন করুন যে, এই কমিউনিষ্ট মতবাদের ভয়ংকর যুক্তিটা কি যা তাঁর নাগরিকদের এই জটিলতায় ভোগায়। এই শক্তিটা কি যা কমিউনিষ্ট পূর্ব জার্মানির মানুষদের বাধ্য

করেছিল সমস্ত পরিবারসহ গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েও একটা শিশুকে বুলডোজারে সঙ্গে নিয়ে কাঁটা তারের বেড়া ভেদ করে চলে যেতে?

পাশ্চাত্য ঘুমায় এবং বন্দী জাতিগুলোর অবস্থা দেখার জন্য অবশ্যই তাদের জাগরিত হতে হবে।

◆◆◆

মানুষ যারা দুঃখকষ্ট পায় তারা প্রায় অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানোর চেষ্টা করে। এই রকম কাউকে পেলে তাদের বোঝা অনেক কমে যায়। আমি তা করতে পারি না।

খ্রীষ্টিয়ানদের ঘৃণাকারীদের সাথে আপোষকারী পশ্চিমা মণ্ডলীর নেতাদের উপর আমি দোষ চাপিয়ে দিতে পারি না। মন্দতা তাদের কাছ থেকে আসে না। এই নেতারা নিজেরাই এর চেয়ে অতি প্রাচীন মন্দতার শিকারে পরিণত হয়েছেন। তারা মণ্ডলীর মধ্যে জটিলতা সৃষ্টি করেন নি বরং মণ্ডলীর মধ্যে জটিলতা পেয়েছেন।

পাশ্চাত্যে থাকার সুবাদে আমি অনেক ধর্মতত্ত্ব সেমিনারী পরিদর্শন করেছি। আমি ঘন্টার ইতিহাস, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের গানের ইতিহাস, বাইবেলের পুস্তক তালিকার নিয়ম অথবা মণ্ডলীর কোন এক অপ্রযোজ্য শাস্তির বিধান সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা শুনেছি। আমি শুনেছি যে, ধর্মতত্ত্বের কিছু ছাত্র যারা বাইবেলের সৃষ্টির বিবরণ, আদম, জল প্লাবন অথবা মোশীর অলৌকিক কাজকে সত্য নয় বলে শিক্ষা গ্রহণ করে। তাদের কাউকে এই শিক্ষা দেয়া হয় যে, ভাববাণী পূর্ণ হবার পর ভাববাণীগুলো লিখিত হয়েছিল, কুমারী জন্ম একটা পৌরণিক গল্প; যীশুর পুনরুত্থানও ঐ একই রকম গল্প, যে তার অস্থি হাঁড়গুলো কোন এক জায়গার এক কবরে অবস্থান করছে; প্রেরিতবর্গও প্রকৃত কেউ নন এবং প্রকাশিতবাক্য হলো এক পাগল লোকের পুস্তক। বাইবেল একটা পবিত্র গ্রন্থ! (এতে এই পবিত্র শাস্ত্রে চীনা সংবাদ পত্রের চেয়ে বেশী মিথ্যা কথার উপস্থাপনা করা হয়েছে বলে তারা মনে করে)।

বর্তমান পশ্চিমা মণ্ডলীর নেতারা যখন সেমিনারীতে ছিলেন তখন তাই শিক্ষা লাভ করেছিলেন। এই পরিবেশের মধ্যেই তারা বাস করেন। যার

সম্পর্কে এমন সব অদ্ভুত কথা বলা হয়েছে সেই রকম প্রভুর প্রতি তারা কেন বিশ্বস্ত থাক্‌বেন? যেখানে স্বাধীন ভাবে শিক্ষা দেয়া হয় যে, ঈশ্বর মৃত, সেই মণ্ডলীর নেতারা মণ্ডলীর প্রতি কি বিশ্বস্ত থাক্‌বেন?

কিছু কিছু ধর্ম সম্প্রদায়ের নেতারা খ্রীষ্টের ভার্য্যা নন। তারা এমন এক মণ্ডলীর হয়েছেন যারা অনেক পূর্বেই প্রভুকে অস্বীকার করেছেন। তারা যখন গোপন মণ্ডলীর কারও সঙ্গে কিম্বা সাক্ষ্যমরের একজনের দেখা পান, তারা তার প্রতি অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকান।

আমরা মানুষকে একটা আচরণ দিয়ে সব সময় বিচার করতে পারি না। আমরা যদি তা করতাম, তাহলে আমরা ফরীশীদের মত হতাম, যাদের চোখে যীশু খারাপ ছিলেন, কারণ তিনি তাদের শাব্বাত সম্পর্কিত নিয়ম সম্মান করতেন না। তাদের চোখে যীশুর যা কিছু সুন্দর ছিল তার প্রতি সম্পূর্ণভাবে তারা চক্ষু বন্ধ করেছিল।

ঐ একই মণ্ডলীর নেতা যাদের কমিউনিষ্ট মতবাদ সম্পর্কে ভুল মনোভাব আছে তারা সম্ভবতঃ অন্য বিষয়ে এবং ব্যক্তিগত ভাবে খুবই আন্তরিক এবং যে বিষয়ে তাদের ভুল ত্রুটি আছে তারা তা পরিবর্তন করতে পারেন।

রুমানিয়াতে আমি এক সময় এক অর্থডক্স বিশপের সঙ্গে ছিলাম। তিনি কমিউনিষ্টদের প্রতিনিধি ছিলেন, যিনি তাঁর নিজের মেষদের প্রকাশ্যে নিন্দা করতেন। আমি তার হাত আমার হাতের মধ্যে নিয়ে অপব্যয়ী পুত্রের দৃষ্টান্ত বলেছিলাম। একদিন সন্ধ্যায় তার বাগানে এটা ঘটেছিল। আমি বলেছিলাম, "দেখুন ঈশ্বর কেমন ভালবেসে পাপীকে গ্রহণ করেন। একজন বিশপও যদি মন পরিবর্তন করেন ঈশ্বর খুশীমনে তাকে গ্রহণ করেন।" আমি তাঁর জন্য একটা খ্রীষ্ট সঙ্গীত গেয়েছিলাম। এই মানুষটা পরিবর্তিত হয়েছিলেন।

আমার কারাগারের একই কুঠরীর মধ্যে একজন অর্থডক্স পুরোহিত ছিলেন, যিনি মুক্ত হবার জন্য একটা নাস্তিক বক্তৃতা লিখেছিলেন আমি তার সঙ্গে কথা বলেছিলাম এরপর তিনি ছাড়া পেতে চান নি, তাই তাঁর লিখিত কাগজ খানা ছিড়ে টুকরো টুকরো করেছিলেন।

আমার হৃদয়ের বোঝা হাল্‌কা করার জন্য আমি কারও ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিতে পারি না।

আমার আর একটা কষ্ট আছে। আমার ঘনিষ্ট বন্ধুরাও আমাকে ভুল বুঝে থাকেন। তাদের কেউ কেউ আমাকে কমিউনিষ্টদের প্রতি তিক্ততা ও বিদ্বেষের জন্য অভিযুক্ত করেন, তারা বলে কমিউনিষ্টদের সম্পর্কে আমি যা ভাবি তা ঠিক নয়।

মোশী বিষয়ক লেখক ক্লাউডি মন্টিফিওরে বলেন, যে অধ্যাপক ও ফরীশীদের প্রতি যীশুর মনোভাব, প্রকাশ্যে তাদের নিন্দা জ্ঞাপন, তার শত্রুদের ভালবাসা ও যারা অভিশাপ দেয় তাদের আর্শীবাদ করা আদেশের পরিপন্থী। ডাঃ ডাবলিউ আর ম্যাথিউস, লন্ডনের, সেন্ট পৌল প্রতিষ্ঠানের অবসর প্রাপ্ত ডীন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে এটা যীশুর একটা অসামঞ্জস্যতা ও অসংগতি। তিনি এই অজুহাত দেন যে যীশু বুদ্ধিমান ছিলেন না।

যীশু সম্পর্কে মন্টিফিওরের ধারণা ভুল ছিল। যীশু ফরীশীদের ভালবাসতেন যদিও তিনি প্রকাশ্যে তাদের নিন্দা করেছেন। আমি কমিউনিষ্টদের ভালবাসি, যদিও প্রকাশ্যে আমি তাদের নিন্দা করি।

সব সময় আমাকে বলা হয় "কমিউনিষ্টদের ভুলে যান! শুধু আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপর কাজ করেন।"

আমি একজন খ্রীষ্টিয়ানের সঙ্গে দেখা করেছিলাম, যিনি নাৎসীদের অধীনে দুঃখভোগ করেছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য দিব তিনি সেই পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে আমার পক্ষে থাকবেন। কিন্তু আমি কমিউনিষ্ট বিরোধী এক কথাও বলতে পারব না। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম খ্রীষ্টিয়ানেরা যারা জার্মানীর নাৎসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন তারা কি ভুল করেছিল, এবং স্বৈরশাসক হিটলারের বিরুদ্ধে কোন কথা না বলে শুধু বাইবেল প্রচারে নিয়োজিত থাকা কি উচিত হ'ত? উত্তর ছিল, "হিটলার কিন্তু ছয় মিলিয়ন যিহুদী হত্যা করেছিলেন। তার বিরুদ্ধে একজনের কথা বলা উচিত ছিল।" আমি উত্তর দিয়েছিলাম, "কমিউনিষ্ট মতবাদ ত্রিশ মিলিয়ন রাশিয়ান এবং মিলিয়ন

মিলিয়ন চীনা ও অন্যান্যদের হত্যা করেছে। তারা যিহুদীদেরও হত্যা করেছে। শুধু যিহুদীরা হত্যা হলে প্রতিবাদ করব আর রাশিয়ান অথবা চীনারা হত্যা হলে প্রতিবাদ করব না? উত্তরটা ছিল, "এটা ভিন্ন বিষয়।" আমি তার কোন ব্যাখ্যা পাইনি।

হিটলারের শাসনামলে এবং কমিউনিষ্টদের সময়ে পুলিশ আমাকে প্রহার করেছে এবং আমি তাদের মাঝে কোন পার্থক্য দেখতে পাই নি। দুটো আমার কাছে বড় বেদনাদায়ক ছিল।

খ্রীষ্টিয়ানদের শুধু কমিউনিষ্ট মতবাদ নয় কিন্তু বহু ধরণের পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। আমরা শুধু একটা মাত্র সমস্যা নিয়ে আবদ্ধ থাকিনা। কমিউনিষ্ট মতবাদ খ্রীষ্ট ধর্মের একটা বিরাট শত্রু এবং সবচেয়ে বিপদজনক। এর প্রতিকূলে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

আমি আবার বলতে পারি। খ্রীষ্টের মত হওয়া মানুষের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। কমিউনিষ্টদের প্রধান উদ্দেশ্য হলো তার প্রতিরোধ করা। প্রাথমিক ভাবে তারা ধর্ম বিরোধী। তারা বিশ্বাস করে যে মৃত্যুর পর মানুষ লবণ ও খনিজ পদার্থ ছাড়া অন্য কিছুই হয় না। জড় পদার্থের মত সম্পূর্ণ জীবনটাই তারা কাটাবে এই তাদের ইচ্ছা।

তারা শুধু বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে জানে। তাদের সেই বাক্য দিয়াবলের, নতুন নিয়মে যখন তাকে তার নাম জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। সে বলেছিল, "বাহিনী"। ব্যক্তিগত ব্যক্তিত্ব- মানুষের জন্য ঈশ্বরের একটা সর্বশ্রেষ্ঠ দান যাকে ধ্বংস করতে হবে। তাঁরা একজন মানুষকে কারারুদ্ধ করেছিল কারণ তারা তার কাছে আলফ্রেড এডলারের লেখা "ইনডিভিডুয়াল সাইকোলজি" (ব্যক্তিগত মনোবিজ্ঞান) বইটা পেয়েছিল। গোয়েন্দা পুলিশের অফিসার চিৎকার করে বলেছিল, "ব্যক্তিগত তা সব সময়ই ব্যক্তিগত, বেন সমষ্টিগত নয়"?

যীশু চান যেন আমরা ব্যক্তিত্ব বজায় রাখি। সুতরাং কমিউনিষ্ট মতবাদ ও আমাদের মধ্যে আপোষের কোন সম্ভাবনা নেই। কমিউনিষ্টরা তা জানে। তাদের পত্রিকায় "নাউকা-ই-রিলিজিয়া" (অর্থাৎ বিজ্ঞান ও ধর্ম) তারা লিখেছে কমিউনিষ্ট মতবাদের সঙ্গে ধর্ম অসামঞ্জস্য। এটা শত্রুতা ভাবাপন্ন

বিষয়। কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মসূচীর বিষয়বস্তু ধর্মের জন্য একটা মরণ থাবা। এটা নাস্তিক সমাজ গঠনের একটা কর্মসূচী যেখানে জনগণ ধর্মের দাসত্ব থেকে চিরদিনের জন্য মুক্ত হবে।

খ্রীষ্ট ধর্ম কি কমিউনিষ্ট মতবাদের সঙ্গে সহ-অবস্থান করতে পারবে? এখানে কমিউনিষ্টদের উত্তর হলো, "কমিউনিষ্ট পার্টি হলো ধর্মের প্রতি মরণ থাবা।"

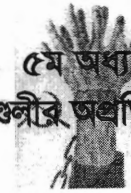

৫ম অধ্যায়
"গোপন মণ্ডলীর অপ্রতিরোধ্য প্রসার"

গোপন মণ্ডলী খুব কঠিন অবস্থার মধ্যে কার্য পরিচালনা করে

নাস্তিকবাদ হলো সমস্ত কমিউনিষ্ট দেশগুলোর রাষ্ট্রীয় ধর্ম। বৃদ্ধদের ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি তারা আপেক্ষিক স্বাধীনতা দিয়ে থাকে কিন্তু ছেলে-মেয়ে ও তরুণেরা কোন ধর্মে বিশ্বাস করতে পারবে না। এই দেশগুলো ও অন্যধরণের বন্দী দেশগুলো, রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা, থিয়েটার, সংবাদপত্র এবং প্রকাশনা কেন্দ্র সবকিছুই আমাদের যীশু খ্রীষ্টের বিশ্বাসকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে প্রণোদিত।

একদলীয় শাসিত রাষ্ট্রের ব্যাপক শক্তির বিরোধিতা করবার মত উপায় গোপন মণ্ডলীর খুব কমই আছে। রাশিয়ার গোপন মণ্ডলীর পুরোহিতদের কোন ধর্মতত্ত্বের প্রশিক্ষণ নেই। বর্তমানে চীন দেশে অনেক পালক আছেন যারা কখনও সম্পূর্ণ বাইবেল পড়েন নি।

আমি আপনাদের বলব কি করে অসংখ্য পালক অভিষিক্ত হয়েছেন। আমাদের সঙ্গে এক তরুণ রাশিয়ানের দেখা হয়েছিল যিনি একজন গোপন পুরোহিত ছিলেন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কে তাঁকে অভিষেক করেছিল। তিনি বলেছিলেন, "আমাদের অভিষেক করার জন্য সত্যিকারের কোন বিশপ ছিলেন না। সরকারী বিশপ কমিউনিষ্ট পার্টির অনুমোদন ছাড়া কাউকে অভিষেক দিবেন না। সুতরাং আমরা দশজন তরুণ খ্রীষ্টিয়ান এক শহীদ বিশপের সমাধিতে গিয়েছিলাম। আমাদের দুইজন তাঁর সমাধি প্রস্তরে হাত রেখেছিলাম এবং অন্যরা আমাদের বেষ্টন করে দাঁড়িয়েছিল। আমরা পবিত্র আত্মাকে আমাদের অভিষেক করতে বলেছিলাম। আমরা নিশ্চিত যে যীশু তাঁর ক্ষত হাত দিয়ে আমাদের অভিষেক করেছিলেন।" আমার কাছে এই তরুণদের অভিষেক ঈশ্বরের সামনে বৈধ বলে বিবেচিত হবে।

এই প্রকার অভিষেক প্রাপ্ত মানুষেরা, যারা কোন প্রকার ধর্মতত্ত্ব শোণিতের স্বাক্ষর প্রশিক্ষণ পাননি এবং যারা বাইবেল সম্পর্কে অল্প জানেন, তারাই খ্রীষ্টের কাজ চালিয়ে যান।

এটা প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলীর মত। যারা খ্রীষ্টের জন্য পৃথিবীকে উল্টে ফেলেছিলেন তারা কোন্ সেমিনারীতে পড়াশুনা করত? তাদের সকলেই কি পড়তে জানত? তারা বাইবেল কোথা থেকে পেয়েছিল? ঈশ্বর তাদের কাছে কথা বলেছিলেন।

আমাদের গোপন মণ্ডলীর কোন অট্টালিকার গির্জাঘর নেই। কিন্তু যখন আমরা বনে গোপনে একত্রিত হয়ে স্বর্গের আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাই তখন তার মত সুন্দর গির্জাঘর কি আর আছে? পাখির ডাক অরগানের বদলে স্থান করে নিত। ফুলের গন্ধ আমাদের ধূপের কাজ করত। কারাগার থেকে ছাড়া পাওয়া একজন সাক্ষ্যমরের জীর্ণ ময়লা কাপড় পুরোহিতের পরিচ্ছদের চেয়ে বেশি হৃদয়গ্রাহী মনে হয়েছিল। চন্দ্র তারা আমাদের মোমবাতির কাজ করত। স্বর্গদূতেরা আমাদের গির্জার সহকারী যারা আলো জ্বালিয়ে দিতেন।

আমি এই মণ্ডলীর সৌন্দর্য কখনই বর্ণনা করতে পারি না। গোপন উপাসনার পর প্রায় খ্রীষ্টিয়ানেরা ধরা পড়ে কারাগারে যেতেন। কণে তার বরের দেয়া অলংকার যেমন করে গ্রহণ করে তেমনি করে খ্রীষ্টিয়ানেরা আনন্দ সহকারে শিকল পড়তেন। কারাগারে তখনও জল ছিল। তাঁরা তাঁর চুম্বন, তাঁর আলিঙ্গন লাভ করে এবং রাজাদের সাথেও তাদের স্থান পরিবর্তন করবে না। সত্যিকার আনন্দিত খ্রীষ্টিয়ানদের আমি তিনটি জায়গায় পেয়েছি- বাইবেলে, গোপন মণ্ডলীতে এবং কারাগারে।

সত্যিকার আনন্দিত খ্রীষ্টিয়ানদের আমি তিনটি জায়গায় পেয়েছি- বাইবেলে, গোপন মণ্ডলীতে এবং কারাগারে।

গোপন মণ্ডলী অত্যাচারের শিকার হয় ঠিক কিন্তু গোয়েন্দা পুলিশ, এমনকি সরকারের সদস্যদের মধ্যে তার অনেক বন্ধুও আছে। কোন কোন সময় এই সব গোপন বিশ্বাসীরা গোপন মণ্ডলীকে রক্ষা করে থাকে।

সাবেক সোভিয়েত সম্রাজ্যের অধীন, রাশিয়ান সংবাদপত্রগুলো "বাহ্যিক অবিশ্বাসীদের" সংখ্যা বৃদ্ধির অভিযোগ করেছিল। রাশিয়ান বার্তা সংস্থা ব্যাখ্যা করে বলেছিল এই অসংখ্য নরনারী যারা কমিউনিষ্ট ক্ষমতার উচু মহলে, সরকারী অফিসে, প্রচারণা বিভাগে কাজকর্ম করে তারা বাইরে কমিউনিষ্ট কিন্তু ভিতরে গোপন মণ্ডলীর গোপন সদস্য।

কমিউনিষ্ট বার্তা সংস্থা এক যুবতী মহিলার গল্প উল্লেখ করেছিল, যে কমিউনিষ্ট প্রচারণা বিভাগে কাজ করত। তাঁরা বলেছিল যে, কাজের পর, সেই মহিলা ও তাঁর স্বামী এবং অন্যান্য দালানের এক দল তরুণ-তরুণী তাদের বাড়ীতে গোপন বাইবেল অধ্যয়ন ও প্রার্থনা সভার জন্য একত্রিত হতেন। এটা সারা পৃথিবীতে এখনও ঘটছে। এই রকম হাজার হাজার বাহ্যিক অবিশ্বাসীরা আছেন। তারা মনে করেন লোক দেখান গির্জায় উপস্থিত না হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ, কারণ সেখানে উপস্থিত হলে তাদেরকে লক্ষ্য করা হবে এবং তাদেরকে নির্লিপ্ত সুসমাচার শুনতে হবে। এর পরিবর্তে ক্ষমতা ও দায়িত্বের পদে থেকে তাঁরা নীরবে ও কার্যকর ভাবে খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারেন।

এই রকম পদে বিশ্বস্ত গোপন মণ্ডলীর হাজার হাজার সদস্য আছেন। মাটির নীচের তলায়, চিলে কোঠায়, বাসগৃহে এবং মাঠে ময়দানে তাদের গোপন সভা হয়।

প্রাক্তন কমিউনিষ্ট রাশিয়ায়, শিশু অথবা বয়স্ক বাস্তিস্মের পক্ষে ও বিপক্ষে অথবা পোপের অভ্রান্ততার বিপক্ষে কেউ যুক্তি দিয়েছেন বলে কারও স্মরণ নেই। হাজার বছর পূর্বেও নয় পরেও নয়। তাঁরা ভাববানী ব্যাখ্যা করতে পারতেন না এবং এই ব্যাপারে তারা (ঝগড়া) বিবাদও করতেন না। আমি কিন্তু প্রায় ভেবে আশ্চর্য হতাম যে, তারা কেমন করে নাস্তিকদের কাছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতেন।

নাস্তিকদের কাছে তাদের উত্তর সাধারণ ছিল, "সমস্ত রকম উত্তম মাংসের ভোজ সভায় যদি আপনাদের নিমন্ত্রণ জানান হ'ত, তবে ঐ সমস্ত রান্নার জন্য কোন বাবুর্চি ছিলেন না বলে কি বিশ্বাস করেন? তাই প্রকৃতি হলো আমাদের জন্য প্রস্তুতকৃত ভোজসভা। আপনাদের টমেটো, পীচ, আপেল, দুধ এবং মধু আছে। মানুষের জন্য এই সব কে প্রস্তুত করেছেন?

প্রকৃতি অন্ধ। আপনারা যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস না করেন তবে কেমন করে ব্যাখ্যা করবেন যে প্রচুর পরিমাণে ও বিভিন্ন প্রকারের দরকারী জিনিস আমাদের জন্য অন্ধ প্রকৃতি প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছে।

তারা অনন্ত জীবনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। একজন নাস্তিকের কাছে একজনকে বলতে, শুনেছি "মনে করুন আমরা যদি মাতার গর্ভের ভ্রুণের সঙ্গে কথা বলতাম, তাহলে আপনি তাঁকে বলতেন যে ভ্রুণ ভিত্তিক জীবনটা সংক্ষিপ্ত এবং তার পরে এর প্রকৃত ও দীর্ঘ জীবন আছে। তখন ভ্রুণটা কি জবাব দিত? যখন আমরা স্বর্গ ও নরক সম্পর্কে তোমাদের সঙ্গে কথা বলি, তোমরা নাস্তিকরা যেমন আমাদের উত্তর দেও, সেও ঠিক সেই রকম উত্তর দিত। সে বলত যে মায়ের গর্ভের জীবনটাই সত্য আর বাকী সবগুলো হলো ধর্মীয় নির্বুদ্ধিতা। কিন্তু যদি ভ্রুণ চিন্তা করতে পারতো, সে নিজেকে বলতো, "এখানে আমার হাত বৃদ্ধি পায়। আমার সেগুলো দরকার নাই। আমি সেগুলো প্রসারণ করতে পারি না। সেগুলো কেন বৃদ্ধি পায়? হয়তঃ ভবিষ্যৎ অবস্থার অস্থিত্বের জন্য সেগুলো বৃদ্ধি পায়, সেগুলোর দ্বারা আমাকে কাজ করতে হবে। পা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সেগুলোকে আমার বুকের কাছে ভাঁজ হয়ে থাকে। সেগুলো কেন বৃদ্ধি পায়? সম্ভবতঃ এর পরবর্তী জগৎ একটা বড় জীবন, যেখানে আমাকে হাঁটতে হবে। চক্ষু বৃদ্ধি পায়। যদিও এক পরিপূর্ণ অন্ধকার আমাকে ঘিরে আছে এবং এসময় আমার চোখের দরকার নেই। আমার কেন চোখ আছে? সম্ভবতঃ এর পর আলো ও রংয়ের জগৎ আসবে।

"সুতরাং ভ্রুণ যদি তাঁর ক্রমবিকাশ সম্পর্কে চিন্তা করতে পারত, তবে সে না দেখেই তাঁর মায়ের গর্ভের বাইরের জীবন সম্পর্কে জানতে পারত। আমাদের কাছে এটা একই রকম। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যুবক, আমাদের শক্তি আছে, কিন্তু সঠিক ব্যবহারের জন্য মন থাকেনা। বৎসর আমাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বৃদ্ধি ঘটায়, শবযান আমাদের কবরে নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করে। জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় বৃদ্ধি পাওয়া এত প্রয়োজন হয়েছিল কেন যখন আমরা তা ব্যবহার করতে পারি না। ভ্রুণের মধ্যে হাত, পা এবং চোখ কেন বৃদ্ধি পায়? এইগুলো পরবর্তীতে প্রয়োজন হবে। সুতরাং এটা আমাদের সঙ্গে এখানে আছে। আমরা এখানে অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এবং প্রজ্ঞায়

বৃদ্ধি লাভ করি কারণ পরবর্তীতে তা আমাদের প্রয়োজন হবে। আমরা উচ্চ স্তরে কাজ করতে প্রস্তুত যা মৃত্যুর পর সংঘটিত হয়।"

কমিউনিষ্টরা যীশু সম্পর্কে লেখা ছাপিয়েছে যে, তিনি কখনও ছিলেন না। গোপন মণ্ডলীর কার্যকারীরা সহজেই এর উত্তর দিয়েছিলেন, "আপনাদের পকেটে কোন সংবাদপত্র আছে? এটা কি আজ বা গতকালের প্রভদা? আমাকে একটু দেখতে দিন। হ্যাঁ, ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৬৪ সাল। কখন থেকে ১৯৬৪ সাল গণনা করা হয়েছে? আপনারা বলেন যীশুর কোন অস্তিত্ব ছিল না, তথাপি আপনারা তাঁর জন্ম থেকে বৎসর গণনা করেন। তাঁর পূর্বে সময়ের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু তিনি যখন আসলেন তখন মানুষদের মনে হলো পূর্বে যা কিছু ছিল তা বৃথা এবং সত্যিকার সময়ের এখনই আরম্ভ মাত্র। আপনাদের কমিউনিষ্ট সংবাদপত্রই প্রমাণ করে যে যীশু কোন কাল্পনিক গল্প নয়।"

পাশ্চাত্যের পালকেরা সাধারণতঃ মনে করেন যে, যারা তাদের মণ্ডলীতে আছেন, তারা খ্রীষ্ট ধর্মের প্রধান সত্য সম্পর্কে নিশ্চিত আছেন; কিন্তু তারা নিশ্চিত নন। আমাদের বিশ্বাসের সত্যকে প্রমানের ধর্ম উপদেশ আপনি খুব কম শুনবেন। কিন্তু লৌহ যবনিকার বাইরে যারা এটা কখনও শিক্ষা লাভ করেন নাই তারাই তাদের ধর্মান্তরিতদের প্রকৃত ভিত্তি দান করেছিলেন।

এমন কোন বিভাজন রেখা নেই যার দ্বারা আপনি বলতে পারেন যেখানে গোপন মণ্ডলী হলো খ্রীষ্ট ধর্মের দূর্গ, যা শেষ হয়ে সরকারী মণ্ডলী হিসাবে আরম্ভ হয়। তারা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। বন্দী দেশগুলোতে প্রদর্শনী মণ্ডলীর কিছু কিছু পালকেরা সরকার আরোপিত বিধি নিষেধের বাইরে গোপন সহ অবস্থানের মধ্যে কাজ চালিয়ে যান।

সরকারী মণ্ডলী, কমিউনিষ্টদের সহযোগী মণ্ডলীর একটা লম্বা ইতিহাস আছে। বিশপ সার্জিয়াসের নেতৃত্বে "জীবন্ত মণ্ডলী" রাশিয়ান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর এটা শুরু হয়েছিল। তাঁর একজন সহযোগী ঘোষণা করেছিলেন যে, "মার্ক্সবাদ হলো নাস্তিক হরফে লেখা সুসমাচার।" কি সুন্দর ধর্মতত্ব।

প্রত্যেক দেশে সাজিয়াসের মত আমাদের অনেকে আছেন।

হাঙ্গেরীতে ক্যাথলিকদের মধ্যে ফাদার বালোগ ছিলেন। দেশকে সম্পূর্ণ ভাবে কমিউনিষ্ট নিয়ন্ত্রণে নেবার জন্য কয়েকজন প্রটেস্টান্ট পুরোহিত ও তিনি নিজে সাহায্য করেছিলেন।

রুমানিয়ায় কমিউনিষ্টরা ক্ষমতায় আসে, বুরদুশেয়া নামে এক অর্থেডক্স পুরোহিতের সহায়তায় ইনি একজন প্রাক্তন ফ্যাসীবাদী যিনি তাঁর কর্মকর্তাদের চেয়ে নিজের অতীত পাপকে আরো বেশী রক্তিম করে তুলেছিলেন। এই পুরোহিত সোভিয়েত পররাষ্ট্র সচিব ভিসিনিস্কির কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং সমর্থনের হাসি হাসছিলেন যখন পররাষ্ট্র সচিব নতুন কমিউনিষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছিলেনঃ "এই সরকার পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন এবং তোমাদের আর স্বর্গের প্রয়োজন হবে না।"

রাশিয়ার নিকোলাই এর মত, অন্য সকলেই তালিকাভুক্ত ছিলেন যে তারা সরকারের চর। রাশিয়ান গোয়েন্দা পুলিশের দলত্যাগী একজন সদস্য মেজর ডেরিয়াবিন সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে নিকোলাই তাদের প্রতিনিধি ছিলেন।

প্রায় সব ধর্ম সম্প্রদায়েরই একই অবস্থা ছিল। সত্যিকার খ্রীষ্টিয়ানদের নিন্দা জানিয়ে রুমানিয়ান ব্যাপ্টিষ্টদের নেতৃত্ব বল প্রয়োগে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। রাশিয়ায় ব্যাপ্টিষ্ট নেতৃত্ব একই কাজ করেছিল। রুমানিয়ান এড্ভ্যান্টিস্ট সভাপতি (প্রেসিডেন্ট) তাচিচি আমাকে বলেছিলেন যে, কমিউনিষ্ট গোয়েন্দা পুলিশ যখন ক্ষমতা লাভ করে সেই প্রথম দিন থেকে তিনি তাদের চর ছিলেন।

যদিও তারা হাজার হাজার গির্জা বন্ধ করেছিল- তবুও তারা সব গীর্জা বন্ধ করে নাই। কমিউনিষ্টরা চতুরতার সাথে কয়েকটা "নমুনা" সরকারী গির্জা খোলা রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল এবং খ্রীষ্টিয়ানদেরও খ্রীষ্ট ধর্মকে পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ এবং পরিশেষে ধ্বংস করার জন্য সেগুলো জানালা হিসাবে ব্যবহার করেছিল। তারা স্থির করেছিলেন যে, গির্জার কাঠামো বহাল রাখলে ভাল হবে এবং খ্রীষ্টিয়ানদের নিয়ন্ত্রণ করার ও তাদের দেশে আসা আগন্তকদের প্রতারণা করার জন্য কমিউনিষ্টরা এটাকে হাতিয়ারে

পরিণত করবে। পরবর্তী শতাব্দীতে প্রবেশের মুখে সরকারী চীনা টি এস পি এম মণ্ডলীতে এই অবস্থা বিরাজ করছে। চীনের এটাই "শুধুমাত্র বৈধ" মণ্ডলী যা, চীনের কুড়ি শতাংশ খ্রীষ্টিয়ানদের প্রতিনিধিত্ব করে।

রুমানিয়ায়, আমাকে সেই রকম একটা মণ্ডলীর প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল এই শর্তে যে, আমি পালক হিসেবে আমার সদস্যদের সম্বন্ধে গোয়েন্দা পুলিশের কাছে সংবাদ জানাব। এটা মনে হয় যে, পাশ্চাত্যের লোকেরা একভাবে না একভাবে "কাগজে কলমে" সবকিছু দেখতে চায়- যা তারা বুঝতে পারে না। কিন্তু গোপন মণ্ডলী কখনও যুবকসহ "সমস্ত সৃষ্টির কাছে" অর্থপূর্ণ কার্যকরী সুসমাচার প্রচারের বিকল্প নমুনা নিয়ন্ত্রিত মণ্ডলীকে দিবেন না।

সরকারী মণ্ডলীগুলোতে অনেক বিশ্বাসঘাতক নেতা থাকা সত্বেও একটা সত্যিকার আত্মিক জীবন আছে। (আমার ধারণা পাশ্চাত্যের অনেক মণ্ডলীর অবস্থা একই রকম। মণ্ডলীর লোকজন বড় নেতাদের উপস্থিতির সময় তারা বিশ্বস্ত থাকত না।)

রাশিয়ায় অর্থডক্স ধর্মীয় অনুষ্ঠান সূচী পরিবর্তনহীন থেকে গেছে এবং যদিও ধর্মপোদেশগুলো কমিউনিষ্টদের প্রশংসা করত তবুও তা মণ্ডলীর সদস্যদের হৃদয় ভরে তুলতো। লুথারান, প্রেসবিটারিয়ান এবং অন্যান্য প্রটেষ্টান্টরা একই পুরাতন গান গাইত। তারপর চর-গোয়েন্দাদের ধর্মপোদেশেও শাস্ত্রের কিছু থাকতে হ'ত। আজকে চীনের লোকেরা যাদেরকে বিশ্বাসঘাতক বলে জানে তাদের প্রভাবে পড়ে ধর্মান্তরিত হচ্ছে। তারা জানে যে, তারা তাদের ধর্মান্তরিত হওয়ার কথা গোয়েন্দা পুলিশকে জানিয়ে দেবে। যিনি তাঁর বিকৃত ধর্ম উপদেশে এই বিশ্বাস প্রদান করেছেন, তাদের অবশ্যই তাঁর কাছে এই বিশ্বাসকে গোপন করতে হবে। লেবীয় পুস্তক ১১ঃ৩৭ পদে ঈশ্বরের এই মহা অলৌকিকতা সংকেতিক ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছেঃ "আর তাহাদের শবের কিঞ্চিৎ (যা, মোশীর বিধান মতে, অশুচি) যদি কোন বপনীয় বীজে পড়ে, তবে তাহা শুচি থাকিবে।"

মোটের উপর আমাদের বলতে বাধ্য করে যে, সরকারী সব বড় নেতারাই কমিউনিষ্টদের লোক নয়।

যাদের গোপন থাকা দরকার তাদের বাদ দিয়ে গোপন মণ্ডলী সদস্যরাও নামকরা লোকজন। তারা এটাকে দেখে যে খ্রীষ্ট ধর্ম দূর্বল নয় কিন্তু একটা যুদ্ধরত বিশ্বাস। গোয়েন্দা পুলিশ যখন রুমানিয়ায় ভ্লাডিমিরেস্তির সন্ন্যাসাশ্রম ও রাশিয়ার বিভিন্ন স্থানের সন্ন্যাসাশ্রমগুলো সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেবার জন্য আসে। তাদের খুব বেগ পেতে হয়েছিল। ধর্মকে নিষিদ্ধ করার চেষ্টার অপরাধে কয়েকজন কমিউনিষ্টকে তাদের জীবন দান করতে হয়েছিল।

কিন্তু সরকারী মণ্ডলীগুলো ক্রমেই কমে যাচ্ছে। আমি আশ্চর্য হব যদি সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিষ্টদের অধীনে পাঁচ অথবা ছয় হাজার গীর্জা থেকে থাকে। (কয়েক দশক আগে একই জনসংখ্যা সম্বলিত আমেরিকায় তিন লক্ষ গির্জা ছিল)। এই গির্জাগুলো আমাদের দেখা গির্জা ঘরের মত ছিল না। এইগুলো প্রায় ছোট ছোট কক্ষ বিশিষ্ট ছিল। বিদেশী পর্যটকেরা মস্কোতে এক জণাকীর্ণ গির্জা দেখতে পাবেন। যা শহরের মধ্যে একটা মাত্র প্রটেস্টান্ট গির্জা এবং মন্তব্য করবেন কি স্বাধীনতাই না সেই গির্জাতে আছে। "এমন কি গির্জাগুলো মানুষের ভীড়ে উপচে পড়ছে" তারা আনন্দিত হয়ে এই সংবাদ দিবেন। সত্তর লক্ষ লোকের (আত্মার) জন্য একটা মাত্র প্রটেস্টান্ট গির্জার করুণ অবস্থা তারা দেখেন নি। সোভিয়েত ইউনিয়নে আশি শতাংশ লোকের জন্য পায়ে হেঁটে যাওয়া দূরত্বে এক কক্ষ বিশিষ্ট গির্জাঘরও ছিল না। এই বিরাট জনগোষ্ঠীকে হয় ভুলে যাওয়া হয়েছে নতুবা গোপন মণ্ডলীর সুসমাচার প্রচার পদ্ধতিতে তাদেরকে লাভ করা হয়েছে। অন্য কোন বিকল্প পথ নেই।

দেশে কমিউনিষ্টবাদ যতই আধিপত্য করবে, মণ্ডলীকে ততই গোপন থাকতে হবে। বন্ধ হয়ে যাওয়া সরকারী গির্জাগুলোতে ধর্ম বিরোধী সংগঠনের সভা পরিচালিত হয়।

গোপন মণ্ডলী কিভাবে নাস্তিক সাহিত্যে উদরপূর্তি করে।

কাকেরা যেমন এলিয়কে খাওয়াতেন, গোপন মণ্ডলী জানে কিভাবে নাস্তিক সাহিত্য ব্যবহার করে উদর পূর্তি করা যায়। নাস্তিকেরা খুব দক্ষতা ও আগ্রহ সহকারে বাইবেল পদের বিদ্রুপ ও সমালোচনা করে থাকে।

তারা "মজার বাইবেল" ও "বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের জন্য বাইবেল" নামে পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। তারা বাইবেলকে নির্বোধ শাস্ত্র হিসাবে দেখানোর জন্য বহু বাইবেলের পদের উল্লেখ করেছিল। এই জন্য আমরা কত আনন্দ করেছিলাম। বাইবেলের পদে পূর্ণ বইটার লক্ষ লক্ষ কপি মুদ্রন হয়েছিল তা কমিউনিষ্টরা বিদ্রূপ করলেও অতীব সুন্দর ছিল। এই বিদ্রূপ সমালোচনা এতই অর্থহীন কেউ এটাকে গুরুত্ব দিত না। অতীতে ভিন্ন মতালম্বীদের (হেরেটিকদের) তদন্ত সাপেক্ষে সব রকম বিদ্রুপাত্মক পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়ে শয়তানের মত রং মাখিয়ে শোভা যাত্রার মাঝে খুটিতে পুড়িয়ে মারার জন্য নিয়ে যাওয়া হ'ত। এই ভিন্ন মতালম্বীরা কি সাধুই না ছিলেন। সেই একই ভাবে শয়তান যদি বাইবেলের পদও উল্লেখ করে তবুও তার সত্যতা বিরাজ করবে।

আমরা নাস্তিক-বাদের গলিয়তের চেয়ে বলবান, কারণ ঈশ্বর আমাদের পক্ষে।

কমিউনিষ্ট মুদ্রন সংস্থা হাজার হাজার চিঠি পত্র পেয়ে খুব খুশী হয়েছিল, যারা খ্রীষ্টিয়ানদের বিদ্রুপ করার জন্য বাইবেলের পদের উদ্ধৃতি সম্বলিত নাস্তিক বইটা পুণঃমুদ্রনের জন্য অনুরোধ করেছিল। তারা জানত না এই চিঠিগুলো গোপন মণ্ডলীর কাছ থেকে এসেছিল, যাদের অন্য কোন ভাবে শাস্ত্র পাবার সুযোগ ছিল না।

আমরা নাস্তিকতা বিষয়ক সভাসমিতি কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তাও জানতাম।

কমিউনিষ্ট মতবাদের একজন অধ্যাপক এক সভায় দেখিয়ে ছিলেন যে যীশু একজন যাদুকর ছাড়া অন্য কিছুই ছিলেন না। অধ্যাপকের সামনে এক কলস পানি ছিল। তিনি তার মধ্যে একটা গুড়া পদার্থ দিলেন এবং তা লাল রং হয়ে গিয়েছিল।

তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, "এটাই সেই আস্ত আশ্চর্য কাজ।" যীশু এই রকম এক গুড়া পদার্থ জামার আস্তিনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন

এবং তারপর ছল করে আশ্চর্য ভাবে জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করেছিলেন। কিন্তু আমি যীশুর চেয়েও ভাল করতে পারি। আমি দ্রাক্ষারসকে আবার পানিতে পরিবর্তন করতে পারি। তারপর তিনি পানির মধ্যে অন্য এক গুড়া পদার্থ ছেড়ে দিলেন। এটা পরিষ্কার পানি হয়ে গেল। তারপর আর এক গুড়া পদার্থ দিলেন এবং তা আবার লাল হয়ে গিয়েছিল।

একজন খ্রীষ্টিয়ান দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "মাননীয় অধ্যাপক, আপনি যা করতে পারেন তা দেখে আমরা আশ্চর্য (বিস্ময়াভিভূত) হয়েছি।"

আমরা শুধু আর একটা বিষয় (জিনিস) আপনাকে অনুরোধ করব- তা হলো, আপনার তৈরী সুরা থেকে এক বোতল আপনি পান করুন। অধ্যাপক বললেন, "আমি তা করতে পারি না। গুড়াটা বিষ ছিল"। সেই খ্রীষ্টিয়ান উত্তর দিয়েছিল, "এই খানেই আপনার সঙ্গে যীশুর সম্পূর্ণ পার্থক্য। তিনি তার সুরাতে দুই হাজার বছর যাবৎ আমাদের আনন্দ দিয়েছেন, যেখানে আপনি আপনার সুরাতে আমাদের বিষাক্ত করেছেন।" এর পরিপ্রেক্ষিতে সেই খ্রীষ্টিয়ানকে কারাগারে যেতে হয়েছিল। কিন্তু সেই ঘটনার সংবাদ খুব দ্রুত ছড়িয়ে গিয়েছিল এবং বিশ্বাসে অনেকে শক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

আমরা দুর্বল ক্ষুদে দায়ূদ। কিন্তু নাস্তিকবাদের গলিয়াৎ এর চেয়ে বলবান, কারণ ঈশ্বর আমাদের পক্ষে। সত্য আমাদের পক্ষে আছে।

কোন এক সময়ে একজন কমিউনিষ্ট নাস্তিকবাদের উপর বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। কারখানার সমস্ত শ্রমিকদের সভায় যোগদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। এই শ্রমিকদের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্টিয়ান ছিলেন। তারা বসে নীরবে ঈশ্বরের বিপক্ষে যুক্তি ও খ্রীষ্টে বিশ্বাসের নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে শুন্‌লেন। বক্তা প্রমাণ করতে চেষ্টা করছিলেন যে, কোন আধ্যাত্মিক জগৎ নাই, ঈশ্বর নাই, খ্রীষ্ট নাই, এই জগতের পরে কিছু নাই, আর মানুষ হলো আত্মাহীন জড় পদার্থ। তিনি বার বার বলছিলেন যে শুধু জড় পদার্থই থাকবে।

একজন খ্রীষ্টিয়ান দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন এবং কথা বলার জন্য অনুমতি চেয়েছিলেন। অনুমতি দেয়া হয়েছিল। সেই খ্রীষ্টিয়ান তার ভাঁজ করা

চেয়ারটা তুলে নিয়ে নীচে ছুড়ে ফেলে দিল। তিনি কিছুটা থেমে সেইটার প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছিলেন। পরে তিনি হেঁটে গিয়ে কমিউনিষ্ট বক্তার মুখে চপেটাঘাত করেছিলেন। বক্তা খুবই রেগে গিয়েছিলেন। তাঁর মুখমন্ডল রাগে লাল হয়েছিল। তিনি অশ্লীল কথা বলে চিৎকার করে সহকর্মী কমিউনিষ্টদের ডেকে সেই খ্রীষ্টিয়ানকে গ্রেফতার করতে বললেন। তিনি দাবী করে বলেছিলেন, "তুমি কোন্ সাহসে আমাকে চপেটাঘাত করলে? কারণ কি?"

সেই খ্রীষ্টিয়ান উত্তর করল, আপনি নিজেকেই মিথ্যাবাদী প্রমাণ করেছেন। আপনি বলেছেন সবকিছুই জড় পদার্থ, জড় পদার্থ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। আমি একটা চেয়ার তুলে নিয়ে নীচে ছুড়ে ফেলেছি, এটা সত্যি জড় পদার্থ। চেয়ারটা রাগ করেনি। এটা একটা শুধুমাত্র জড় পদার্থ। আমি যখন আপনাকে চপেটাঘাত করলাম, আপনি চেয়ারের মত আচরণ করেন নি। আপনি ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। জড় পদার্থ ক্ষিপ্ত হয় না অথবা রাগ করে না, কিন্তু আপনি রাগ করেছেন। সুতরাং মাননীয় অধ্যাপক, আপনি সঠিক নন। মানুষ জড় পদার্থের চেয়ে বেশী কিছু। আমরা আধ্যাত্মিকতা সমপন্ন মানুষ।

এই রকম অসংখ্যভাবে গোপন মণ্ডলীর সাধারণ খ্রীষ্টিয়ানেরা নাস্তি-কবাদের বিস্তারিত যুক্তি তর্ককে মিথ্যা প্রমান করেছিলেন।

কারাগারে সরকারী অফিসার আমাকে কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আর কতদিন তোমার এই ভ্রান্ত ধর্ম চালিয়ে যাবে?" আমি তাকে বলেছিলাম, "আমি অসংখ্য নাস্তিককে তাদের মৃত্যু শয্যায় তাদের মন্দতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে দেখেছি, তারা খ্রীষ্টের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। আপনি কি চিন্তা করতে পারেন যে একজন খ্রীষ্টিয়ান মৃত্যুর নিকটবর্তী হলে দুঃখ প্রকাশ করে যে সে একজন খ্রীষ্টিয়ান এবং তাঁর বিশ্বাস থেকে রক্ষা পাবার জন্য মার্ক্স অথবা লেলিনকে ডাকা ডাকি করে"? অফিসারটা হেসে বলেছিলেন, "এটা চালাকী"। আমি আরো বলেছিলাম, "একজন ইঞ্জিনিয়ার যখন একটা সেতু নির্মাণ করেন, তার উপর দিয়ে একটা বিড়াল পার হয়ে গেলে প্রমাণ হয় না যে সেতুটা ভাল। এর ক্ষমতা

প্রমাণের জন্য এর উপর দিয়ে একটা ট্রেন অতিক্রম করা দরকার। প্রকৃত পক্ষে যখন সব কিছু ভাল চলে তখন আপনি এক জন নাস্তিক হলে তা নাস্তিকবাদের সত্যতা প্রমাণ করে না। লেলিনের বই দিয়েই আমি প্রমান করতে পারি যে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধান মন্ত্রী হয়ে সংকটের সময় তিনি নিজেই প্রার্থনা করেছিলেন।

আমরা শান্ত ছিলাম এবং শান্ত ভাবে ঘটনার উন্নতির জন্য অপেক্ষা করতে পারতাম। কমিউনিষ্টরা অশান্ত ছিল এবং নতুন ধর্ম বিরোধী অভিযান শুরু করেছিল। এর দ্বারা তারা তা প্রমান করেছিল, যা সাধু আগোস্টিন বলেছিলেন, "তোমাতে (ঈশ্বরে) স্থির না হওয়া পর্যন্ত হৃদয় অস্থির থাকে"।

কেন কমিউনিষ্টদেরও জয় করা যেতে পারে?

মুক্ত বিশ্বের খ্রীষ্টিয়ানেরা যদি সাহায্য করতেন তবে, গোপন মণ্ডলী কমিউনিষ্টদের হৃদয় জয় করতে পারত এবং পৃথিবীর রূপ পরিবর্তন হয়ে যেত তাদেরকে জয় করা যাবে কারণ কমিউনিষ্ট থাকা স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কুকুর যেমন নিজের হাঁড় পেতে চায় কমিউনিষ্টরাও তেমনি। তাদের যে ভূমিকা পালন করতে হয় বা যে বিশ্বাস করানো হয় তা অযৌক্তিক এবং জোর পূর্বক তা করান হয়, এবং অনেকেরই হৃদয় এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

প্রত্যেক কমিউনিষ্টরা বিশ্বাস করে "সবকিছুই জড় বস্তু" আর আমরা এক মুষ্টি রাসায়নিক উপাদানে গঠিত এবং মৃত্যুর পর আমরা আবার লবণ ও খনিজ পদার্থে পরিণত হব। সুতরাং তাদেরকে এই প্রশ্ন করাই যথেষ্ট ছিল, "কিভাবে অন্যান্য অনেক দেশে কমিউনিষ্টরা তাদের মতাদর্শের বা বিশ্বাসের জন্য প্রাণ দিয়েছে? এক মুষ্টি রাসায়নিকের কি কোন মতাদর্শ (বিশ্বাস) থাকে? খনিজ পদার্থ কি অন্যের মঙ্গলের জন্য নিজেদের বলি দিতে পারে? তাদের কোন উত্তর নেই এই সমস্ত প্রশ্নের।

তারপর নিষ্ঠুরতার বিষয়ও আছে। মানুষকে পশুর মত সৃষ্টি করা হয়নি এবং দীর্ঘদিন পশু হয়ে থাকতে পারে না। আমরা এটা নাৎসী

শাসনের অবসানের সময় দেখেছি। কেউ কেউ আত্মহত্যা করেছে, অন্যরা মন পরিবর্তন করে ও তাদের অপরাধ স্বীকার করেছিলেন।

কমিউনিষ্ট দেশগুলোতে ব্যাপক পরিমান মদ, মাতলামি প্রকাশ করে যে, তারা এর চেয়ে বেশী অর্থপূর্ণ জীবন আকাঙ্খা করে, যা কমিউনিষ্ট মতবাদ দিতে পারে না। গড় পড়তায় প্রত্যেক রাশিয়ানই একজন গভীর, মহৎ হৃদয় ও উদার প্রকৃতির মানুষ। কমিউনিষ্ট মতবাদ অগভীর এবং হাল্কা। যে গভীর জীবনের অন্বেষণ করে, আর কোথাও না পেয়ে, সে মদের কাছে তা পেতে চায়। সে তার মদ পানের মধ্যে দিয়ে তার বীভৎস, নিষ্ঠুর এবং ছলনাপূর্ণ জীবন প্রকাশ করে, যা তাকে যাপন করতে হবে। যদি সে সত্যকে জানতে পারত তবে সত্যও তাকে মুক্তি দান করত যেমন অল্প কিছু সময়ের জন্য মদ তাকে মুক্তি দান করে থাকে ।

বুখারেষ্টে, রাশিয়ান দখলদারিত্বের (১৯৪৭-১৯৮৯) সময়, আমি একবার এক মদের দোকানে ঢুকে চরম অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম। সঙ্গে আমার স্ত্রীকে নিয়েছিলাম। ভিতরে ঢুকে আমরা একজন রাশিয়ান ক্যাপ্টেনকে দেখতে পেলাম যিনি হাতে একটা বন্দুক নিয়ে সবাইকে ভয় দেখাচ্ছিলেন এবং আরো বেশী মদ পান করার জন্য মদ চাইছিলেন। তিনি ইতিমধ্যে বেশী মাতাল হয়ে পড়ায় তাকে মদ দেয়া বন্ধ করা হয়েছিল। লোকজন ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল। আমি মালিকের কাছে গেলাম- যিনি আমাকে চিনতেন, এবং ক্যাপ্টেনকে মদ দিতে তাঁকে অনুরোধ করলাম আর বললাম যে আমি তাঁর সঙ্গে বসে তাঁকে শান্ত করব। একের পর এক বোতল আমাদের দেয়া হলো। সেই টেবিলে তিনটা গ্লাস ছিল। ক্যাপ্টেন ভদ্রভাবে ঐ তিনটা গ্লাসে মদ ঢেলে পূর্ণ করছিলেন এবং তিনটা গ্লাসের সবটাই পান করেছিলেন। আমার স্ত্রী আর আমি পান করিনি। যদিও তিনি খুব মাতাল ছিলেন তবুও তাঁর মন নিস্তেজ হয়নি। তিনি মদে আসক্ত ছিলেন। আমি তাঁর কাছে খ্রীষ্ট সম্পর্কে বল্লাম এবং তিনি অপ্রত্যাশিত মনোযোগ সহকারে শুনেছিলেন।

যখন আমি কথা শেষ করলাম, তিনি বললেন, "আপনি যখন বললেন আপনি কে, তাহলে শুনুন আমি বলছি আমি কে। আমি একজন অর্থডক্স

পুরোহিত, স্টালিনের অধীনে ব্যাপক নির্যাতনের শুরুতে আমিই প্রথম আমার বিশ্বাস (ধর্ম) কে অস্বীকার করি। গ্রামে গ্রামে গিয়ে ঈশ্বর নাই বলে বক্তৃতা দিয়েছিলাম এবং পুরোহিত হয়ে আমি এক প্রতারক ছিলাম। আমি তাদের বললাম, 'অন্যান্য সব পুরোহিত সহ আমিও একজন প্রতারক'। আমার আগ্রহের জন্য আমি খুবই প্রশংসিত হওয়ায় আমি গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগের একজন অফিসার হয়েছিলাম। ঈশ্বর থেকে আমার শাস্তি ছিল যে নির্যাতনের পর খ্রীষ্টিয়ানদের এই হাতে আমাকে হত্যা করতে হয়েছিল। আর এখন, আমি যা করেছি তা ভুলে থাকার জন্য দিনের পর দিন মদপান করি। কিন্তু তাতে কাজ হয় না।"

বহু কমিউনিষ্ট আত্মহত্যা করছে। তাদের সবচেয়ে মহান মহান কবি এসেনিন ও মাইয়াকভিস্কি সেই রকম করেছিলেন। তাদের মহান লেখক ফাদীব তদ্রুপ করেছিলেন। তিনি তার লেখা "সুখ" নামক উপন্যাসটা সমাপ্ত করেছিলেন, যার মধ্যে তিনি সেই সুখের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছিলেন যে, কমিউনিষ্ট মতবাদের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যে, সেই সুখ নিহিত আছে। তিনি এ সম্বন্ধে এতই সুখী ছিলেন যে তিনি তার উপন্যাস শেষ করার পর তিনি নিজেকে গুলিবিদ্ধ করে আত্মহত্যা করেছিলেন। তাঁর হৃদয়ে এত বড় মিথ্যা বহন করা খুবই কঠিন ছিল। জারের সময়কার কমিউনিষ্ট যোদ্ধা ও মহান কমিউনিষ্ট নেতা জফে ও টমকিন একইরূপে কমিউনিষ্টদের বাস্তব দৃশ্য কিছুতেই সহ্য করতে পারেন নি। তারাও আত্মহত্যা করে তাদের জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন।

কমিউনিষ্টরা অসুখী, তাদের মহান একনায়কেরাও তদ্রুপ ছিলেন। স্টালিন কত না অসুখী ছিলেন। তার সহকর্মী পুরাতন সব বন্ধুদের হত্যা করার পর, তিনি নিজে ভীত ছিলেন। কখন তাকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করা হয় সেই আশংকায়। তার আটটা শয়ন কক্ষ ছিল যেখানে তিনি ব্যাংকের সিন্ধুকের মত নিজেকে আবদ্ধ করে রাখতেন। কেউ জানতে পারত না নির্দ্দিষ্ট রাত্রে কোন্ কক্ষে তিনি শয়ন করেছিলেন। রাধুনী তাঁর সামনে খাবার খেয়ে পরীক্ষা না করা পর্যন্ত তিনি কখনও খাবার খেতেন না। কমিউনিষ্ট মতবাদ কাউকে সুখী করে না, এমন কি তার একনায়কদেরও করে না। খ্রীষ্টকে তাদের প্রয়োজন।

আগের তোলা পারিবারিক ছবিতে রিচার্ড ওয়ার্মব্র্যাণ্ড ও সাবিনা সহ তাদের পুত্র মিহাই (মাইকেল) পিতা-মাতা দু'জনে যখন কারাগার ও শ্রম-শিবিরে ছিলেন, সেই সময় অন্যান্য খ্রীষ্টিয়ানেরা মাইকেলকে এতিম ছেলে রূপে সেবা যত্ন করতেন। কিন্তু স্কুলে তাকে ঠাট্টা ও উপহাস করা হত। পরবর্তীতে মাইকেল আমেরিকায় (অক্টোবর ১৯৬৭) ভয়েস অব দ্যা মারটার্স এর প্রথম পরিচালক নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেই সময় এই কাজকে "জিজাস টু দ্যা কমিউনিষ্ট ওর্য়াল্ড" বলা হতো।

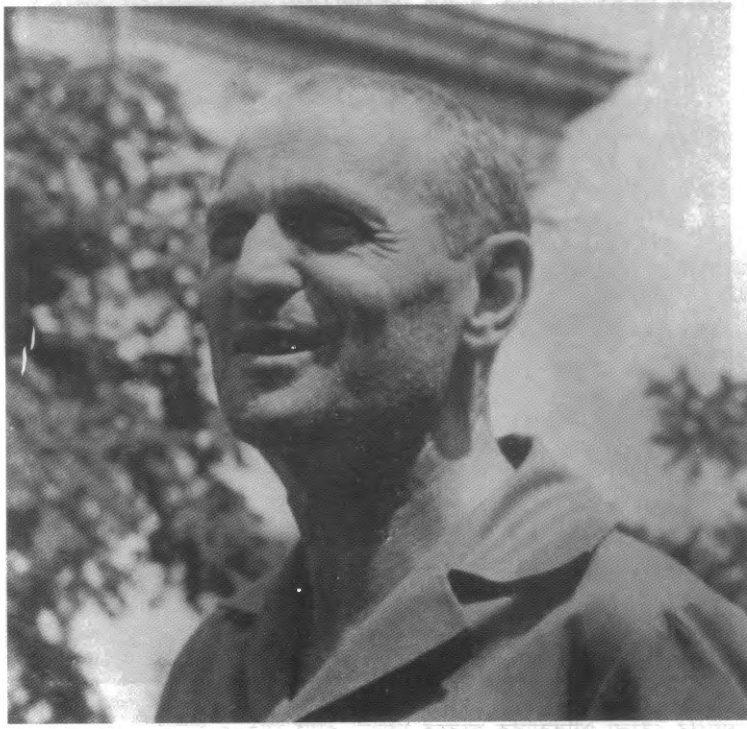

কমিউনিষ্ট কারাগার থেকে মুক্তির পর হস্যরত পাস্টর ওয়ার্মব্র্যাণ্ড তাঁর নিঃশর্ত ক্ষমা, কমিউনিষ্ট মতবাদের প্রতি ঘৃণা কিন্তু কমিউনিষ্টদের ভালবাসা প্রদর্শণ করে অনেক খ্রীষ্টিয়ানকে আশ্চর্যান্বিত করেছিল।

সাবিনা ওয়ার্মব্র্যাণ্ডের গোটা পরিবার (যিহুদী) নাৎসী বন্দী শিবিরে মৃত্যু বরণ করে। এই বন্দী শিবিরের একজন নাৎসীকে তাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করার সুযোগ সাবিনা ও রিচার্ডের হয়েছিল। তারা তাকে আহার ও ভালবাসা দিয়েছিলেন এবং খ্রীষ্টের কাছে এনেছিলেন।

'খ্রীষ্টের জন্য নির্যাতিত'- বইটির প্রথম দিকের সংস্করণ, ১৯৬০ এর দশকে প্রকাশিত হয়। পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টিয়ানেরা প্রাচ্যের দুঃখ ভোগকারী পরিবারগুলোর কথা খুব অল্পই শুনেছিলেন। পাশ্চাত্যের অনেক মণ্ডলী সেই সমস্ত তথ্য ছাপাতেও অস্বীকার করেছিলেন।

অর্ধ শতাব্দীরও বেশী, সোভিয়েত ইউনিয়নের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত খ্রীষ্টিয়ানেরা গোপন মণ্ডলীর উপাসনাগুলোতে মিলিত হতেন। আজও তারা এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে গোপনে মিলিত হন।

নিজের গলা, পিঠ এবং বুকে নির্যাতনের ক্ষত চিহ্ন বহন করে পাস্টর ওয়ার্মব্র্যাণ্ড, অনেক নির্যাতিত আফ্রিকান খ্রীষ্টিয়ানের কষ্ট বুঝতে পারেন। ১৯৬০ সাল থেকে ভি, ও, এম, মিশন সংস্থা আফ্রিকায় সাহায্য পাঠিয়ে যাচ্ছে।

সুইস সম্মেলন-

"লৌহ যবনিকা'র (পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত কমিউনিষ্ট আধিপত্য) সময় পাস্টর ওয়ার্মব্র্যাণ্ড ভি,ও,এম, মিশন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় হাজার হাজার মণ্ডলীর উপাসনায় ও সম্মেলনে বক্তৃতা করেছিলেন। এটা এখন আর্ন্তজাতিক খ্রীষ্টিয়ান সংগঠন রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীতে খ্রীষ্টিয়ানেরা মাটির তলায় সুসমাচার ছাপাতেন, যার গোপন প্রবেশ পথ থাকত। পরবর্তী শতাব্দীতে এই রকম কাজ মধ্য প্রাচ্য ও এশিয়া এবং অন্যান্য অঞ্চলে আমরা শুরু করেছি। বন্দী পৌল ২য় তীমথিয় ২ঃ৯ পদে লিখেছেন, "সেই সুসমাচার সম্বন্ধে আমি দুষ্কর্মকারীর ন্যায় বন্ধনদশা পর্যন্ত ভোগ করিতেছি"।

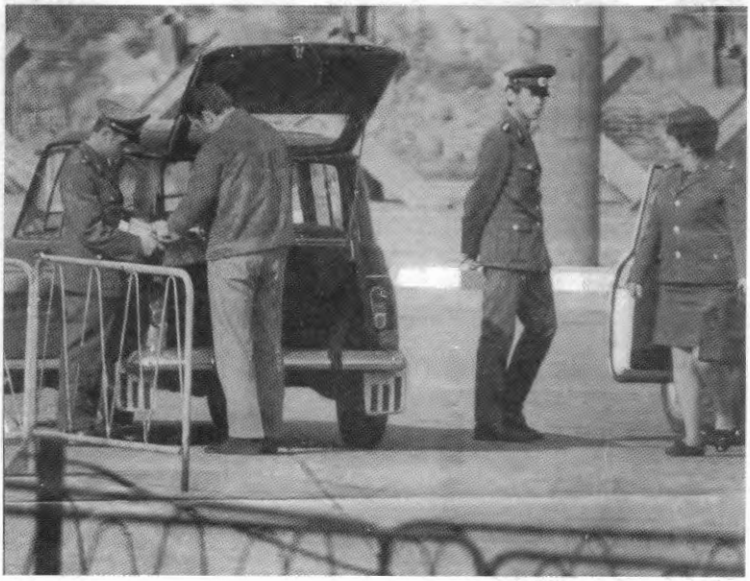

পূর্ব জার্মান সীমান্ত রক্ষীরা ড্রিল ব্যবহার করে মোটর গাড়ীর দরজা ও পার্শ্ব ফুটো করে "নিষিদ্ধ" বাইবেলের সন্ধান করত।

পাস্টর ওয়ার্মব্র্যাণ্ড ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অনেক সভায় বক্তৃতা করে পাশ্চাত্যকে অনুরোধ জানান যেন তারা, "বিশ্বাস বাটীর পরিজন" (গালাতীয় ৬ঃ১০ পদ) দের অবজ্ঞা না করেন। কংগ্রেস সভার সামনে নিজের জামা খুলে নির্যাতনের ক্ষত চিহ্ন দেখান। তিনি কয়েকটা ভাষায় বাক্‌পটু ছিলেন। তিনি রাশিয়ান সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত মণ্ডলী সর্ম্পকে মিথ্যা খবরের উদ্ধৃতি দান করেন।

ফিনল্যান্ডের ভি, ও, এম, মিশন সংস্থা কারারুদ্ধ খ্রীষ্টিয়ানদের স্মরণ করেন (ইব্রীয় ১৩ঃ৩ পদ)।

৭০ দশকের শেষের দিকে-

খ্রীষ্টিয় সাহিত্য নিয়ে যাবার অপরাধে টম হোয়াইটকে কিউবায় ২৪ বৎসর কারাদন্ড দেওয়া হয়। অনেক ভি, ও, এম, কর্মীকে প্রহার, গ্রেফতার, গুলিবিদ্ধ এবং হত্যা করা হয়েছে।

১৯০০ সালে-

সোভিয়েত ইউনিয়নের বন-জঙ্গলে এক গোপন "সান্ডে স্কুল"এ যোগদানের জন্য যাত্রা। আজও ভিয়েতনাম, লাওস, চীন, ভূটান, মধ্যপ্রাচ্য এবং বিভিন্ন অঞ্চলে গোপন সান্ডে স্কুলগুলো মিলিত হয়।

রাশিয়ায় উপচে পড়া মণ্ডলীগুলোতে কথা বলে, রিচার্ড ও সাবিনা তাদের জীবনকালে লৌহ যবনিকার পতন সচক্ষে অবলোকন করেন।

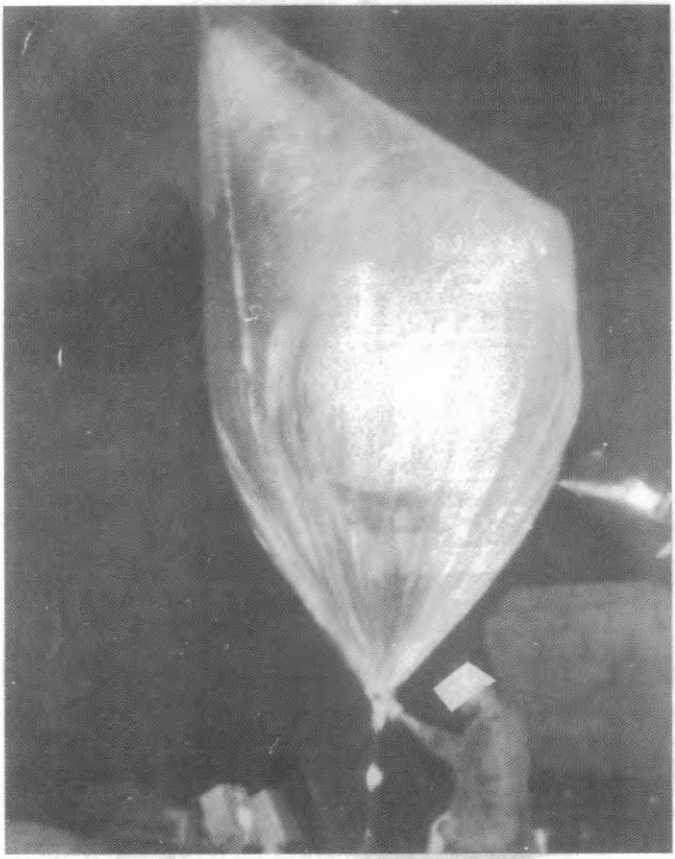

১৯৬৯ সাল-
বেলুনে করে সুসমাচার উত্তর কোরিয়ায় প্রেরণ করা হয়, যে কাজটা ত্রিশ বৎসর পরেও চল্‌ছে।

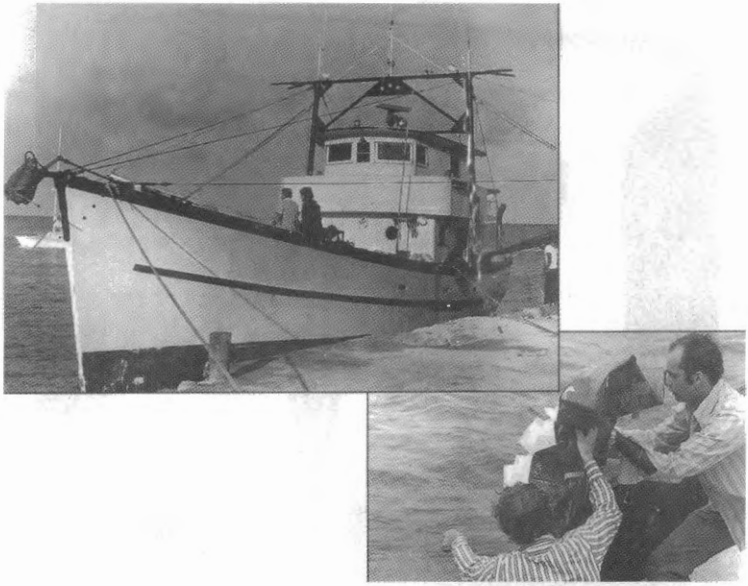

কিউবা-

ফিডেল কাস্ট্রো ১,০০,০০০ বাইবেল নষ্ট করেছিলেন। ভি, ও, এম, কর্মীরা বিমান থেকে এবং বাহকদের মাধ্যমে সমুদ্রে সুসমাচার প্রেরণ করেছিলেন।

১৯৯০ সাল-

ওয়ার্মব্র্যাণ্ডেরা মণ্ডলীগুলোতে ও টেলিভিশনে আমাদের শত্র"দের প্রতি ভালবাসা ও মার বাণী প্রচারের জন্য তাদের মাতৃভূমি রুমানিয়ায় ফিরে গিয়েছিলেন।

যারা খ্রীষ্টিয়ানদের নির্যাতন করে তাদের ধর্মান্তরিত করে আমরা শুধু তাদের শিকারদের মুক্তই করব না, কিন্তু নির্যাতনকারীদেরও মুক্ত করব।

গোপন মণ্ডলী বন্দী দেশগুলোর বন্দী মানুষদের গভীর প্রয়োজনকেই নির্দেশ করে। তাঁকে (গোপন মণ্ডলীকে) সাহায্য করুন।

গোপন মণ্ডলীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো এর ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি আন্ত রিকতা।

একজন পুরোহিত যিনি "জর্জ" নাম ধারণ করে পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাঁর পুস্তকে ঈশ্বরের গোপন ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। ঘটনাটি এরকমঃ

হাঙ্গেরীতে এক রাশিয়ান সৈন্য বাহিনীর ক্যাপ্টেন এক পুরোহিতের কাছে আসলেন এবং তাকে একাকী দেখা করতে বললেন। তরুণ ক্যাপ্টেনটা খুবই রূঢ় ছিলেন এবং বিজয়ী সৈনিক হিসেবে তাঁর ভূমিকা সর্ম্পকে খুব সচেতন ছিলেন। যখন তাঁকে একটা ছোট সভাকক্ষের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয় এবং দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। তিনি দেয়ালে ঝুলানো ক্রুশের দিকে মাথা নাড়লেন।

তিনি পুরোহিতকে বললেন, "আপনি জানেন ঐ জিনিসটা একটা মিথ্যা। এটা আপনাদের পুরোহিতদের একটা প্রবঞ্চনার অংশ যা গরীবদের প্রতারণার জন্য ব্যবহার করা হয় যেন ধনীদের পক্ষে সহজ হয় তাদের অজ্ঞ রাখতে। দেখুন এখানে আমরা একাকী আছি। আমার কাছে স্বীকার করুন যে আপনি কখনও সত্যিকারে বিশ্বাস করেন নি যে, যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।

পুরোহিত হাসলেন, "কিন্তু হায় অভাগা যুবক, নিশ্চয়ই আমি এটা বিশ্বাস করি। এটা সত্য"।

ক্যাপ্টেন চিৎকার করে বললেন, "আমি চাই না আপনি আমার সঙ্গে চালাকি করেন। এটা মারাত্মক ব্যাপার। আমাকে বিদ্রুপ করবেন না"।

তিনি তার পিস্তল বার করে পুরোহিতটার দেহের কাছে ঠেকিয়ে

রাখলেন। "যদি আমার কাছে এটা মিথ্যা বলে স্বীকার না করেন, আমি গুলি করব"।

পুরোহিত বললেন, "আমি তা স্বীকার করতে পারি না, কারণ যে এটা সত্য নয়। আমাদের প্রভু বাস্তবিক ও সত্যিকারেই ঈশ্বরের পুত্র"।

ক্যাপ্টেনটা তার পিস্তল মেঝেতে ফেলে দিল এবং ঈশ্বরের মানুষটাকে আলিঙ্গন করলেন। তাঁর চোখ জলে ভরে উঠলো।

তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন, "এটা সত্য! এটা সত্য! আমিও তাই বিশ্বাস করি। কিন্তু মানুষ যে এই বিশ্বাসের জন্য মরতে পারে তা আমি নিজে না দেখা পর্যন্ত নিশ্চিত ছিলাম না। আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আপনি আমার বিশ্বাসকে সবল করেছেন। এখন আমিও খ্রীষ্টের জন্য মরতে পারি। আর তা কেমন করে করতে হয় আপনি আমাকে তা দেখিয়েছেন।"

আমি একই রকম আরো অনেক ঘটনা জানি। রাশিয়ানরা যখন রুমানিয়া অধিকার করে নেয়, দুজন অস্ত্রধারী রাশিয়ান সৈন্য তাদের হাতে বন্দুক নিয়ে এক গীর্জা ঘরে প্রবেশ করেছিল। তারা বলল, "আমরা তোমাদের ধর্মে বিশ্বাস করি না। যারা অবিলম্বে এটা পরিত্যাগ না করবে তাদের সঙ্গে সঙ্গে গুলি করা হবে। তোমাদের ধর্মকে যারা পরিত্যাগ করতে চাও তারা ডান দিকে যাও। কয়েকজন ডান দিকে চলে গেলেন। তাদেরকে গির্জাঘর ছেড়ে বাড়ী যেতে আদেশ দেয়া হয়েছিল। তারা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেলেন। যখন ঐ রাশিয়ানরা অবশিষ্ট খ্রীষ্টিয়ানদের সঙ্গে একাকী ছিলেন, তারা তাদেরকে আলিঙ্গন করলেন এবং স্বীকার করলেন, "আমরাও খ্রীষ্টিয়ান, কিন্তু যারা শুধুমাত্র সত্যের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত আমরা তাদেরই সাথে সহভাগিতা করতে চেয়েছিলাম।

এই রকম লোকেরা সুসমাচারের জন্য যুদ্ধ করেছিল এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কমিউনিষ্ট দেশগুলোতে আজও যুদ্ধ করছে। তারা শুধু সুসমাচারের জন্য যুদ্ধ করছে না। তারা স্বাধীনতার জন্যও যোদ্ধা।

পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টিয়ানদের অনেক ঘরেই ঘন্টার পর ঘন্টা জাগতিক গানবাজনা শুনে সময় কেটে যায়। আমাদের ঘরেও উচ্চ স্বরে গান বাজনা

শোনা যেতে পারে কিন্তু তা শুধু সুসমাচার সম্পর্কে কথাবার্তা ও গোপন কাজকর্মকে আড়াল করার জন্য যেন প্রতিবাসীরা তা আড়ি পেতে শুনে গোয়েন্দা পুলিশকে অবগত না করে।

গোপন খ্রীষ্টিয়ানরা সেই দুর্লভ মুহূর্তে কতই না আনন্দিত হন যখন তারা পাশ্চাত্যের প্রকৃত একজন খ্রীষ্টিয়ানের সঙ্গে মিলিত হন।

যিনি এই লাইনগুলো লিখ্ছেন তিনি একজন তুচ্ছ মানুষ। আমি তাদেরই কণ্ঠস্বর, যাদের কণ্ঠস্বর নেই ও যাদের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং পাশ্চাত্যে যারা কখনও প্রতিনিধিত্ব করেনি। তাদের নামে আমি বিশ্বাস ও খ্রীষ্টধর্মের সমস্যা সমাধানে অতি গুরুত্ব বজায় রাখতে অনুরোধ করছি। তাদের নামে আজকে কমিউনিষ্ট দেশে ও অন্যান্য বন্দী দেশগুলোর বিশ্বস্ত, দুঃখকষ্ট ভোগকারী গোপন মণ্ডলীর জন্য আমি আপনাদের প্রার্থনা ও বাস্তব সাহায্য অনুরোধ করি।

আমরা কমিউনিষ্টদের জয় করব। প্রথম কারণ, ঈশ্বর আমাদের পক্ষে আছেন। দ্বিতীয় কারণ, আমাদের বার্তা হৃদয়ের গভীরের প্রয়োজন মিটায়।

নাৎসীদের অধীনে যে সমস্ত কমিউনিষ্টরা কারাগারে ছিলেন, তারা আমার কাছে স্বীকার করেছিলেন যে বিপদজনক সময়ে তারা প্রার্থনা করেছিলেন। আমি এমন কি কমিউনিষ্ট অফিসারদেরও মুখে "যীশু, যীশু" বলে মৃত্যুবরণ করতে দেখেছি।

আমরা জয়ী হব এর পিছনে কারণ আছে। রাশিয়ানরা আধুনিক খ্রীষ্টিয়ানদের সমস্ত বই পুস্তক নিষেধ করতে পারে। কিন্তু টলস্টয় এবং দস্তোইভেস্কির বই পুস্তক আছে এবং লোকেরা তার মধ্যে খ্রীষ্টের আলো দেখতে পায়। একইভাবে পূর্ব জার্মানিতে গোথে, পোল্যান্ডে সিনকিউস এবং অন্যান্যদের বই পুস্তক আছে। সাদোভেয়ানু ছিলেন রুমানিয়ান সবচেয়ে বড় লেখক। কমিউনিষ্টরা তাঁর "দ্যা লাইভস অব সেন্টস" (সাধুদের জীবন) বইটা "দ্যা লিজেন্ড অব সেন্টস" (সাধুদের রূপকথা) নামে প্রকাশ করেছিল। কিন্তু এই নামের অধীনেও সাধুদের জীবনের দৃষ্টান্ত তাদের অনুপ্রেরণা দান করে।

তারা চারুশিল্পের ইতিহাস থেকে রাফায়েল মাইকেল এঞ্জেলা এবং লিওনার্দো দা ভিঞ্চির শিল্পকর্মের পুনরোৎপাদন বাতিল করতে পারে না।

যখন আমি একজন কমিউনিস্টের সঙ্গে খ্রীষ্ট সর্ম্পকে কথা বলি, তখন তার হৃদয়ে সবচেয়ে গভীর আত্মিক প্রয়োজন হলো আমি যেন তার বন্ধু ও সাহায্যকারী হই। তার পক্ষে যা সবচেয়ে কষ্টকর তা হলো আমার যুক্তিতর্কের উত্তর না করা। তার পক্ষে যা সবচেয়ে কষ্টকর তা হলো নিজের বিবেকের কণ্ঠ রোধ করা, এ বিষয়টাই আমার পক্ষে আছে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী অধ্যাপকদের জানি, যারা নাস্তিকতা সম্বন্ধীয় বক্তৃতা দেবার পূর্বে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন যেন ঈশ্বর তাদের এতে সাহায্য করেন। কমিউনিষ্টরা গোপন সভায় যোগ দেবার জন্য দূরে যান- আমি তা জানি। যখন তারা ধরা পরেন তখন তারা যে গোপন সভায় ছিলেন তা অস্বীকার করেছিলেন। পরে তারা কেঁদেছিলেন, যে কারণে বাধ্য হয়েছিলেন সভায় যোগ দিতে, সেই বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে থাক্‌বার সাহস না পাওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। তারাও তো মানুষ।

যখন কেউ একবার বিশ্বাসে উপনীত হয়- এমনকি সেই বিশ্বাস যদি অগভীরও হয়, এই বিশ্বাস বিকাশ ও বৃদ্ধি লাভ করবে এবং আমরা নিশ্চিত যে, এটা বিজয়ী হবে, কারণ গোপন মণ্ডলীতে আমরা এটাকে বার বার বিজয়ী হতে দেখেছি।

খ্রীষ্ট কমিউনিষ্ট এবং অন্যান্যদের (বিশ্বাসের শত্রু) ভালবাসেন। তাদেরকে খ্রীষ্টের জন্য জয় করা যেতে পারে এবং অবশ্যই জয় করতে হবে। খ্রীষ্টের আকাঙ্খা কে না পূর্ণ করতে চায়? সেই কারণই সমস্ত মানব জাতির আত্মার পরিত্রাণ গোপন মণ্ডলীর কাজের মধ্যে হয়েছে। যীশু বলেছিলেন, "সমস্ত জাতিকে শিক্ষা দেও"। তিনি কখনও বলেন নি যে সুসমাচার প্রচারের জন্য সরকারী অনুমতি প্রয়োজন। ঈশ্বর ও মহান আদেশের প্রতি বিশ্বস্ততা আমাদের বিধিনিষেধ আরোপিত দেশ সমূহের লোকজনদের সীমা ছাড়িয়ে যেতে বাধ্য করে।

সেখানকার গোপন মণ্ডলীর সঙ্গে কাজ করে আমরা তাদের নাগাল পেতে পারি।

গোপন মণ্ডলীর উপাদান

তিনটা দল গোপন মণ্ডলী গঠন করে। প্রথম দলে হাজার হাজার প্রাক্তন পালক এবং পুরোহিত আছেন যারা তাদের মণ্ডলী এবং তাদের জনগণ থেকে বিতারিত হয়েছেন, কারণ তারা সুসমাচারের সঙ্গে আপোষ করেন নি। ঐ রকম অনেক পালক এবং পুরোহিতকে ধর্ম বিশ্বাসের জন্য বছরের পর বছর কারাবন্দী ও নির্যাতিত হতে হয়েছে। তারা ছাড়া পেয়েছেন- এবং অবিলম্বে তাদের পরিচর্যা কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে- গোপন মণ্ডলীতে গোপনে ও কার্যকরীভাবে পরিচর্যা কাজ করে যাচ্ছেন।

নির্যাতন সব সময়ই একজন ভাল খ্রীষ্টিয়ান, একজন সাক্ষ্যমর খ্রীষ্টিয়ান, একজন ভাল আত্মা জয়কারী খ্রীষ্টিয়ান উৎপন্ন করেছে।

যদিও কমিউনিষ্ট ও অন্যান্য সরকার তাদের গির্জা বন্ধ করেছিলেন অথবা তাদের পালকদের (তাদের বিশ্বাস) সেখানে বহাল করেছিলেন। গোপন খেত-খামারে, চিলে কোঠায়, মাটির নীচ তলায়, রাতের বেলা মাঠে- অথবা যে কোন স্থানে গোপনে মিলিত হওয়া কাজকর্মের চেয়ে এই সমস্ত পালকেরা বেশী কার্যকর কাজ করতেন। এই সমস্ত লোকেরা "সাক্ষ্যমর" যারা তাদের পরিচর্যা কাজ বন্ধ করবেন না এবং তারা পুনরায় গ্রেফতার হন ও আরও বেশী নির্যাতনের ঝুঁকি গ্রহণ করেন।

গোপন মণ্ডলীর দ্বিতীয় অংশ হলো নিবেদিত সাধারণ মানুষের এক বিরাট দল। পৃথিবীতে পাঁচ জনের মধ্যে একজন কমিউনিষ্ট চীনে বাস করে, যেখানে হাজার হাজার সাধারণ খ্রীষ্টিয়ান অনুমতি ছাড়াই সুসমাচার প্রচার করেন। নির্যাতন সব সময়ই একজন ভাল খ্রীষ্টিয়ান, একজন সাক্ষ্যদানকারী খ্রীষ্টিয়ান, একজন ভাল আত্মাজয়কারী খ্রীষ্টিয়ান উৎপন্ন করেছে। কমিউনিষ্ট নির্যাতন কমিউনিষ্টদের জন্য খারাপ হয়েছে এবং এর ফলে প্রকৃত ও নিবেদিত খ্রীষ্টিয়ানদের উদ্ভব হয়েছে যা মুক্ত দেশগুলোতে সচরাচর দেখা যায় না। কি করে একজন খ্রীষ্টিয়ান হয়ে তাদের সংস্পর্শে আসা মানুষের আত্মাকে জয় করতে চান না, এ লোকেরা তা বুঝতে পারে।

"রেডস্টার" (রাশিয়ান সেনা সংবাদপত্র) খ্রীষ্টিয়ানদের আক্রমণ করে বলেছিল, "খ্রীষ্টের উপাসনাকারীরা প্রত্যেকের উপর তাদের লোলুপ থাবা বিস্তার করতে চায়"। কিন্তু তাদের দীপ্তিমান খ্রীষ্টিয় জীবন তাদের গ্রামবাসী এবং প্রতিবাসীদের ভালবাসা ও সম্মান লাভ করেছিল। গ্রামে কিম্বা শহরে খ্রীষ্টিয়ানেরা সবচেয়ে পছন্দের ও প্রিয় মানুষ ছিলেন। যখন কোন মা খুব অসুস্থ হয়ে তাঁর সন্তানদের যত্ন নিতে পারতেন না, সেই সময় খ্রীষ্টিয়ান মা আসতেন এবং তাদের দেখাশুনা করতেন। যখন কোন লোক খুব অসুস্থ হওয়ায় তার কাঠ কাটতে পারত না, সেই সময় খ্রীষ্টিয়ান লোক তার জন্য কাজটা করে দিত। তারা তাদের খ্রীষ্টিয় ধর্মে জীবন যাপন করতেন এবং যখন তারা খ্রীষ্টের জন্য সাক্ষ্য দিতে শুরু করেছিলেন, লোকেরা তাদের কথা শুনেছিলেন ও বিশ্বাস করেছিলেন- কারণ তারা তাদের জীবনে খ্রীষ্টকে দেখেছিলেন। লাইসেন্স প্রাপ্ত পুরোহিত ছাড়া অন্য কেউ সরকারী গির্জাঘরে কথা বলতে পারেন না সেই হেতু লক্ষ লক্ষ আগ্রহী নিবেদিত খ্রীষ্টিয়ানেরা কমিউনিষ্ট বিশ্বের আনাচে কানাচে, হাট-বাজারে, গ্রামে, পানির পাম্পে- যেখানেই তারা যান, সেখানেই আত্মা জয় করেন, সাক্ষ্যদান করেন এবং পরিচর্যা করেন। কমিউনিষ্ট সংবাদপত্র স্বীকার করেছিল যে খ্রীষ্টিয়ান কসাইরা মাংস বিক্রয়ের মোড়ক হিসাবে সুসমাচারের পুস্তিকা পাচার করেছিল। কমিউনিষ্ট প্রকাশনা স্বীকার করেছিল যে, কমিউনিষ্ট ছাপাখানা গুলোতে ক্ষমতা প্রাপ্ত খ্রীষ্টিয়ান কর্মচারীরা রাত্রে গোপনে ছাপাখানার ভিতরে প্রবেশ করে ছাপাখানা চালু করে কয়েক হাজার খ্রীষ্টিয় পুস্তিকা ছাপিয়ে নিত এবং সূর্য উদয়ের পূর্বে তা আবার তালাবদ্ধ করে দিত। কমিউনিষ্ট প্রকাশনা আরো স্বীকার করেছিল যে মস্কোর খ্রীষ্টিয়ান ছেলে-মেয়েরা "কিছু উৎস" থেকে সুসমাচার পেয়ে তা হাতে লিখে কপি করেছিল। ছেলে-মেয়েরা পরবর্তীতে তাদের স্কুলে শিক্ষকদের কামরায় রাখা শিক্ষকদের ওভার কোটের পকেটে সেগুলো রেখে দিত। ইতিমধ্যে প্রত্যেকটা কমিউনিষ্ট দেশে সাধারণ নারী পুরুষের বিশাল দল খুব শক্তিশালী, কার্যকরী আত্মাজয়কারী মিশনারী হিসাবে কাজ করছে।

কমিউনিষ্টরা যে নির্যাতন দিয়ে বিশ্বাসীদের ধ্বংস করতে চেয়েছিল, সেই নির্যাতনের আগুনেই লক্ষ লক্ষ নিবেদিত, বিশ্বস্ত ও উৎসাহী বিশ্বাসীরা পরিশোধিত হয়েছে।

কমিউনিষ্ট কিউবায় সরকারী হয়রানি সত্ত্বেও হাজার হাজার গৃহ মণ্ডলীর উৎপত্তি হয়েছে। কিউবার সার্বজনীন পরিষদ প্রধানতঃ মার্ক্সবাদী মণ্ডলীর নেতাদের দ্বারা গঠিত।

গোপন মণ্ডলীর তৃতীয় অপরিহার্য অংশ হলো সরকার নিয়ন্ত্রিত "নীরব" মণ্ডলী সমূহের বিশ্বস্ত পালক বর্গের বিশাল দল। গোপন মণ্ডলী সরকারী মণ্ডলী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির নয়। পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী এবং প্রাক্তন যুগোশ্লাভিয়ায় কমিউনিষ্ট রাজত্বের সময় সরকারী মণ্ডলীর অনেক পালক গোপনে গোপন মণ্ডলীতে কাজ করেছিলেন। আজও কোন কোন দেশে এই দুটির মধ্যে এমন সম্পর্ক আছে। এই পালকদের তাদের ক্ষুদ্র এক কামরা বিশিষ্ট গির্জাঘরের বাইরে খ্রীষ্ট সম্বন্ধে কথা বলতে অনুমতি দেওয়া হয় না। তাদের ছেলে-মেয়েদের ও তরুণদের সভা করার অনুমতি দেওয়া হয় না। নন-খ্রীষ্টিয়ানেরা আসতে ভয় পান। মণ্ডলীর অসুস্থ সদস্যদের জন্য তাদের বাড়ীতে প্রার্থনা করার অনুমতি পালকেরা পান না। কমিউনিষ্ট বিধি নিষেধের বেড়াজাল তাদের সব দিকে আবদ্ধ করে তাদের মণ্ডলীকে অর্থহীন করেছে।

পালকদের তাদের ক্ষুদ্র এক কামরা বিশিষ্ট গির্জাঘরের বাইরে খ্রীষ্ট সম্বন্ধে কথা বলতে অনুমতি দেওয়া হয় না।

অনেক সময় এই পালকেরা নিয়ন্ত্রণের সম্মুখীন হয়ে "ধর্মীয় স্বাধীনতার" ছলনায় সাহসের সঙ্গে নিজেদের স্বাধীনতার ঝুঁকি নিয়ে এক সমান্তরাল গোপন পরিচর্যা চালিয়ে যান যা সরকারী বাধা নিষেধের অনেক বাইরে চলে। এই পালকেরা গোপনে ছেলে-মেয়ে ও তরুণদের পরিচর্যা করে থাকে। মধ্য প্রাচ্যে, উত্তর আফ্রিকা এবং এশিয়ায় গোপনে খ্রীষ্টিয়ান বাড়ী এবং মাটির তলায় সুসমাচার প্রচার করেন। তারা ক্ষুর্ধাত আত্মাদের জন্য গোপনে খ্রীষ্টিয় সাহিত্য গ্রহণ ও বিতরণ করেন। তারা তাদের স্বাধীনতার ঝুঁকি নিয়ে সরকারী বাধানিষেধ অবজ্ঞা করে গোপনে তাদের চারপাশে ক্ষুর্ধাত আত্মাদের পরিচর্যা করেন। উপরে উপরে বাধ্য ও অনুগত দেখিয়ে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গোপনে ঈশ্বরের বাক্য ছড়ান। এই

রকম অনেকেই ধরা পড়ে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নে গ্রেফতারকে বরণ করেছেন এবং কয়েক বছরের কারাদণ্ড ভোগ করেছেন।

আজ আরো অনেক নারী পুরুষকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। তারা নিয়ন্ত্রিত দেশ সমূহের গোপন মণ্ডলীর অপরিহার্য অংশ।

প্রাক্তন পুরোহিত যারা তাদের মণ্ডলী থেকে বহিষ্কৃত ও সরকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা নির্যাতিত, সাধারণ মণ্ডলী এবং সরকারী পালকেরা যারা তাদের অনুমোদিত কাজের চেয়ে গোপনে অনেক বড় ও ব্যাপক পরিচর্যা কাজ পরিচালনা করেন- তারা সকলেই গোপন অথবা "বেসরকারী" মণ্ডলীতে কাজ করছেন। কমিউনিষ্ট মতবাদ ও অন্যান্য মতবাদ পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত গোপন মণ্ডলী টিকে থাকবে। কোন কোন দেশে এক অংশ অন্য অংশের চেয়ে বেশী কার্যকরী- কিন্তু সেখানে সকলে খ্রীষ্টের জন্য বিরাট ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

একজন যিনি সচারাচর কমিউনিষ্ট দেশগুলোতে যাত্রা করেন এবং ধর্মীয় বিষয়ে খুবই আগ্রহশীল, তিনি ফিরে আসলেন এবং লিখলেন যে, গোপন মণ্ডলীর সঙ্গে তার কখনই দেখা হয় নি।

এটা মধ্য আফ্রিকায় অশিক্ষিত জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ভ্রমণ করার মত এবং ফিরে এসে বলা", আমি সম্পূর্ণভাবে খুঁজেছি। আমি তাদের সকলকেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, তারা গল্পাকারে কথা বলে কি না। তারা সকলেই আমাকে বলেছিল যে না তারা বলে না। সত্য কথা এই যে তারা সকলে না জেনে গল্পাকারে কথা বলে অর্থাৎ তারা যা বলে তা হলো গল্প।

প্রথম কয়েক দশকের খ্রীষ্টিয়ানেরা জানত না যে, তারা খ্রীষ্টিয়ান। আপনারা যদি তাদের ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন, তারা আপনাদের উত্তর দিতেন যে তারা যিহুদী, ইস্রায়েলীয়, মশীহরূপী যীশুতে বিশ্বাসী, ভ্রাতৃবর্গ, সাধু, ঈশ্বরের সন্তান। তাদেরকে বহু পরে অন্যেরা আন্তখিয়াতে সর্ব প্রথম "খ্রীষ্টিয়ান" নাম দিয়েছিলেন।

লুথারের কোন অনুগামী জানতেন না যে তিনি একজন লুথারেন। লুথার বলিষ্ঠ ভাবে এই নামের বিপক্ষে প্রতিবাদ করেছিলেন।

কমিউনিষ্ট এবং প্রাচ্যের ধর্মীয় অবস্থার পশ্চিমা গবেষণাকারীরা কমিউনিষ্ট দেশগুলোতে স্বতঃস্ফুর্তভাবে গঠিত এক গোপন সংগঠনকে এই "গোপন মণ্ডলী" নাম দিয়েছেন। গোপন মণ্ডলীর সদস্যরা তাদের সংগঠনকে এই নামে ডাকে না। তারা নিজেদেরকে খ্রীষ্টিয়ান, বিশ্বাসী বা ঈশ্বরের সন্তান বলে ডাকেন। কিন্তু তারা একটা গোপন কাজ পরিচালনা করেন, তারা গোপনে মিলিত হন, তারা গোপন সভাগুলোতে সুসমাচার প্রচার করেন, সেই রকম সভায় কোন কোন সময় বিদেশীরা উপস্থিত থাকেন যারা দাবী করেন যে তারা গোপন মণ্ডলী দেখেন নি। শত্রু এবং বাইরের যারা ভাল দৃষ্টিতে এই আশ্চর্য গোপন সংগঠনকে দেখেন তারাই এই পূর্নাঙ্গ নামটা দিয়েছেন।

আপনি বৎসরের পর বৎসর পাশ্চাত্যের সর্বত্র পরিভ্রমণ করতে পারেন তথাপি কোন আর্ন্তজাতিক গুপ্তচর চক্রজালের সাক্ষাত পাবেন না, তার অর্থ এই নয় যে গুপ্তচর চক্রজালের অস্তিত্ব নাই। এটা এত মূর্খ নয় যে কৌতূহলী ভ্রমণকারীদের সামনে তা দেখাবে।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমি কয়েকটা প্রবন্ধের উদ্ধৃতি দিব যা কয়েক দশক আগে সোভিয়েত প্রকাশনা কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল যা এই সাহসী গোপন মণ্ডলীর অস্তিত্ব এবং তার ক্রমবর্ধমান গুরুত্বকে প্রমাণ করে।

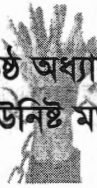

৬ষ্ঠ অধ্যায়
খ্রীষ্ট ধর্ম কিভাবে কমিউনিষ্ট মতবাদকে পরাস্ত করছে

সোভিয়েট সেনাবাহিনী এবং কমিউনিষ্ট রুমানিয়ায় গোপনে খ্রীষ্টের বাণী ছড়াবার জন্য আমাদের নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলেছি। কমিউনিষ্ট এবং তাদের দ্বারা অত্যাচারিত জনগণের কাছে খ্রীষ্টকে প্রচারে সাহায্য করার জন্য আমি আপনাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ করেছি। আমার এই আহ্বান কি অবাস্তব এবং অকার্যকরী? না কি নির্ভরযোগ্য?

কমিউনিষ্ট এশিয়া এবং অন্যান্য বন্দী দেশগুলোতে কি গোপন মণ্ডলীর অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান? সেখানে কি গোপন কাজকর্ম এখনও সম্ভব?

খুব ভাল খবর দিয়ে আমরা এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি।

কমিউনিষ্টরা কমিউনিষ্ট শাসনের অর্ধশতাব্দী পূর্তির অনুষ্ঠান ভালভাবে উৎযাপন করেছিল। কিন্তু তাদের বিজয় ছিল পরাজয়। কমিউনিষ্ট মতবাদ নয় খ্রীষ্ট ধর্মই বিজয়ী হয়েছে। আমাদের সংগঠনগুলো ভাবত যে, রাশিয়ান প্রকাশনা গোপন মণ্ডলী সম্পর্কে প্রচারণায় পরিপূর্ণ ছিল। রাশিয়ান গোপন মণ্ডলী এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, তা প্রায় প্রকাশ্যে কাজকর্ম করত যা কমিউনিষ্টদের চিন্তাগ্রস্ত করে তুলতো। আর এখন প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়নের বর্তমান নেতৃত্ব কমিউনিষ্ট প্রকাশনার সংবাদ বিবরণকে সত্য বলে স্বীকার করে।

আজ পৃথিবীর চারপাশে গোপন মণ্ডলী হলো একটা বরফের স্তূপের মত। এর অধিকাংশটাই পানির নিচে থাকে কিন্তু প্রায় একটা ক্ষুদ্র অংশ অনাবৃত থেকে কাজ করে।

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আমি বিংশ শতাব্দীতে তাদের কিছু কাজ কর্মের সংক্ষিপ্ত সংকলন সংরক্ষণ করেছি।

১৯৬৬ সাল ৭ই নভেম্বরে সুহুমিতে (ককেশাস)- গোপন মণ্ডলীর সভা খোলা আকাশের নিচে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভায় যোগদানের জন্য অন্যান্য

শহর থেকে অনেক বিশ্বাসীরা এসেছিলেন। প্রচার শেষে যখন আহবান করা হল তখন সাতচল্লিশ জন তরুণ তরুণী খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছিল এবং বাইবেলের সময়ের ঘটনার মত তারা কৃষ্ণ সাগরের তীরে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল।

কয়েক দশক কমিউনিষ্ট একনায়কতন্ত্রের শাসনের পর গোপন মণ্ডলীর কোন বাইবেল, অন্যান্য খ্রীষ্টিয় বই পুস্তক, ধর্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠান ছিল না এবং তাদের ধর্মতত্ত্ব প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পুরোহিতও ছিল না। কিন্তু পরিচারক ফিলিপের কোন প্রশিক্ষণ ছিল না তথাপি একজন নপুংসক, যার সঙ্গে তিনি সম্ভবত এক ঘন্টা কথা বলেছিলেন আর তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এই দেখুন, জল আছে, আমার বাপ্তাইজিত হইবার বাধা কি? ফিলিপ কহিলেন সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত যদি বিশ্বাস করেন, তবে হইতে পারেন। আর ফিলিপ ও নপুংসক উভয়ে জল মধ্যে নামিলেন এবং ফিলিপ তাঁহাকে বাপ্তাইজিত করিলেন" (প্রেরিত ৮ঃ৩৬-৩৮ পদ)।

কৃষ্ণ সাগরে যথেষ্ট পানি আছে, সুতরাং গোপন মণ্ডলী বাইবেলের সময়ের সেই রীতি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজ যদিও কমিউনিষ্ট পার্টি আর রাশিয়ায় শাসন করছে না তবুও অনেক প্রাক্তন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে খ্রীষ্টিয়ানেরা নির্যাতনের সম্মুখীন হচ্ছেন।

১৯৬৬ সাল, ২৩শে আগষ্ট 'উচিটেলস্কাইয়া গেজেটা'য় (শিক্ষকদের পত্রিকা) প্রকাশিত যে, ব্যাপ্টিষ্টরা রস্টভ-অন-ডন এর রাস্তায় এক বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করেছিল, যারা তাদের জনগণের নাম তালিকাভূক্ত করতে ও কমিউনিষ্ট কর্তৃক নির্বাচিত তথাকথিত নেতাদের মান্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।

এটা পহেলা মে দিবসে ঘটেছিল। যীশু যেমন ফরীশীদের বাধা উপেক্ষা করে সাব্বাত দিনে অলৌকিক কাজ করেছিলেন, গোপন মণ্ডলী ও কোন কোন সময় কমিউনিষ্ট নিয়ম নীতিকে অবজ্ঞা করার জন্য কমিউনিষ্ট অনুষ্ঠানের দিন গুলো বেছে নিত। পহেলা মে একটা উৎসবের দিন এই দিনে কমিউনিষ্টরা সব সময়ই বড় শোভাযাত্রা করে থাকে এবং তাতে প্রত্যেকের

যোগদান বাধ্যতা মূলক করা হয়। এই দিনে রাশিয়ার দ্বিতীয় বৃহৎ শক্তি গোপন মণ্ডলীও রাস্তায় বের হয়েছিল।

দেড় হাজার বিশ্বাসীরা এসেছিলেন। ঈশ্বরের ভালবাসা তাদের আসতে বাধ্য করেছিল। তারা জানতেন যে তারা তাদের স্বাধীনতার ঝুঁকি নিয়েছিল এবং তাদের জন্য কারাগারে অনাহার ও নির্যাতন অপেক্ষা করেছিল।

বার্ণাউলের ইভানজেলিক্যাল খ্রীষ্টিয়ানদের দ্বারা মুদ্রিত "গোপন ঘোষণাপত্র"কে রাশিয়ার সব বিশ্বাসীরা জানত। সেখানে উল্লেখ আছে, কিভাবে কুলুন্দা গ্রামের মারা নামক ভগ্নি সংবাদ পেয়েছিল কারাগারে তার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি চারজন ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে সহ বিধবা হয়েছিলেন। তিনি যখন তাঁর স্বামীর মরদেহ গ্রহণ করেছিলেন, তিনি তার হাতে হাতকড়ার ছাপ দেখেছিলেন। তাঁর হাত, আঙ্গুল এবং পায়ের তলা ভয়ানক ভাবে পোড়া ছিল। তাঁর পেটের নীচের অংশে চাকু মারার চিহ্ন ছিল। ডান পা ফোলা ছিল। উভয় পায়ে প্রহারের চিহ্ন ছিল। সমস্ত শরীরে ভয়ঙ্কর নির্যাতনের ফলে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল।

রস্টভ-অন-ডনের জনগণের মিছিলে যোগদানকারী প্রত্যেক বিশ্বাসীই জানত যে তাঁর ভাগ্যেও এমন হতে পারে। তথাপি তারা এসেছিলেন।

তারা এও জানতেন যে এই সাক্ষ্যমর, যিনি ধর্মান্তরিত হবার তিন মাস পর ঈশ্বরের জন্য নিজের জীবন দিয়েছিলেন, এক বিশাল বিশ্বাসী জনতার সামনে তাকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল যাদের হাতে এই প্রচারপত্রগুলো ধরা ছিলঃ

"কেননা আমার পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট, এবং মরণ লাভ" (ফিলিপীয় ১ঃ২১ পদ)।

"আর যাহারা শরীর বধ করে, কিন্তু আত্মা বধ করিতে পারে না, তাহাদিগকে ভয় করিও না" (মথি ১০ঃ২৮ পদ)।

"তখন আমি দেখিলাম, বেদির নীচে সেই লোকদের প্রাণ আছে, যাহারা ঈশ্বরের বাক্য প্রযুক্ত নিহত হইয়াছিলেন" (প্রকাশিত বাক্য ৬ঃ৯ পদ)।

সাক্ষ্যমরের এই দৃষ্টান্ত রস্টভ-অন-ডনের লোকদের অনুপ্রাণিত করেছিল। তারা একটা ছোট ঘরের পাশে জমায়েত হয়েছিল। চারিদিকে লোকজন ছিল- সক্কেয়র মত কিছু লোক নিকটবর্তী বাড়ির ছাদে ও অন্যরা গাছের উপরে ছিল। আশিজন লোক ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন, বেশীর ভাগই যুবক ছিলেন। এই সংখ্যার মধ্যে তেইশ জন ছিলেন প্রাক্তন কম্সমল (কমিউনিষ্ট তরুণ সংগঠনের সদস্য)।

খ্রীষ্টিয়ানেরা সারা শহর পায়ে হেঁটে অতিক্রম করে ডন্ নদীর কাছে পৌছিল, যেখানে নতুন বিশ্বাসীরা বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন।

শীঘ্রই গাড়ি ভর্তি কমিউনিষ্ট পুলিশ এসে পৌছাল। পুলিশ নদীর তীরে বিশ্বাসীদের ঘিরে ধরে দায়িত্ব প্রাপ্ত পুরোহিত ভ্রাতৃবর্গকে গ্রেফতার করতে চেয়েছিল। (কারণ তারা জানত পনের শ' লোকের সকলকে গ্রেফতার করতে পারবে না)। বিশ্বাসীরা তাৎক্ষণিক ভাবে হাঁটু গেড়ে একাগ্র প্রার্থনায় রত হয়ে ঈশ্বরের কাছে বিনতি করেছিলেন, যেন তিনি তাদের রক্ষা করেন ও সেই দিনে উপাসনা করার সুযোগ দান করেন। পরে ভ্রাতা ভগ্নিগণ কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে পুরোহিত ভ্রাতৃগণকে ঘিরে রেখে ছিলেন (যারা উপাসনা পরিচালনা করেছিলেন) যেন তাদের পুলিশ গ্রেফতার করতে না পারে। পরিস্থিতি খুবই উত্তেজনা পূর্ণ ছিল।

উচিটেলস্কাইয়া গেজেটা অভিযোগ করেছিল যে রস্টভের "নিষিদ্ধ" ব্যাপ্টিষ্ট সংগঠনের একটা গোপন ছাপাখানা ছিল। (রাশিয়ায় ব্যাপ্টিষ্ট শব্দটা ইভানজিক্যাল ও পেন্টিকস্টাল এর অর্ন্তভূক্ত করে) এই গোপন প্রকাশনায় তরুণদের বিশ্বাস বজায় রাখতে বলা হয়েছে এবং খ্রীষ্টিয়ান অভিভাবকদের যা বলা হয়েছিল যেন, ছেলেমেয়েদের সমাধি অনুষ্ঠানে যোগদান করতে নিয়ে যাওয়া হয় যাতে তারা ক্ষণস্থায়ী (জাগতিক নশ্বর জীবন) বিষয়ে দুঃচিন্তা না করার শিক্ষা পায়"। পিতামাতাদেরও নাস্তিক-বাদের প্রতিষেধক হিসাবে তাদের ছেলে-মেয়েদের খ্রীষ্টিয়ান ধর্মীয় শিক্ষা দান করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল, কারণ কমিউনিষ্ট স্কুলগুলোতে নাস্তিকবাদ শিক্ষা দিয়ে তাদের বিষাক্ত করা হয়েছিল।

উচিটেলস্কাইয়া গেজেটা এই জিজ্ঞাসা করে প্রবন্ধটা শেষ করেছিল, "শিক্ষকেরা কেন এত ভীরু ভাবে এমন সব পারিবারিক জীবনে মিশে যেখানে ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় নির্বুদ্ধিতা শেখানো হয়?"

এই শিক্ষকদের পত্রিকায় আরও বিবরণ ছিল গোপন কার্যকারী, যারা গোপনে বাপ্তিস্ম নিয়েছিল, বিচারে তাদের প্রতি কি ঘটেছিল ঃ "এই তরুণ বয়স্ক বিশ্বাসীরা সাক্ষী বলে পরিচিত, তারা কমিউনিষ্ট বিচারালয়কে অবজ্ঞা ও ঘৃণা করতেন। তারা রাগান্বিত ও ধর্মান্ধ আচরণ করতেন। তরুণ মহিলা দর্শকেরা প্রতিবাদীদের শ্রদ্ধা ও নাস্তিকবাদী জনতাকে ঘৃণার চোখে দেখত"।

গোপন মণ্ডলীর সদস্যরা প্রহার ও কারাদন্ডের ঝুঁকি নিয়ে রাশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধান কার্যালয়ের সামনে অধিকতর ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য আবেদন করেছিল।

আমাদের কাছে একটা দলিল আছে যা গোপন পথে পাচার হয়ে পাশ্চাত্যে চলে এসেছিল। এই দলিলটা সোভিয়েত ইউনিয়নের ইভানজেলিক্যাল ব্যাপ্টিষ্ট চার্চের নিষিদ্ধ কমিটি থেকে পাওয়া (যা কমিউনিষ্ট নিয়ন্ত্রিত "ব্যাপ্টিষ্ট সংঘের" বিরোধী বিশ্বাসঘাতক কারেভ কর্তৃক পরিচালিত, যিনি খ্রীষ্টিয়ানদের গণহত্যাকারী কমিউনিষ্ট মানবতার প্রশংসা করেছিলেন এবং কমিউনিষ্ট রাজত্বের স্বাধীনতার আলোকপাত করেছিলেন)।

এই গোপন দলিলে আর একটা সাহসী জনতার বিক্ষোভের কথা আমাদের বলা হয়- এটা মস্কোতে ঘটেছিল। আমি এই ঘোষণাপত্র থেকে অনুবাদ করিঃ

জরুরী পত্র

প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ, আমাদের পিতা ঈশ্বর ও আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হইতে তোমাদের উপরে আশীর্বাদ এবং শান্তি বর্তুক। আমরা দ্রুত আপনাদের জানাচ্ছি যে, ১৬ই মে ১৯৬৬ সাল ইভানজেলিক্যাল ব্যাপ্টিষ্ট মণ্ডলীর পাঁচশত সংখ্যক সদস্য মস্কোতে যাত্রা করেছিলেন, যারা কেন্দ্রীয়

শক্তি সংগঠন গুলোতে হস্তক্ষেপ করার জন্য সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ভবনে একটা অনুরোধ রাখা ও জ্ঞাত করার জন্য গিয়েছিলেন।

আমরা মহাসচিব ব্রেজনেভকে উদ্দেশ্য করে লেখা একটা আবেদন জমা দিয়েছিলাম।

ঘোষণাপত্রে আরো উল্লেখ ছিল যে, পাঁচশত লোক ভবনটার সামনে সারা দিন দাঁড়িয়েছিল। মস্কোতে এটাই কমিউনিষ্ট বিরোধী প্রথম গণবিক্ষোভ ছিল। গোপন মণ্ডলী এর প্রতিনিধিত্ব করেছিল। দিনের শেষে ব্রেজনেভকে উদ্দেশ্য করে লেখা দ্বিতীয় দরখাস্তটা জমা দেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে তারা একজন নির্দিষ্ট কমরেড স্টগানোভের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল যে তাদের অনুরোধ ব্রেজনেভের কাছে প্রেরণ করতে অস্বীকৃতি ও তাদের ভীতি প্রদর্শণ করেছিল।

পাঁচশত প্রতিনিধি সারারাত বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল। যদিও মৌখিকভাবে তাদের অপমানিত করা হয়েছিল, চলমান গাড়ি তাদের দিকে কাদা ছিটকিয়ে দিয়েছিল। তথাপি তারা সকাল পর্যন্ত কমিউনিষ্ট পার্টি ভবনের সামনে অবস্থান করেছিল।

পরবর্তী দিন অধঃস্তন কমিউনিষ্ট অফিসারদের সঙ্গে পাঁচশত ভ্রাতাদের সাক্ষাতের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা জানতো যে ভ্রাতারা সাক্ষী না রেখে কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে দেখা করতে ভিতরে প্রবেশ করলে তারা প্রহারিত হবেন, তাই এই বিশ্বাসীরা সর্ব সম্মতিক্রমে ভিতরে প্রবেশে অসম্মতি জানিয়ে ব্রেজনেভের দ্বারা আমন্ত্রিত হবার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলো।

তারপর অনিবার্য যা ঘটবার তাই ঘটলো। দুপুর বেলা ১টা ৪৫ মিনিটের সময় আঠাশটা বাস আসলো এবং বিশ্বাসীদের উপর নির্মম প্রতিশোধ শুরু হয়েছিল। "আমরা পরস্পর হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে গান গেয়েছিলাম, "আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন হলো যেদিন আমরা ক্রুশ বহন করি"। তরুণ ও বৃদ্ধ সবাইকে গোয়েন্দা পুলিশ প্রহার করতে শুরু করেছিল। লাইনের সারি থেকে তারা লোকদের সরিয়ে মুখমণ্ডলে ও মাথায়

আঘাত করে পিচঢালা রাস্তার উপর ছুড়ে ফেলে দিল। তারা ভ্রাতৃগণের কয়েক জনকে চুল ধরে টেনে বাসে নিয়ে যেতে চেষ্টা করলে তাদেরকে প্রহার করে অজ্ঞান করে দেওয়া হয়েছিল। বাসগুলোতে বিশ্বাসীদের পূর্ণ করে, পুলিশ তাদের অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গিয়েছিল। গোয়েন্দা পুলিশের বাস থেকে ভ্রাতা ও ভগ্নিদের গান শোনা যাচ্ছিল। বিস্তর লোকের সামনে এই সমস্ত ঘটেছিল।

এর পর ভাল একটা কিছু ঘটেছিল। পাঁচশত লোকের গ্রেফতার ও নিশ্চিত নির্যাতনের পর ভ্রাতা জি ভিন্স এবং অপর প্রধান ভ্রাতা, নাম হোরেভ (খ্রীষ্টের পালের সত্যিকার পালক দ্বয়) তখনও সাহস করে সেই একই কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে গিয়েছিলেন- যেমনটা যোহন বাপ্তাইজকের গ্রেফতারের পর, ঐ একই স্থান থেকে, যোহন বাপ্তাইজক যে কথা বলে শাস্তি পেয়েছিলেন, যীশু সেই কথা বলে তাঁর প্রকাশ্য প্রচার শুরু করেছিলেনঃ "মন ফিরাও, কেননা স্বর্গরাজ্য সন্নিকট হইল" (মথি ৪ঃ১৭ পদ)।

ভিন্স ও হোরেভ নামক গ্রেফতারকৃত প্রতিনিধিদের কোথায় রাখা হয়েছে এবং তাদের মুক্তি দাবী করেছিলেন। এই দুই সাহসী ভ্রাতৃদ্বয় এমনি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল যে তাদেরকে লেফটোরোভস্কাইয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

গোপন মণ্ডলীর এই খ্রীষ্টিয়ানেরা কি ভীত ছিলেন? না! অন্যরা আবার তাৎক্ষণিকভাবে নিজেদের স্বাধীনতার ঝুঁকি নিয়ে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে যে, আমরা আগের মতই আছি, যা ঘটেছে তা তাদের জানিয়ে দেয়, "যেহেতুক তোমাদিগকে খ্রীষ্টের নিমিত্ত এই বর দেওয়া হইয়াছে, যেন কেবল তাহাতে বিশ্বাস কর, তাহা নয়, কিন্তু তাঁহার নিমিত্ত দুঃখভোগও কর" (ফিলিপীয় ১ঃ২৯ পদ)। তারা ভ্রাতৃগণকে উৎসাহ দান করেছিলেন, "যেন এই সকল ক্লেশে কেহ চঞ্চল না হয়; কারণ তোমরা আপনারাই জান, আমরা ইহারই জন্য নিযুক্ত" (১ম থিষলনীকীয় ৩ঃ৩ পদ)। তারা ইব্রীয়

"তোমাদিগকে খ্রীষ্টের নিমিত্ত এই বর দেওয়া হইয়াছে, যেন কেবল তাঁহাতে বিশ্বাস কর, তাহা নয়, কিন্তু তাঁহার নিমিত্ত দুঃখভোগও কর" (ফিলিপীয় ১ঃ২৯ পদ)

১২ঃ২ পদ উল্লেখ করেছিলেন এবং ভ্রাতৃগণকে এই কথা বলে আহবান করেছিলেন, "বিশ্বাসের আদিকর্তা ও সিদ্ধিকর্তা যীশুর প্রতি দৃষ্টি রাখি;

তিনিই আপনার সম্মুখস্থ আনন্দের নিমিত্ত ক্রুশ সহ্য করিলেন, অপমান তুচ্ছ করিলেন।"

রস্টভ, মস্কো এবং সারা রাশিয়া জুড়ে তরুণদের নাস্তিকতায় বিষাক্ত করার জন্য গোপন মণ্ডলী প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেছিল। তারা কমিউনিষ্ট বিষাক্ততা ও সরকারী মণ্ডলীর বিশ্বাসঘাতক নেতাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, যার সম্পর্কে তারা তাদের গোপন ঘোষণা পত্রে লেখেন, "আমাদের সময়ে শয়তান আদেশ করে এবং মণ্ডলী তার সমস্তই গ্রহণ করে যা ঈশ্বরের আদেশের পরিপন্থী (প্রভদা, ইউক্রেনি, অক্টোবর ৪,১৯৬৬ তে উদ্ধৃত ছিল)।

প্রভদা ভস্টোকা ভ্রাতা আলেক্সী নেভারোভ, বরিস গারমাসোভ এবং আক্সেন জুবভ এর বিরুদ্ধে বিচার কার্য বিবরণী প্রকাশ করেছিল, যারা আমেরিকা থেকে সম্প্রচারিত সুসমাচার শোনার জন্য কয়েকটা দলকে সংগঠিত করেছিলেন তারা এই বার্তা টেপে ধারণ করে পরে তা বিতরণ করেছিলেন।

"পর্যটন" এবং ":শিল্পীদল" এর নামে গোপনে সুসমাচার সভা গঠনের জন্যও তাদেরকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। প্রাথমিক মণ্ডলী রোমের ভূগর্ভস্থ সমাধি ক্ষেত্রের মধ্যে যেভাবে কাজ করতো ঠিক সেইভাবে গোপন মণ্ডলী কাজ করে।

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬ তারিখের সোভিয়েত স্কাইয়া মল্ডাভিয়ায় লেখা ছিল যে গোপন মণ্ডলী পুস্তিকা মুদ্রন করেছে। তারা খোলা জায়গায় সমবেত হতেন, যদিও তা আইনতঃ নিষিদ্ধ ছিল, এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গিয়ে খ্রীষ্টের জন্য সাক্ষ্য দিতেন।

এই একই সংবাদপত্র সবিস্তারে বর্ণনা করে যে, রেনি চিশিনাউ ট্রেনে তিনজন তরুণ ছেলে ও চার জন মেয়ে একটা খ্রীষ্টিয় সঙ্গীত গেয়েছিল, "আইস আমরা আমাদের তরুণদের খ্রীষ্টের কাছে উৎসর্গ করি"।

সাংবাদিক নিজেকে প্রকাশ করে বিরোধিতা করেন কারণ এই বিশ্বাসীরা "রাস্তায়, ট্রেনে, বাসে এবং এমনকি সরকারী প্রতিষ্ঠানে" প্রচার করে। আবারো এইভাবে রাশিয়ায় কমিউনিষ্ট আমলে গোপন মণ্ডলী কাজ করতেন।

জন সমক্ষে গান করার অপরাধে এই খ্রীষ্টিয়ানদের বিচারে রায় ঘোষণার সময়, শাস্তিপ্রাপ্তরা হাঁটু পেতে বলেছিল, "আমরা ঈশ্বরের হাতে নিজেদের সমর্পণ করি। প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ দিই যে এই বিশ্বাসের জন্য আমাদের দুঃখভোগ করতে দিয়েছ"। যে সঙ্গীত গাওয়ার জন্য তাদের এই মাত্র কারাবাস ও নির্যাতন দন্ড দেওয়া হয়েছে আদালত কক্ষে "ধর্মোন্মত্ত" মাদানের পরিচালনায় দর্শকেরা সেই সঙ্গীত গেয়েছিল।

পহেলা মে, কপশিয়াগ ও জাহারোভকা গ্রামের খ্রীষ্টিয়ানেরা গির্জাঘর না থাকায় বনে এক গোপন উপাসনার ব্যবস্থা করেছিল। তারা জন্মদিনের অনুষ্ঠানের ছলেও সভার ব্যবস্থা করেছিলেন। (চার অথবা পাঁচ সদস্যের অনেক খ্রীষ্টিয়ান পরিবার বছরে পঁয়ত্রিশটা জন্মদিনের অনুষ্ঠান করে গোপন সভাগুলো সম্পূর্ণ করতেন)।

কারাগার কিম্বা নির্যাতন কোনটাই গোপন মণ্ডলীর খ্রীষ্টিয়ানদের ভীত করে না। প্রাথমিক মণ্ডলীর মত অত্যাচার নির্যাতন তাদের ভক্তিকে আরো গভীর করে তোলে।

১৯৬৬ সালের ৪ঠা অক্টোবরের "প্রাভদা ইউক্রেনি" ভ্রাতা প্রকোফিভ সর্ম্পকে বলেছিল- যিনি রাশিয়ার এক গোপন মণ্ডলীর নেতা এবং যিনি তিনবার কারাগারে গেছেন, কিন্তু ছাড়া পাওয়া মাত্র আবারও তিনি গোপন সান্ডেস্কুল আবার সংগঠিত করার অভিযোগে পুনরায় গ্রেফতার হন। তিনি গোপন একটা ঘোষণা পত্রে লিখেছিলেন, "মানুষের নিয়মের [কমিউনিষ্ট নিয়ম] প্রতি আনুগত্যের কারণে সরকারী গির্জা নিজেকেই ঈশ্বরের আর্শীবাদ থেকে বঞ্চিত করেছে"।

একজন ভ্রাতা যখন এক নিষিদ্ধ দেশে বিচারে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়, তা পাশ্চাত্য কারাগারের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। এখানে কারাগারের অর্থ হলো অনাহার, নির্যাতন এবং মগজ ধোলাই।

নাউকা ই রিলিজিয়া (বিজ্ঞান ও ধর্ম) নং ৯, ১৯৬৬ সালে অভিযোগ করে যে খ্রীষ্টিয়ানেরা লূক অথবা টাইমের মত সাময়িক পত্রিকার মোড়কের আড়ালে সুসমাচার সাহিত্য বিলি করেছে, তারা 'আনা কারেনিনা' উপন্যাসের [লিও টলস্টয়ের একটা উপন্যাস] আবরণ দিয়ে যে বই বিলি করেছিল, তার ভিতরে ছিল বাইবেলের একটা অংশ।

উপরন্তঃ বিশ্বাসীরা জন সমক্ষে খ্রীষ্টিয় সঙ্গীত গাইত। তারা "কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল" এর গানের সুরে খ্রীষ্টের প্রশংসা গান গাইত (কাজাকস্থানস্কাইয়া প্রাভদা, জুন ৩০, ১৯৬৬)।

কুলাভায় (সাইরেরিয়া) প্রকাশিত একটা গোপন চিঠিতে খ্রীষ্টিয়ানেরা বলেন যে সরকারী "ব্যাপ্টিষ্ট" নেতৃত্ব "মণ্ডলী এবং তার সৎ কার্যকারীদের ধ্বংস করেছে, যেমন ভাবে মহাযাজক, অধ্যাপক এবং ফরীশীরা যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাসঘাতকতা করে পীলাতের কাছে ধরিয়ে দিয়েছিল"। কিন্তু বিশ্বস্ত গোপন মণ্ডলী কাজ করে চলছে।

খ্রীষ্টের ভার্যা তাঁর পরিচর্যা করে চলছে। কমিউনিষ্টরা নিজেরাই স্বীকার করেছিল যে গোপন মণ্ডলী কমিউনিষ্টদের খ্রীষ্টের জন্য জয় করেছিল। তাদের জয় করা যাবে।

১৯৬৬ সালের ২৭শে এপ্রিল সংখ্যার "বাকিনস্কি রাবোচি" (বাকুর শ্রমিক) তানিয়া চিউগুনোভা'র (কমিউনিষ্ট যুব সংগঠনের একজন সদস্য) একটা চিঠি উপস্থাপিত করে, যাকে খ্রীষ্টের জন্য জয় করা হয়েছিল। এই চিঠিটা কমিউনিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাজেয়াপ্ত করেছিল, যাতে লেখা ছিলঃ

প্রিয় নদীয়া মাসী,

আমাদের প্রিয় প্রভুর কাছ থেকে আমি আপনাকে আর্শীবাদ পাঠাচ্ছি। মাসী, তিনি আমাকে কত অধিক ভালবাসেন! আমরা তাঁর কাছে কিছুই নয়। আমি বিশ্বাস করি আপনি এই কথাগুলো বুঝেন, "তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও, যাহারা তোমাদিগকে দ্বেষ করে, তাহাদের মঙ্গল করিও; যাহারা তোমাদিগকে শাপ দেয়, তোমাদিগকে নিন্দা করে, তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিও"।

যখন এই চিঠিটা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, ভ্রাতা পিটার সেরেব্রেনিকভ'কে কারাগারে পাঠানো হয়েছিল যিনি নদীয়া মাসী সহ অনেক তরুণ কমিউনিষ্টদের খ্রীষ্টের কাছে এনেছিলেন। কমিউনিষ্ট সংবাদপত্র তাঁর একটা ধর্মোপদেশের উদ্ধৃতি দিয়েছিল, "প্রাথমিক খ্রীষ্টিয়ানদের মতো আমাদের অবশ্যই আমাদের ত্রাণকর্তাকে বিশ্বাস করতে হবে। বাইবেল আমাদের জন্য প্রধান আইন। আমরা অন্য কিছু স্বীকার করি না। আমাদের অবশ্যই মানুষকে পাপ থেকে রক্ষা করতে ত্বরা করতে হবে, বিশেষতঃ তরুণদের", সোভিয়েত আইনে তরুণদের কাছে খ্রীষ্টের কথা বলা নিষেধ জেনেও তিনি একথা বলেছিলেন। তিনি আরো বলেন, "আমাদের জন্য বাইবেলই একমাত্র আইন"- একটা নির্দয় নাস্তিক স্বৈরাচারের দেশে এহেন ঘটনা অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়।

পরে কমিউনিষ্ট সংবাদপত্র এক ভয়ানক ছবির বর্ণনা দিয়েছিল, "তরুণ ছেলেমেয়েরা আধ্যাত্মিক গান গায়। তারা আনুষ্ঠানিক বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে এবং শত্রুর প্রতি ভালবাসার মত মন্দ ও প্রতারণা মূলক শিক্ষা ধারণ করে"। প্রবন্ধটা আরো উল্লেখ করেছিল যে, কমিউনিষ্ট তরুণ সংগঠনের অনেক তরুণ ছেলেমেয়েরা যারা এর সদস্য বলে পরিচিত তারা বাস্তবে খ্রীষ্টিয়ান! উপসংহারে এই কথা বলা হয়েছিল, "কমিউনিষ্ট স্কুল কতই না শক্তিহীন হবে, এটা কতই না বিরক্তিকর এবং হতাশার বিষয় যে, উদাসীন শিক্ষাবিদদের নাকের গোড়া দিয়ে পালকেরা তাদের শিষ্যদের ছিনিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে"।

১৯৬৬ সালের ৩০শে জুন সংখ্যার 'কাজাকস্তান স্কাইয়া প্রাভদায় ছাত্রদের তালিকায় একজন খ্রীষ্টিয়ান বালকের নাম আবিস্কার হওয়ায় কমিউনিষ্টরা ঘৃণা প্রকাশ করেছিল।

১৯৬৬ সালের ১৭ই জানুয়ারী সংখ্যার 'কিরগিজ স্কাইয়া প্রাভদা' মায়েদের কাছে গোপন খ্রীষ্টিয়ানদের প্রচার পত্রের উদ্ধৃতি দান করেছিল, "এসো আমরা আমাদের প্রচেষ্টা ও প্রার্থনা যুক্ত করে আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে দোলনায় থাকা অবস্থায় ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করি....., এসো আমরা জগতের প্রভাব থেকে আমাদের ছেলেমেয়েদের রক্ষা করি"।

এই প্রচেষ্টাগুলো কৃতকার্য হয়েছে। কমিউনিষ্ট সংবাদপত্র এই সাক্ষ্য দিয়েছে যে তরুণদের মধ্যে খ্রীষ্ট ধর্ম এগিয়ে আছে।

রাশিয়ার সেলিয়াবিন্স্ক এর সংবাদপত্র বর্ণনা দিয়েছিল যে, কেমন করে কমিউনিষ্ট তরুণ সংগঠনের একটা মেয়ে, নিনা খ্রীষ্টিয়ান এক গোপন সমাবেশে যোগ দিয়ে খ্রীষ্টিয়ান হয়েছিল।

১৯৬৬ সালের 'সোভিয়েত স্কাইয়া জাস্টিটিয়া'র নবম সংখ্যায় এই রকম এক গোপন সভার বর্ণনা দিয়েছে। এই সভা রাতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। লোকেরা লুকিয়ে, খুব সতর্ক হয়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে এখানে এসেছিল। নীচু ছাদের অন্ধকার কক্ষটা লোকে ভরে গেল। এত বেশি লোক ছিল যে নত জানু হবারও স্থান ছিল না। বাতাসের অভাবে আদিম গ্যাসের প্রদীপটাও নিভে গিয়েছিল। উপস্থিত সকলের মুখমণ্ডলে ঘাম ঝরছিল। রাস্তায় প্রভুর এক দাস পুলিশের প্রতি লক্ষ্য রাখছিলেন।" নিনা বলেছিল যে, এই সমাবেশ তাকে আন্তরিকতা ও সযত্ন আলিঙ্গনের সাথে গ্রহণ করে নিয়েছিল। "বর্তমানে আমাদের যেমন আছে, তাদের বিরাট জ্ঞান সম্পন্ন বিশ্বাস ছিল- ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস। তিনি আমাদের তাঁর সুরক্ষা নীচে রাখেন। কমসল'রা যারা আমাকে চেনে তারা আমাকে শুভেচ্ছা না জানিয়ে আমার পাশ দিয়ে চলে যাক। তারা আমাকে ঘৃণা ভরে দেখুক এবং আমাকে চড় মারার মত করে ব্যাপ্টিষ্ট বলে ডাকুক! তারা সেমত করুক! তাদেরকে আমার দরকার নেই।"

তার মত আরো অনেক তরুণ কমিউনিষ্ট পরিশেষে খ্রীষ্টের পরিচর্যা করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

'কাজাকস্তান স্কাইয়া প্রভদা'র ১৮ই আগষ্ট, ১৯৬৭ সংখ্যায় ভ্রাতা ক্লাসেন, বনডার এবং তেলেঘিনের বিচার সম্পর্কে বর্ণনা করেছিল। বিচারের রায় আমাদের বলা হয় নি, কিন্তু তাদের অপরাধের ঘোষণা দেয়া হয়েছিল যে তারা ছেলে মেয়েদের খ্রীষ্ট সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

সোভিয়েত স্কাইয়া কিরগিজিয়া'র ১৫ই জুন ১৯৬৭ সংখ্যায় অভিযোগ করা হয়েছিল যে, "খ্রীষ্টিয়ানেরা, তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেবার জন্য নিজেরাই প্ররোচিত করেছিল।" সুতরাং এক গুয়ে খ্রীষ্টিয়ানেরা যারা

একবারেই মুক্ত থাকতে স্বাচ্ছন্দ অনুভব করে না, তাদের কারণেই নিরুপায় কমিউনিষ্ট কর্তৃপক্ষ অবিরাম ভাবে খ্রীষ্টিয়ানদের গ্রেফতারে প্ররোচিত করেছে, ফলে অন্য দল গ্রেফতার হয়েছে। তারা একটা অবৈধ ছাপাখানা. তৎসহ পনেরটা অনুলিপি করার যন্ত্র এবং ছয়টা বই বাঁধাইয়ের যন্ত্র রাখার জন্য অপরাধী হয়েছিল, যেগুলোর সাহায্যে খ্রীষ্টিয় সাহিত্য ছাপা হ'ত।

প্রভদা'র ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮ সংখ্যায় অভিযোগ করা হয়েছিল যে, হাজার হাজার মহিলা ও বালিকাদের বাইবেল পদ ও প্রার্থনা লেখা বন্ধনী ও ফিতা পড়ে থাকতে দেখা গেছে। কর্তৃপক্ষ তদন্ত করে সেই ব্যক্তিকে পেয়েছিলেন যিনি এই নতুন ফ্যাশন শুরু করেছিলেন, যা আমি পাশ্চাত্যের জন্যও সুপারিশ করি, তিনি আর অন্য কেউ নন, তিনি হলেন কমিউনিষ্ট পুলিশের একজন খ্রীষ্টিয়ান সদস্য, লিউবার্টের ভ্রাতা স্টাসিউক। সংবাদপত্র তাঁর গ্রেফতারের খবর প্রকাশ করেছিল।

গোপন মণ্ডলীর খ্রীষ্টিয়ানদের কমিউনিষ্ট আদালতে হাজির করলে তারা যে উত্তর দিয়েছিল তা স্বর্গীয়ভাবে অনুপ্রাণিত ছিল। একজন বিচারক জানতে চেয়েছিলেন, "তোমরা কেন, তোমাদের এই নিষিদ্ধ দলে লোকেদের আকর্ষণ করছো?" একজন খ্রীষ্টিয়ান ভগিনী উত্তর দিয়েছিলেন, "খ্রীষ্টের জন্য সমগ্র জগতকে জয় করাই আমাদের লক্ষ্য।"

বিচারক অন্য এক মামলায় বিদ্রুপ করে বলেছিল, "তোমার ধর্ম বিজ্ঞান বিরোধী"- তার উত্তরে অভিযুক্ত মেয়েটি একজন ছাত্রী উত্তর দিয়েছিল, "আপনি কি আইনস্টাইনের চাইতে বেশী বিজ্ঞান জানেন? নিউটনের চেয়েও বেশী? তারা বিশ্বাসী ছিলেন। আমাদের পৃথিবী আইনস্টাইনের নাম ধারণ করছে। আমি হাইস্কুলে শিখেছি যে, এর নাম আইনস্টাইন পৃথিবী। আইনস্টাইন লেখেন, "যদি আমরা ভাববাদী ও তার পর থেকে খ্রীষ্টধর্ম যা খ্রীষ্ট শিক্ষা দিয়েছেন, বিশেষতঃ লাভের জন্য পুরোহিতের কৌশলকে যিহুদীবাদ থেকে পরিষ্কার করে ফেলি,

আমার সবচেয়ে বড় আবিষ্কার হল, আমি জেনেছি যে, আমি পাপি এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি রক্ষা পেতে পারি।

তাহলে আমরা একটা ধর্ম লাভ করি যা পৃথিবীকে সামাজিক মন্দতা থেকে রক্ষা করতে পারে। এটা প্রত্যেকটা মানুষের পবিত্র কর্তব্য যে এই ধর্মকে বিজয়ী করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। আমাদের মহান দেহতত্ত্ববিদ পাভলভকে স্মরণ করুন। আমাদের বই কি বলে না যে তিনি খ্রীষ্টিয়ান ছিলেন? কার্ল মার্ক্স তার বই 'দ্যাস ক্যাপিটাল' এর ভূমিকায় বলেছিলেন, খ্রীষ্টধর্ম বিশেষতঃ প্রটেষ্ট্যান্ট ধারা হলো পাপের দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত চরিত্রকে পুর্ণগঠনে আদর্শ ধর্ম। পাপ আমার চরিত্রকে ধ্বংস করেছে। মার্ক্স আমার চরিত্রকে পুর্নগঠনের জন্য খ্রীষ্টিয়ান হবার শিক্ষা আমাকে দিয়েছেন। আপনারা মার্ক্সবাদী হয়ে কিভাবে এই জন্য আমার বিচার করেন?"

এটা অনুমান করা সহজ কেন বিচারকটি নীরব থেকে ছিলেন। বিজ্ঞান বিরোধী ধর্মে থাকার একই অপরাধে অভিযুক্ত একজন খ্রীষ্টিয়ান আদালতের সামনে উত্তর দিয়েছিলেন, "জনাব বিচারক, আমি নিশ্চিত যে আপনি ক্লোরোফার্ম ও অন্যান্য অনেক ঔষধ আবিষ্কারক শিম্পসনের মত একজন মহান বিজ্ঞানী নন। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তার কাছে কোনটা সবচেয়ে বড় আবিষ্কার, সে উত্তর দিয়েছিল ; এটা ক্লোরোফর্ম নয়। আমার সবচেয়ে বড় আবিস্কার হল, আমি জেনেছি যে, আমি একজন পাপী এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি রক্ষা পেতে পারি।"

বিশ্বাসীরা তাদের বিশ্বাসের জন্য জীবন, আত্মবির্সজন এবং রক্ত ঝরাতে প্রস্তুত, এটাই গোপন মণ্ডলীর দ্বারা উপস্থাপিত খ্রীষ্ট ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ জবাব। আফ্রিকার বিখ্যাত মিশনারী আলবার্ট স্কুইটজ্যার যাকে বলেছেন, "কষ্টের চিহ্ন ধারণকারীদের পবিত্র সহভাগিতা"- তা গঠিত হয় যে সহভাগিতায় ব্যাথার পাত্র মানুষ, যীশু যুক্ত আছেন। গোপন মণ্ডলী তার ত্রাণকর্তার প্রতি ভালবাসার বন্ধনে সংযুক্ত আছে। সেই একই বন্ধন মণ্ডলীর সদস্যদের একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত করেছে। পৃথিবীর কেউ তাদের পরাজিত করতে পারবে না।

গোপন মণ্ডলীর গোপনে পাচার হয়ে যাওয়া একটা চিঠিতে বলা ছিল, "আমরা ভাল খ্রীষ্টিয়ান হবার জন্য প্রার্থনা করি না। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের যে ধরণের খ্রীষ্টিয়ান করতে চানঃ খ্রীষ্টের মত সেই খ্রীষ্টিয়ান হতে চাই যারা স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের গৌরবের জন্য ক্রুশ বহন করে।"

যীশুর শিক্ষা অনুযায়ী সর্পের বিজ্ঞতা দিয়ে খ্রীষ্টিয়ানেরা আদালতের সামনে তাদের নেতাদের প্রকাশ করতে সবসময় অস্বীকার করে।

প্রভদা ভস্তোকা এর (প্রাচ্যের সত্য) ১৫ই জানুয়ারী ১৯৬৬ সংখ্যায় বলেছিল, প্রতিবাদী মারিয়া সেভসিউককে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কে তাকে খ্রীষ্টের কাছে এনেছিল, সে তাঁর দৃঢ় জবাব দিয়েছিলঃ ঈশ্বর তাঁর মণ্ডলীতে আমাকে আকর্ষণ করেছিলেন। অন্য একজন যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তোমাদের নেতা কে? উত্তরে বলেছিলেন, আমাদের কোন পার্থিব নেতা নেই।"

খ্রীষ্টিয়ান ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল "পাইওনিয়ার সংগঠন ত্যাগ করতে ও লাল নেকটাই খুলে রাখতে কে তোমাদের শিক্ষা দিয়েছে? তারা উত্তর দিয়েছিল, "আমরা স্ব-ইচ্ছায় (নিজের ইচ্ছায়) এটা করেছি। কেউ আমাদের শেখায় নি।"

যদিও কোন কোন স্থানে 'ভাসমান বরফ' এর মত উপরের অংশ দেখা যেত এবং অন্যান্য স্থানে নেতাদের গ্রেফতার এড়ানোর জন্য খ্রীষ্টিয়ানেরা নিজে নিজে বাপ্তিস্ম নেওয়া প্রচলন করেছিল। সময় সময় নদীতে বাপ্তিস্ম দেওয়া হ'ত এবং বাপ্তিস্মদানকারী ও বাপ্তিস্ম গ্রহণকারী উভয়ই মুখোশ পরিধান করতো যেন কেউ ছবিতে তাদের চিনতে না পারে।

ইউচিটেলস্কাইয়া গেজেট, ৩০শে জানুয়ারী ১৯৬৪ ভলনেসিনো-করস্কি জেলার ভরোনিন গ্রামের এক নাস্তিক বক্তৃতা সম্বন্ধে বলেছিল। বক্তার বক্তৃতা শেষ করা মাত্র, "বিশ্বাসীরা প্রকাশ্যে নাস্তিক শিক্ষাকে প্রশ্নের মাধ্যমে আক্রমণ করতে শুরু করেছিল, যা- নাস্তিক বক্তা উত্তর দিতে পারে নি। তারা জিজ্ঞাসা করেছিল, "আপনাদের ঘোষিত নৈতিক নীতিমালা আপনারা কমিউনিষ্টরা কোথায় পান? কিন্তু পালন করেন না- যেমন "চুরি" করিও না এবং "হত্যা" করিও না। খ্রীষ্টিয়ানেরা বক্তাকে দেখিয়েছিল যে এই রকম প্রতিটা নীতিমালা বাইবেল থেকে এসেছে- যার বিরুদ্ধে কমিউনিষ্ট যুদ্ধ করে। বক্তা সম্পুর্ণভাবে হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং বক্তৃতা শেষ হয়েছিল বিশ্বাসীদের বিজয়ের মধ্য দিয়ে।

গোপন মণ্ডলীতে নির্যাতন বৃদ্ধি

প্রাক্তন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের কোথাও কোথাও আজও খ্রীষ্টিয়ানদের নির্যাতন করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী নিষিদ্ধ দেশগুলোতে গোপন মণ্ডলীর খ্রীষ্টিয়ানেরা পূর্বের চেয়ে বর্তমানে বেশী কষ্ট ভোগ করছেন। ১৯৯৭ সালে প্রায় ১,৬০,০০০ খ্রীষ্টিয়ান শহীদ হয়েছেন। খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে এটা হৃদয় বিদারক হয় যখন জানা যায় যে, কমিউনিষ্ট দেশগুলোতে যিহুদীদের অত্যাচারের কথা। কিন্তু চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো গোপন মণ্ডলীকে নির্যাতন করা। কয়েক বছর আগে সোভিয়েত সংবাদপত্র দলে দলে গ্রেফতার ও বিচারের বিবরণী দিয়েছিল। এক স্থানে বিরাশিজন খ্রীষ্টিয়ানকে একটা পাগলাগারদে রাখা হয়েছিল। কয়েকদিন পর বলা হয়েছে লম্বা প্রার্থনার জন্য চব্বিশজন মৃত্যুবরণ করেন। কখনও কি শুনেছেন প্রার্থনায় মানুষ মারা যায়? আপনারা কি অনুমান করতে পারেন কি করুণ অবস্থায় এই ২৪ জন মারা গিয়েছিল?

১৯৯৭ সালে প্রায় ১,৬০,০০০ খ্রীষ্টিয়ান শহীদ হয়েছেন।

ছেলেমেয়েদের খ্রীষ্ট বিষয়ক শিক্ষা দিতে গিয়ে ধরা পড়লে, তবে সবচেয়ে খারাপ কষ্ট তাদের দেয়া হ'ত, তাদের ছেলেমেয়েদেরকে চিরদিনের জন্য তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হ'ত এবং তাদের সঙ্গে দেখা করার কোন সুযোগ থাকত না।

কমিউনিষ্ট আমলে, সোভিয়েত ইউনিয়ন বৈষম্য মূলক শিক্ষার বিরুদ্ধে জাতি সংঘের ঘোষণায় স্বাক্ষর করেছিল, যা চুক্তি দ্বারা করা হয়েছিলঃ "পিতা-মাতারা তাদের নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী সন্তানদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার নিশ্চয়তাদানের অধিকারী হবেন।" একটা প্রবন্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকারী ব্যাপ্টিষ্ট সংঘের নেতা বিশ্বাসঘাতক কারেভ নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যে রাশিয়ায় এই অধিকার সুনিশ্চিত এবং মুর্খরা তাকে বিশ্বাস করেছিল। এখন শুনুন, রাশিয়ার সংবাদ পত্র কি বলেছিলঃ

সোজেটস্কাইয়া রাশিয়া' তার ৪ঠা জুন ১৯৬৩ সংখ্যায় বর্ণনা করা হয়েছিল যে কেমন করে মাক্সিন কোয়া নামে এক ব্যাপ্টিষ্ট মহিলার ছয়টা ছেলেমেয়েদের তার কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কারণ তিনি তাদের কাছে খ্রীষ্টিয় ধর্ম বিশ্বাস শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে পাইওনিয়ার নেকটাই পড়তে নিষেধ করেছিলেন।

যখন তিনি সেই রায় শুনলেন, তিনি শুধু বলেছিলেন, "আমি বিশ্বাসের জন্য যাতনা পাচ্ছি"। ছেলেমেয়েদের থাকা ও খাবারের জন্য তাকে খরচ দিতে হয়েছিল, যেন তারা নাস্তিকবাদের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে। খ্রীষ্টিয়ান মা'য়েরা তার দুঃসহ যন্ত্রণার কথা চিন্তা করুন।

ইউচিটেলস্কাইয়া গেজেটে এই রকম একটি রিপোর্ট ছিল যা ইগনাটি মুলিন ও তার স্ত্রীর জীবনে ঘটেছিল। বিচারক চাইল যেন তারা তাদের বিশ্বাস ত্যাগ করে এজন্য বলেছিলঃ "ঈশ্বর এবং তোমাদের মেয়ে এ দুইয়ের মধ্যে একটি মনোনীত কর। তোমরা কি ঈশ্বরকে বেছে নেবে?" বাবা উত্তরে বলেছিল, "আমার বিশ্বাস আমি ত্যাগ করব না"।

পৌল বলেন, "সকলই মঙ্গলার্থে একসঙ্গে কার্য করিতেছে" (রোমীয় ৮ঃ২৮ পদ)। আমি এই রকম ছেলেমেয়েদের খ্রীষ্টিয়ান হয়ে লালিত পালিত হতে দেখেছি এবং যাদেরকে তাদের পিতামাতার কাছ থেকে নিয়ে কমিউনিষ্ট স্কুলে রাখা হয়েছিল। তারা নাস্তিক মতবাদের বিষে আক্রান্ত হবার পরিবর্তে, বাড়ীতে যে বিশ্বাসের শিক্ষা পেয়েছিল তারা তা অন্য ছেলেমেয়েদের কাছে ছড়িয়ে দিয়েছিল।

বাইবেল বলে যে, "যে কেহ পুত্র কি কন্যাকে আমা হইতে অধিক ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নয়" (মথি ১০ঃ৩৭ পদ)। নিষিদ্ধ দেশগুলোতে এই কথার অর্থ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

এক সপ্তাহ আপনাদের ছেলেমেয়েদের না দেখে থাকার চেষ্টা করুন। তাহলে নিষিদ্ধ দেশগুলোতে আমাদের ভাইদের যাতনা জানতে পারবেন। জামিয়া ইউনস্টি'র ২৯শে মার্চ ১৯৬৭ সংখ্যার মতে মিসেস সিট্স এর পুত্র, ভেট সেসলাভকে নিয়ে যাওয়া হয় তার একমাত্র কারণ ঈশ্বর ভয়শীল

ভাবে তাকে লালন করা হয়েছিল বলে। হাবারোভস্কের মিসেস ভাবাভিনাকে তার নাতনীর কাছ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল কারণ তিনি তাকে অস্বাভাবিক (খ্রীষ্টিয়) শিক্ষা দিয়েছিলেন" (সোভিয়েত স্কাইয়া রুশিয়া ১৩ই জানুয়ারী ১৯৬৮)। নিষিদ্ধ দেশগুলোতে খ্রীষ্টিয়ানদের পিতামাতারা তাদের অধিকার থেকে আজও বঞ্চিত করছে।

শুধুমাত্র প্রটেষ্ট্যান্টদের গোপন মণ্ডলীর কথা বললে অন্যায় হবে।

রাশিয়ায় অর্থেডক্স খ্রীষ্টিয়ানেরাও সম্পূর্ণভাবে বদলে গেছে। তাদের লক্ষ লক্ষ মানুষেরা কারাবাস অতিক্রম করেছে, যেখানে তাদের জপমালা ছিল না, ক্রুশ ছিল না, কোন পবিত্র মূর্তি ছিল না, ধূপ ছিল না এবং মোমবাতিও ছিল না। অভিষিক্ত পুরোহিত ছাড়াই সাধারণ মানুষেরা কারাগারে ছিল। পুরোহিতদের কোন পোষাক ছিল না, গমের রুটি ছিল না, উৎসর্গ করার জন্য কোন দ্রাক্ষারস ছিল না, পবিত্র তেল ছিল না, পড়ার জন্য লিখিত প্রার্থনার কোন বই ছিল না। তারা আবিষ্কার করেছিল যে এই সমস্ত জিনিস ছাড়াই তারা চলতে পারে, সরাসরি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। তারা প্রার্থনা করতে শুরু করলেন এবং ঈশ্বর তাদের উপর তাঁর আত্মা বর্ষণ করেছিলেন। প্রকৃত খ্রীষ্টধর্মের মত এক সত্যিকার আত্মিক জাগরণ কমিউনিষ্ট রাশিয়ার অধীনে অর্থোডক্সদের মধ্যে ঘটেছিল।

সুতরাং রাশিয়ায় অন্যান্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোতে একই ঘটনা ঘটেছিল, সেখানে অর্থেডক্স গোপন মণ্ডলী বিদ্যমান ছিল যা বাস্তবিক সুসমাচার প্রচার মূলক, প্রকৃত এবং ঈশ্বরের খুব কাছাকাছি। শুধু অভ্যাসের বশে এটা খুব অল্প অর্থোডক্স ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করত। অর্থোডক্স গোপন মণ্ডলীরও অনেক মহান সাক্ষ্যমর হয়েছেন। বয়বৃদ্ধ কালুগার আর্চ বিশপ ইয়ার মোজেনের ভাগ্যে কি ঘটেছে তা কে বলতে পারে? তিনি সাহসের সাথে প্রধান পুরোহিত এবং কমিউনিষ্ট সরকারের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা-মূলক আঁতাতের বিরুদ্ধের প্রতিবাদ করেছিলেন।

সোভিয়েত রাশিয়ায় সাত দশক থেকে শুরু করে ৯০ দশক পর্যন্ত রাশিয়ার সংবাদ পত্রে গোপন মণ্ডলীর বিজয়ের কথা ছিল। এটা অবর্ণনীয়

দুঃখ কষ্টের মধ্যে যাত্রা করেছিল কিন্তু বিশ্বস্ত থেকে ছিল এবং তা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

রুমানিয়ায় আমরা রাশিয়ান সেনা বাহিনীর মধ্যে আমাদের গোপন কাজ কর্মের দ্বারা বীজ বপন করেছিলাম। সুতরাং রাশিয়ায় অন্যরা এবং অন্যান্য দেশে রাশিয়ানরা এই বীজ ছড়িয়েছিল। ঐ বীজে অনেক ফল ধরেছিল।

কমিউনিষ্ট এশিয়া এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ দেশগুলো খ্রীষ্টের জন্য জয় করা যেতে পারে। আমাদের শত্রুরা খ্রীষ্টিয়ান হতে পারে। যদি আমরা তাদের সাহায্য করতে পারি। তাহলে কি তারা তাদের অত্যাচার করবে?

আমি যে সঠিক বলছি তার প্রমাণ হলো রাশিয়ায় কমিউনিষ্ট মতবাদের অধীনে গোপন মণ্ডলী প্রসার লাভ করেছিল, কমিউনিষ্ট এশিয়ায় প্রসার লাভ করছে এবং মধ্যপ্রাচ্যে আজ তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কঠিন অবস্থার মধ্যে আমাদের সহ-খ্রীষ্টিয়ানদের উৎকর্ষ দেখাবার জন্য নীচে রাশিয়ান মেয়েদের কয়েকটা লেখা চিঠি তুলে ধরলাম, যার মধ্যে শেষের দুটো ছিল রাশিয়ার কারাগার থেকে লেখা।

কিভাবে একজন কমিউনিষ্ট মেয়ে খ্রীষ্টকে পেয়েছিল

পরবর্তী বিষয়গুলো হলো একজন খ্রীষ্টিয়ান মেয়ে, মারিয়ার লেখা তিনটা চিঠি, যে কমিউনিষ্ট তরুণ সংগঠনের ভারিয়া নামের এক সদস্যকে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে গিয়েছিল।

প্রথম চিঠি

আমি এখানেই আছি। আমি সবার কাছে প্রিয় ছিলাম। কমসোমলের (কমিউনিষ্ট তরুণ সংঠন) এক ক্ষুদ্র গোষ্টীর এক সদস্যা-র কাছেও আমি খুব প্রিয়। সে আমাকে বলেছিল, "তুমি মানুষটা কেমন আমি তা বুঝতে পারি না। এখানে তোমাকে অনেকেই অপমান ও আঘাত করেছে তথাপি তুমি সকলকে ভালবাস।" আমি উত্তর দিয়েছিলাম যে ঈশ্বর আমাদের

শিক্ষা দিয়েছেন শুধু বন্ধুদের নয় কিন্তু শত্রুদেরও যেন ভালবাসি। পূর্বে, এই মেয়ে আমার বহু ক্ষতি করেছিল।, কিন্তু আমি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তাঁর জন্য প্রার্থনা করেছিলাম। সে যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে আমি কি তাকেও ভালবাসতে পারি, আমি তাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম এবং আমরা দু'জনে কাঁদতে শুরু করলাম। এখন আমরা একসঙ্গে প্রার্থনা করি।

অনুগ্রহ করে তার জন্য প্রার্থনা করুন। তাঁর নাম ভারিয়া। যখন আপনারা কাউকে কাউকে উচ্চস্বরে ঈশ্বরকে অস্বীকার করতে শোনেন, তাতে মনে হয় তারা সত্যি তা বলছে। কিন্তু তাদের অনেকের জীবন দেখা যায় যদিও মুখে তারা ঈশ্বরকে অভিশাপ দেয়, তাদের হৃদয়ে এক বিরাট আকাঙ্খা আছে। আপনারা হৃদয়ের আর্তস্বর শোনেন . . . . . তারা কোন কিছুর অন্বেষণ করে এবং তারা তাদের অধার্মিকতাকে আভ্যন্তরিন শূন্যতা দিয়ে আচ্ছাদন করার ইচ্ছা পোষণ করে।
খ্রীষ্টেতে আপনাদের ভগ্নি,
মারিয়া

দ্বিতীয় চিঠি

আমার পূর্বের চিঠিতে আমি এক নাস্তিক মেয়ে, ভারিয়া সম্বন্ধে আপনাদের লিখেছিলাম। প্রিয়জনেরা, এখন আমি আমাদের মহানন্দ সম্বন্ধে আপনাদের জানাতে তৎপর হয়ে আছি। ভারিয়া খ্রীষ্টকে তার ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং এই সম্বন্ধে প্রকাশ্যে সকলের কাছে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

খ্রীষ্টকে যখন বিশ্বাস করেছিল সে পরিত্রাণের আনন্দ লাভ করেছিল এবং একই সঙ্গে অসুখী বোধ করেছিল। সে অসুখী ছিল এই জন্য যে ঈশ্বর নাই পূর্বে এই প্রচারণা সে চালিয়ে ছিল। এখন সে তার অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আমরা দুজনে একসঙ্গে অধার্মিকদের সভায় গিয়েছিলাম। যদিও আমি তাকে সংযত হতে সতর্ক করেছিলাম তাতে কাজ হয়নি। কি ঘটে তা দেখার জন্য আমি ভারিয়ার সঙ্গে গিয়েছিলাম। কমিউনিষ্টদের একটা

সাধারণ গান গাওয়ার পর (এই গানে ভারিয়া অংশ গ্রহণ করে নি) সে সভার সামনে উপস্থিত হলো। সাহসের সাথে এবং গভীর আবেগ নিয়ে সমবেত মানুষের কাছে খ্রীষ্টকে তার ত্রাণকর্তা রূপে সাক্ষ্য দিয়েছিল এবং তার প্রাক্তন সহকর্মী বন্ধুদের কাছে ক্ষমা চেয়েছিল যে তার আত্মিক চক্ষু তখন বন্ধ ছিল এবং সে যে ধ্বংসের মধ্যে যাচ্ছিল এবং অন্যকেও পরিচালিত করছিল তা দেখতে পায় নি। সে সকলকে পাপের পথ ত্যাগ করে খ্রীষ্টের কাছে আসতে অনুরোধ করছিল।

সকলে চুপ থাকলেন এবং কেউ তাকে বাধা দিলেন না। যখন সে কথা শেষ করলো, সে তার চমৎকার গলায় সম্পূর্ণ একটা খ্রীষ্ট সঙ্গীত পরিবেশন করেছিল। "আমি খ্রীষ্টকে প্রচার করতে লজ্জিত নই যিনি তাঁর আজ্ঞা ও তাঁর ক্রুশের শক্তিকে প্রতিরোধ করার জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন" এবং তারপরে ভারিয়াকে তারা গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়েছিল। আজ মে মাসের নয় তারিখ। আমরা তার সম্বন্ধে কিছুই জানিনা। কিন্তু ঈশ্বর তাকে রক্ষা করতে শক্তিশালী। তার জন্য প্রার্থনা করুন।

ইতি

আপনাদের মারিয়া

তৃতীয় চিঠি

গতকাল ছিল ২রা আগষ্ট। কারাগারে আমার সঙ্গে আমাদের প্রিয় ভারিয়ার কথাবার্তা হয়েছিল। আমার হৃদয়ে রক্ত ঝরে যখন আমি তার কথা চিন্তা করি। প্রকৃত পক্ষে সে এখনও শিশু। তার মাত্র উনিশ বৎসর বয়স। প্রভুতে একজন বিশ্বাসী হিসাবেও সে একজন আত্মিক শিশু। কিন্তু সে তার সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রভুকে ভালবাসে এবং তাৎক্ষণিক ভিন্ন পথে চলে গিয়েছিল। অসহায় মেয়েটা খুব ক্ষুধার্ত ছিল। আমরা যখন জানতে পারলাম যে, সে কারাগারে আছে, আমরা তার কাছে মোড়ক (পার্শ্বেল) পাঠাতে শুরু করে ছিলাম। কিন্তু তার কাছে যা পাঠানো হ'ত তার খুব সামান্যটা সে পেত।

গতকাল যখন আমি তাকে দেখলাম, সে রোগা, ফ্যাকাশে ও তাকে প্রহার করা হয়েছিল। তার চোখ ঈশ্বরের শান্তি ও অপার্থিব আনন্দে উজ্জ্বল ছিল।

হ্যাঁ, আমার প্রিয়জনেরা, যারা খ্রীষ্টের আশ্চর্য শান্তির অভিজ্ঞতা লাভ করেন নি তারা এটা বুঝতে পারেন না। কিন্তু যাদের এই শান্তি আছে তারা কতই না সুখী। আমরা যারা খ্রীষ্টেতে আছি কোন দুঃখকষ্ট এবং হতাশা আমাদের স্তব্ধ করতে পারবে না।

আমি লোহার গরাদের মধ্যে দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ভারিয়া, তুমি যা করেছিলে তার জন্য কি তোমার অনুশোচনা হয় না? সে উত্তর দিয়েছিল, "না"। "তারা যদি আমাকে ছেড়ে দেয় (মুক্তি দেয়), আমি আবার যাব এবং খ্রীষ্টের মহান ভালবাসা সম্বন্ধে তাদের বলব। আমি কষ্ট পাই বলে চিন্তা করিও না। আমি খুব আনন্দিত যে প্রভু আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন এবং আমাকে আনন্দ দেন যেন তাঁর নামের জন্য সহ্য করতে পারি"।

আমি অনুরোধ করি যেন আপনারা তার জন্য প্রার্থনা করেন। তাকে সম্ভবতঃ সাইবেরিয়াতে পাঠানো হবে। তারা তার জামাকাপড় ও তার সমস্ত জিনিস পত্র নিয়ে গিয়েছিল। তার পরনে যা ছিল সেটা ছাড়া তার আর কিছু সঙ্গে ছিল না। তার কোন আত্মীয় স্বজন নেই এবং সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য আমাদের অবশ্য সংগ্রহ করতে হবে। আপনারা শেষ যে অর্থ আমাকে পাঠিয়েছিলেন আমি তা আলাদা করে রেখেছি। যদি ভারিয়াকে ফেরত পাঠানো হয়, আমি তা তার হাতে তুলে দিব। আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বর তাকে সবল করবেন এবং ভবিষ্যতেও তাকে সহ্য করার শক্তি দিবেন।

যে সব দুঃখকষ্ট ঈশ্বর আমাদের কাছে পাঠান তা আমাদেরকে তাঁর প্রতি বিশ্বাসে আরও শক্তিশালী করে।

ঈশ্বর তাকে রক্ষা করুন।
আপনাদের মারিয়া

চতুর্থ চিঠি

প্রিয় মারিয়া,

অবশেষে তোমাকে লিখতে সক্ষম হয়েছি। আমরা নিরাপদে পৌঁছেছিলাম (স্থানের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে)। আমাদের শিবির শহর

থেকে দশ মাইল দূরে অবস্থিত। আমি আমাদের জীবনের বর্ণনা দিতে পারব না। তুমি তা জান। আমি নিজের সম্বন্ধে অল্প কিছু লিখতে চাই। আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে তিনি আমাকে স্বাস্থ্য দিয়েছেন যেন আমি দৈহিক পরিশ্রম করতে পারি। জনৈক সিস্টার এক্স এবং আমাকে কারখানায় কাজ দেয়া হয়েছে যেখানে আমরা যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করি। কাজটা কঠিন ছিল এবং সিস্টার এক্সের স্বাস্থ্য খারাপ ছিল। আমাকে তার ও আমার উভয়ের জন্য কাজ করতে হয়। প্রথমে আমি আমার কাজ শেষ করি এবং পরে আমি আমার ভগ্নিকে সাহায্য করি। আমরা দৈনিক বার থেকে তের ঘন্টা কাজ করি। তোমাদের মতই আমাদের খাবার, বড় দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু আমি তোমাকে এগুলো লিখতে চাইনি।

আমার হৃদয় ঈশ্বরের প্রশংসা ও ধন্যবাদ করে যে, তোমার মধ্যে দিয়ে তিনি আমাকে পরিত্রাণের পথ দেখিয়েছিলেন। এখন, এই পথে, আমার জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে এবং কোথায় যেতে হয় এবং কার জন্য আমি কষ্টভোগ করি তা আমি জানি। আমার হৃদয়ে পরিত্রাণের মহানন্দ সম্বন্ধে প্রত্যেক জনের কাছে বলতে ও সাক্ষ্য দিতে ইচ্ছা অনুভব করি। খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে কে আমাদের পৃথক করতে পারে? কোন কিছু এবং কেউ পারে না। কারাবাস কিম্বা দুঃখ কষ্টও পারে না। যে সমস্ত দুঃখ কষ্ট ঈশ্বর আমাদের কাছে পাঠান তা শুধুই আমাদের তাঁর প্রতি বিশ্বাসে অধিকতর শক্তিশালী করেন। আমার হৃদয় এতই পূর্ণ যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপ্চে পড়ছে। কাজের সময় আমাকে গালি ও শাস্তি দেয়, চুপ করে থাকতে পারি না বলে বাড়তি কাজ আমার উপরে চাপিয়ে দেয়। প্রভু আমার জন্য যা করেছেন তা প্রত্যেক জনের কাছে আমাকে অবশ্যই বলতে হবে। আমি ধ্বংস (বিনষ্ট) পথের যাত্রী ছিলাম, তিনি আমাকে একজন নতুন মানুষ, একটা নতুন সৃষ্টি তৈরি করেছেন। এরপরেও কি আমি নীরব থাকব? না, কখনও না। যতক্ষণ আমার ঠোঁট কথা বলতে পারে, আমি প্রত্যেকের কাছে তাঁর মহান ভালবাসা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিব।

শিবিরে যাবার পথে খ্রীষ্টেতে অনেক ভ্রাতা ভগ্নিদের সাথে আমাদের সাক্ষাত হয়েছিল। এটা কতই আশ্চর্য যে ভ্রাতা ভগ্নিদের প্রথম দর্শনে

আত্মিক ভাবে বুঝতে পারেন যে তারা ঈশ্বরের সন্তান। কথা বলা অর্থহীন। প্রথম দেখা থেকে তুমি বুঝতে ও জানতে পার যে তারা কে।

শিবিরে যাবার পথে এক রেলওয়ে স্টেশনে এক মহিলা আসলেন এবং আমাদের খাবার দিলেন এবং মাত্র দুটো শব্দ বললেন, **"ঈশ্বর জীবন্ত"**।

প্রথম সন্ধ্যায় যখন আমরা এখানে পৌছলাম (খুব দেরী হয়েছিল), আমাদের মাটির নীচে সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের আমরা "তোমার সঙ্গে শান্তি থাকুক" বলে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলাম। আমাদের আনন্দের জন্য সমস্ত কোণ থেকে আমরা উত্তর শুনেছিলাম "আমরা শান্তিতে তোমাদের গ্রহণ করছি"। এবং প্রথম সন্ধ্যা থেকে আমাদের মনে হয়েছিল যে আমরা এক পরিবারের লোক।

হ্যাঁ, এটা সত্যি তাই ছিল। এখানে অনেকেই খ্রীষ্টকে তাদের ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা রূপে বিশ্বাস করেছিল। কয়েদীদের অর্ধেকেরও বেশী বিশ্বাসী। আমাদের মধ্যে বড় বড় গায়ক ও সুসমাচার প্রচারক আছেন। সন্ধ্যা বেলায়, কঠিন কাজের পরে আমরা যখন সকলে একত্রিত হই, এটা কতই না আশ্চর্য যে আমরা অন্ততঃ কিছু সময় প্রার্থনায় আমাদের ত্রাণকর্তার চরণে কাটাতে পারি। খ্রীষ্টেতে সব স্থানে স্বাধীনতা আছে। এখানে আমি অনেক সুন্দর সুন্দর গান শিখেছিলাম এবং ঈশ্বর প্রতিদিন আমাকে অনেক অনেক বাক্য দান করেন। উনিশ বৎসর বয়সে প্রথম বারের মত আমি খ্রীষ্টের জন্মদিন পালন করেছিলাম। এই আশ্চর্য দিনের কথা কখনও ভুলবো না।

আমাদের সারাদিন কাজ করতে হ'ত। কিন্তু আমাদের কয়েকজন ভাই পার্শ্ববর্তী নদীতে যেতে সক্ষম হয়েছিল। সেখানে তারা বরফ ভেঙ্গে একটা স্থান প্রস্তুত করেছিল। যেখানে রাত্রে ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে সাতজন ভ্রাতা (ভাই) এবং আমি বাপ্তিস্ম নিয়েছিলাম। ওহ্ আমি কত সুখী এবং মারিয়া তোমাকে আমার সঙ্গে কতই না পেতে চাই যেন আমার সামান্য কিছু ভালবাসা দিয়ে, পূর্বে তোমার বিরুদ্ধে যে অন্যায় করেছিলাম তার প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে তাঁর

নির্ধারিত স্থানে স্থাপন করেছেন এবং ঈশ্বর যেখানে আমাদের স্থাপন করেছেন সেখানে আমাদের দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে। ঈশ্বরের সমগ্র পরিবারের (সন্তানদের) ছেলেমেয়েদের শুভেচ্ছা দিও। ঈশ্বর যেমন আমাকে আশীর্বাদ করেছেন, তেমনি তোমার সাধারণ কাজে ঈশ্বর তোমাকেও প্রচুর আশীর্বাদ করুন। ইব্রীয় ১২ঃ১-৩ পদ পাঠ কর।

আমাদের সব ভাইয়েরা তোমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে এবং তারা আনন্দিত যে ঈশ্বরের প্রতি তোমার বিশ্বাস খুব শক্তিশালী যে তোমার দুঃখ কষ্টেও অবিরত তাঁর প্রশংসা করছো। যদি অন্যদের কাছে তুমি লিখ, তাদের আমাদের শুভেচ্ছা দিও।
তোমার
ভারিয়া

পঞ্চম চিঠি

প্রিয় মারিয়া;

অবশেষে তোমাকে কয়েক লাইন লেখার সুযোগ আমি পেয়েছি। আমার প্রিয় পাত্র, আমি তোমাকে বলতে পারি যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহে সিস্টার এক্স এবং আমি সুস্বাস্থ্যে আছি ও ভাল বোধ করছি। আমরা বর্তমানে ( ) আছি [স্থানের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে]।

তোমার মাতৃসুলভ যত্নের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। তুমি যা কিছু আমাদের জন্য প্রস্তুত করেছিলে আমরা তা সব পেয়েছিলাম। সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস বাইবেলের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যেকে ধন্যবাদ জানাই। তুমি যখন তাদের লেখ, তাদেরকে আমার শুভেচ্ছা দিও এবং আমার জন্য তারা যা করেছে সেই জন্য তাদের ধন্যবাদ দিও।

যেহেতু প্রভু তাঁর পবিত্র ভালবাসার নিগূঢ় রহস্য আমার কাছে প্রকাশ করেছেন আমি নিজেকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুখী মনে করি। যে সমস্ত নির্যাতন আমাকে সহ্য করতে হয় আমি তাকে বিশেষ অনুগ্রহ মনে করি। আমি খুশী যে প্রভু আমাকে আমার বিশ্বাসের প্রথম দিন থেকে তাঁর জন্য কষ্টভোগ করার জন্য মহানন্দ দিয়েছেন। আমার জন্য প্রার্থনা কর যেন শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকতে পারি।

প্রভু তোমাদের সকলকে পবিত্র যুদ্ধে রক্ষা ও সবলতা দান করুন।

সিস্টার এক্স এবং আমি তোমাদের সকলকে চুম্বন করি। আমাদের যখন [স্থানের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে] পাঠানো হবে, তখন তোমাকে আবার লেখার সুযোগ হবে। আমাদের সম্বন্ধে দুঃশ্চিন্তা করো না। আমরা সুখী এবং আনন্দিত, কারণ স্বর্গে আমাদের পুরষ্কার প্রচুর (মথি ৫ঃ১১-১২ পদ)।

তোমার ভারিয়া

এইটা ভারিয়া সেই কমিউনিষ্ট তরুণী যে খ্রীষ্টকে খুঁজে পেয়েছিল, তার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিল এবং বন্দী-শ্রমের দণ্ডাদেশ ভোগ করেছিল, তার শেষ চিঠি। তার কথা আর শোন যায় নি কিন্তু তার মধুর ভালবাসা ও খ্রীষ্টের জন্য সাক্ষ্য কষ্টভোগকারী বিশ্বস্ত গোপন মণ্ডলীর আত্মিক সৌন্দর্য প্রকাশ করে।

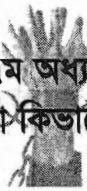

৭ম অধ্যায়
পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টিয়ানেরা কিভাবে সাহায্য করতে পারে

আমাকে "গোপন মণ্ডলীর কণ্ঠস্বর" বলা হয়েছে। খ্রীষ্টের দেহের সম্মানিত অংশের কণ্ঠস্বর হবার যোগ্য আমি নিজেকে মনে করি না।

যদিও কমিউনিষ্ট দেশগুলোতে গোপন মণ্ডলীর একাংশ কয়েক বছর পরিচালনা করেছি। অলৌকিকভাবে আমি চৌদ্দ বৎসর নির্যাতন ও কারাবাস, তন্মধ্যে দুই বৎসর কারাগারে "মৃত্যুর কক্ষে" কাটিয়ে বেঁচে ছিলাম। এর চেয়ে বড় অলৌকিকতায় ঈশ্বর আমাকে কারাগার থেকে বাইরে আনার যথার্থতা দেখেছিলেন। রুমানিয়ার গোপন মণ্ডলী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে আমার দেশ পরিত্যাগ করা এবং বিশ্বের স্বাধীন খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে একটা বার্তা নিয়ে যাওয়া উচিত। অলৌকিকভাবে আমার পরিবার এবং আমি দেশ ত্যাগ করতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং ডজন খানেক বন্দী দেশগুলোতে পিছে পড়ে থাকা পরিশ্রমী, ঝুঁকিপূর্ণ কষ্ট ভোগকারী মুমূর্ষু মানুষেরা আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছিল আমি তা সফল করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

আমি আমার সেই ভাইদের পক্ষে কথা বলি যারা অসংখ্য নামহীন কবরে শায়িত আছে। আমি আমার সেই ভাইদের পক্ষে কথা বলছি যারা এখন গোপনে বনে জঙ্গলে, মাটির নীচ তলায়, চিলে কোঠায় মিলিত হন। যে বার্তা আমি গোপন মণ্ডলী থেকে বয়ে নিয়ে আসি তা হলোঃ

"আমাদের পরিত্যাগ করবেন না।"

"আমাদের ভুলবেন না।"

"আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করবেন না।"

"আমাদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি দিন! সেগুলো ব্যবহারের জন্য আমরা মূল্য দিব।"

এই সমস্ত বার্তা উন্মুক্ত মণ্ডলীতে (মুক্ত মণ্ডলী) বলার দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছে। আমি গোপন মণ্ডলী, নীরব মণ্ডলী, বোবা মণ্ডলীর জন্য কথা বলি, যাদের কথা বলার কণ্ঠস্বর নাই।

বন্দীদেশগুলোতে আপনার ভাই বোনদের কান্না শুনুন। তারা রক্ষা, নিরাপত্তা অথবা সহজ জীবন চান না। তারা তাদের তরুণদের নাস্তিকতার বিষে আক্রান্ত হওয়ার বিরুদ্ধে পরবর্তী বংশধরদের রক্ষার জন্য পাল্টা আক্রমণের শুধুমাত্র সরঞ্জামাদি চান। তারা ঈশ্বরের বাক্য ছড়াবার কাজে বাইবেল চান। যদি তাদের তা না থাকে তবে তারা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্য ছড়াবেন?

গোপন মণ্ডলী হলো একজন শল্য চিকিৎসকের মতো যিনি ট্রেনে করে যাত্রা করেছিলেন। ট্রেনটা অপর এক ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল এবং শত শত খন্ড-বিখন্ড, আহত এবং মূমুর্ষু লোক মাটিতে পড়ে ছিল। শল্য চিকিৎসক মূমুর্ষু লোকদের কাছে হেঁটে গিয়ে চিৎকার করেছিল, "আমার যদি যন্ত্রপাতি থাকতো" "আমার যদি যন্ত্রপাতি থাকতো"। শল্য চিকিৎসার এই যন্ত্রপাতির দ্বারা তিনি অনেক জীবন বাঁচাতে পারতেন। তার ইচ্ছা ছিল . . . . . কিন্তু তার যন্ত্রপাতি ছিল না। এইখানেই গোপন মণ্ডলীর অবস্থান। এটা এমনই যে তার সমস্ত কিছু দিতে ইচ্ছুক। তার শহীদদের দিতেও সে খুবই ইচ্ছুক। এটা এমনই যে কারাগারে বছরের পর বছর থাকার ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক। কিন্তু তার সমস্ত ইচ্ছুকতার কোন মূল্য নাই, যদি এর কাজ করার মত যন্ত্রপাতি না থাকে। আপনারা যারা মুক্ত আছেন, তাদের কাছে বিশ্বস্ত, সাহসী গোপন মণ্ডলীর স্বনির্বন্ধ অনুরোধ হলোঃ "আমাদেরকে যন্ত্রপাতি- সুসমাচার, বাইবেল, ধর্ম পুস্তিকা ও সাহায্য দিন এবং আমরাই শেষ টুকু করবো।"

মুক্ত বিশ্বের খ্রীষ্টিয়ানেরা কিভাবে সাহায্য করতে পারে

মুক্ত বিশ্বের প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ান নিম্নে উল্লেখিত পন্থায় তাৎক্ষণিক সাহায্য করতে পারে।

নাস্তিকেরা এমন মানুষ যারা তাদের জীবনের অদৃশ্য উৎসকে স্বীকার করে না। পৃথিবী ও জীবনের রহস্য সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নাই। খ্রীষ্টিয়ানেরা সবচেয়ে ভাল যে সাহায্য করতে পারে তা হল, তাদেরকে না দেখলেও বিশ্বাসে হাঁটিয়ে অদৃশ্য ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতার জীবন পরিচালনা করতে। সামঞ্জস্যপূর্ণ খ্রীষ্টিয় জীবন ও ত্যাগের জীবন

পরিচালনার মাধ্যমে তারা আমাদের সবচেয়ে ভাল সাহায্য করতে পারে। খ্রীষ্টিয়ানেরা যতবার নির্যাতিত হন ততবার তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করে সাহায্য করতে পারে।

নির্যাতনকারীরা যেন পরিত্রাণ পায় এই জন্য পাশ্চাত্য খ্রীষ্টিয়ানরা তাদের জন্য প্রার্থনা করে আমাদের সাহায্য করতে পারেন। এই ধরণের প্রার্থনা সরল মনে হতে পারে। আমরা কমিউনিষ্টদের জন্য প্রার্থনা করেছিলাম এবং পরের দিন প্রার্থনার পূর্বের চেয়ে আরো নিকৃষ্টভাবে আমাদের নির্যাতন করেছিল। কিন্তু জেরুশালেম প্রভু যীশুর প্রার্থনাও সরল ছিল। এই প্রার্থনার পর তাঁকে ক্রুশারোপিত করেছিল। কিন্তু মাত্র কয়েক দিন পর, তারা তাদের বক্ষে করাঘাত করেছিল এবং একদিনে পাঁচ হাজার লোক মন পরিবর্তন করেছিল।

অন্যদের ক্ষেত্রেও প্রার্থনা বিফল হয় নি। যে কোন প্রার্থনা যা আপনারা অন্যের জন্য বিনতি করেন তা যদি গৃহীত না হয় তা আপনার কাছে মহা আশীর্বাদ হয়ে ফেরত আসবে। খ্রীষ্টের বাক্য পরিপূর্ণ করার জন্য অন্যান্য অনেক খ্রীষ্টিয়ান এবং আমি সব সময় হিটলার ও তার লোকদের জন্য প্রার্থনা করেছিলাম। আমি নিশ্চিত যে মিত্র সৈন্য বাহিনীর গোলাগুলির মত আমাদের প্রার্থনা তাকে পরাজিত করতে সাহায্য করেছিল।

আমাদের প্রতিবাসীদের আমাদের মত অবশ্য ভালবাসতে হবে। অন্যদের মত কমিউনিষ্ট ও অন্যান্য নির্যাতনকারীরাও আমাদের প্রতিবেশী।

"আমি আসিয়াছি যেন তাহারা জীবন পায় ও উপচয় পায়" (যোহন ১০ঃ১০ পদ)। খ্রীষ্টের এই বাক্য আমাদের জানাতে না পারার ফলই হচ্ছে কমিউনিষ্টরা। খ্রীষ্টিয়ানেরা এই উপচয়ের জীবন প্রত্যেকের কাছে এখনও প্রাপ্য করতে পারে নাই। তারা জীবনের মূল্যবান সবকিছুর ঝালরে কিছু অবশিষ্ট রেখেছে। এই ব্যক্তিবর্গ (মানুষেরা) বিদ্রোহী হয়েছে এবং কমিউনিষ্ট পার্টি ও অন্যান্য ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করেছে। সামাজিক অন্যায়ের শিকার হওয়া মানুষেরাই এখন তিক্ত ও নিষ্ঠুর হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু খ্রীষ্টিয়ানেরা যদিও শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে তারা তাকে বুঝে ও ভালবাসে।

কেউ কেউ বিদ্রোহের জীবন যাপন করছে এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ নিরপরাধ নই। আমরা অন্ততঃ কর্তব্য অবহেলার দায়ে অপরাধী।

এই জন্য তাদেরকে ভালবেসে আমাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তাদেরকে পছন্দ করা ও তাদের জন্য প্রার্থনা করবার থেকেও এটি সম্পূর্ণ ভাবে আলাদা বিষয়।

আমি সহজ ভাবে এটা মেনে নেব না যে, শুধু মাত্র ভালবাসায় এই সমস্যাগুলো সমাধান করা যাবে। গুন্ডাবাদ সমস্যার সমাধান হিসাবে শুধু মাত্র ভালবাসা ব্যবহারের উপদেশ আমি রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে দিব না। গুন্ডাবাহিনীর জন্য শুধু পালক নয়- কিন্তু পুলিশ বাহিনী, বিচারক ও কারাগার অবশ্য থাকতে হবে। গুন্ডাদল মন পরিবর্তন না করলে তাদেরকে অবশ্য কারাগারে যেতে হবে। আমি কখনও ভালবাসা বিষয়ক খ্রীষ্টিয় বাক্যকে ন্যায্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রতিরোধ হিসাবে কিম্বা কমিউনিষ্ট ও অন্যান্য স্বৈরাচারী যারা কিছুই না কিন্তু আন্তর্জাতিক মানের গুন্ডাদল তাদের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক যুদ্ধ হিসাবে ব্যবহার করব না। গুন্ডাদল যারা টাকার থলি চুরি করে; তারা সম্পূর্ণ দেশটাকে চুরি করে।

কিন্তু পালক ও ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি খ্রীষ্টিয়ানের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে- এই বিদ্রোহী জাতিকে খ্রীষ্টের কাছে আনতে তারা যে অপরাধই করুক না কেন- আসলে তো তারা অপরাধের শিকার। তাদের জন্য বিবেচনা সহকারে আমাদের প্রার্থনা করতে হবে।

বাইবেলের জরুরী প্রয়োজন

অন্যভাবে মুক্ত খ্রীষ্টিয়ানেরা বাইবেল ও বাইবেলের অংশ সমূহ পাঠিয়ে সাহায্য করতে পারে। মুক্ত খ্রীষ্টিয়ানেরা যদি গোপন মণ্ডলীতে আমাদের ভাই বোনদের সরবরাহ করে, নিষিদ্ধ দেশগুলোতে নিরাপদে তা পাঠানোর ব্যবস্থাও আছে। যখন রুমানিয়ায় ছিলাম, বিশেষ উপায়ে আমি অনেক বাইবেল পেয়েছিলাম। পাঠানোর জন্য কোন সমস্যা সৃষ্টি হবে না- শুধুমাত্র তা অবশ্য সরবরাহ করতে হবে।

সেগুলোর ভীষণ প্রয়োজন আছে। চীন ও উত্তর কোরিয়ার মত কমিউনিষ্ট দেশ গুলোতে হাজার হাজার খ্রীষ্টিয়ানেরা কয়েক দশক ধরে বাইবেল কিম্বা সুসমাচার দেখেন নাই।

এটা শুনতে করুন লাগে একজন রাশিয়ান তার আত্মাকে তৃপ্ত করতে বাইবেলের একটা পৃষ্ঠা পাবার জন্য অনুনয় করছে।

একদিন দুইজন দরিদ্র গ্রামবাসী একটা বাইবেল ক্রয় করার জন্য আমার বাড়িতে এসেছিল। তারা তাদের গ্রাম থেকে শীতের সময় বরফ হয়ে যাওয়া মাটি সরানোর কাজ নিয়ে এসেছিল ও আশা ছিল যেন উপার্জিত অর্থ দিয়ে একটা পুরাতন, ছেড়া বাইবেল ক্রয় করে তাদের গ্রামে নিয়ে যেতে পারে। আমেরিকা থেকে যেহেতু আমি বাইবেল পেয়েছিলাম, আমি তাদের পুরাতন ছেড়া বাইবেল নয়, কিন্তু নতুন একটা বাইবেল দিতে সক্ষম হয়েছিলাম। তারা তাদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেন নি। এর জন্য তারা আমাকে টাকা দিতে চাইল কিন্তু আমি তা নেইনি। তারা বাইবেল নিয়ে দ্রুত তাদের গ্রামে ফিরে গেল। কিছু দিন পর অদমিত উৎফুল্লজনক আনন্দের এক চিঠি আমি পেয়েছিলাম যাতে বাইবেলের জন্য তারা আমাকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছিল। এতে ত্রিশজন গ্রামবাসীর স্বাক্ষর ছিল। তারা অতি সতর্কতার সাথে বাইবেলটাকে ত্রিশটা খন্ড (অংশে) কেটে বিভক্ত করে এবং একে অপরের সঙ্গে অংশ বিনিময় করে পড়ত।

এটা শুনতে করুণ লাগে একজন রাশিয়ান তার আত্মাকে তৃপ্ত করতে বাইবেলের একটা পৃষ্ঠা পাবার জন্য অনুনয় করছে। তারা একটা গরু কিম্বা একটা ছাগলের বিনিময়ে একটা বাইবেল পেলেও খুশী হয়। একজন লোক তার বিয়ের আংটির পরিবর্তে একখানা ব্যবহৃত ছেড়া নতুন নিয়ম নিয়েছিল। অনেক ছেলেমেয়ে কখনও বড়দিনের কার্ড দেখে নাই। যদি তাদের কাছে একটা থাকতো, গ্রামের সব ছেলেমেয়েরা এর চারপাশে একত্রিত হ'ত, এবং কোন বৃদ্ধ লোক তাদের কাছে শিশু যীশু, কুমারী মাতার গর্ভে তাঁর জন্ম এবং খ্রীষ্টের গল্প ও পরিত্রাণ ব্যাখ্যা করতেন। এই সমস্ত একটা বড়দিনের কার্ড থেকে হ'ত। নিষিদ্ধ দেশে খ্রীষ্টিয়ানদের

কাছে আমরা বাইবেল, সুসমাচার এবং ধর্ম পুস্তিকা পাঠাই। এইভাবে আপনি/আপনারা কিছু করতে পারেন।

শিশু শ্রেণী থেকে কলেজ পর্যন্ত আমাদের তরুণদের নাস্তিকতার বিষ দেবার পাল্টা আক্রমণ হিসাবে আমরাও বিশেষ ধর্মপুস্তিকা মুদ্রণ ও প্রেরণ করে থাকি। সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিষ্টরা "নাস্তিক নির্দেশিকা" (দি এথিয়েস্টস গাইড বুক) প্রস্তুত করেছিল যা হলো নাস্তিকের বাইবেল।

শিশু শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের সহজ অনুবাদ থেকে শিক্ষা দেয়া হয় এবং শিশুদের উন্নতির সাথে সাথে ঐ একই নির্দেশিকা বইয়ের উচ্চতর অনুবাদ থেকে শিক্ষা দেয়া হয়। শিশু এই "মন্দ বাইবেল" অনুসরণ করে, বৃদ্ধি পায় এবং নাস্তিকতার বিষ নিয়ে জীবনের সমস্ত পথে অগ্রসর হয়। নাস্তিকতার বিষাক্ত শিক্ষার জবাবে খ্রীষ্টিয় উত্তর "নাস্তিক নির্দেশিকার প্রতি জবাব" (দিএন্সার টু দ্যা এথিয়েস্টস্ হেন্ডবুক) পুস্তিকা আমরা মুদ্রণ ও প্রেরণ করি।

বিষে আক্রান্ত আমাদের তরুণদের জন্য একটা উত্তর অবশ্য থাকতে হবে। এটা ঈশ্বরের উত্তর,- এটা খ্রীষ্টিয় উত্তর- এটা আমাদের উত্তর। এটা আর একটা জিনিস যা আপনারা করতে পারেন, তা হলো ঈশ্বরকে যে সমস্ত দেশে অবৈধ করা হয়েছে সেখানে ধর্মীয় বিশেষ পুস্তিকা সরবরাহ করে সাহায্য করতে পারেন। সেই সাহিত্য পুস্তিকার মধ্যে অর্থবোধক তরুণ সাহিত্য এবং ছোটদের বাইবেল থাকবে।

আমরা গোপন মণ্ডলীর সদস্যদের সঙ্গে অবশ্য "হাত মিলাবো" এবং একক ব্যক্তিদের কাছে সুসমাচার প্রচারের জন্য যাত্রা খরচের আর্থিক ব্যবস্থা করবো। সুতরাং অর্থের অভাবে ভ্রমন টিকিট ও যাত্রাকালীন খাদ্য না থাকায় তাদের অনেকেই বাড়ীতে "আবদ্ধ" আছেন। এই ভাবে তারা আটক থাকেন, বিশ থেকে ত্রিশ মাইল দূরবর্তী গ্রাম থেকে গোপন সভার জন্য ডাক আসলেও তারা নড়তে পারেন না। প্রত্যেক মাসের খরচ সরবরাহ করে আমরা তাদের "বন্ধন মুক্ত" করতে পারি, যেন তারা দূরবর্তী শহর এবং গ্রামের আহবানে ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে যেতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ আমরা ভিয়েতনামী এবং চীনা পালকদের জন্য মোটর সাইকেল ক্রয় করি; যারা তাদের দেশের "নিষিদ্ধ এলাকা"য় সুসমাচার প্রচার করে।

খ্রীষ্টিয়ান অপেশাদার নারী পুরুষদের জন্য অর্থনৈতিক সাহায্য অবশ্য থাকতে হবে। খ্রীষ্টিয়ান হয়ে তারা জীবন ধারণ টুকু উপার্জন করতে পারে; গ্রামে গ্রামে গিয়ে সুসমাচার প্রচার করার মত তাদের কিছুই থাকে না। এটাই অলৌকিকতা যে মাসে মাত্র কয়েকটা ডলারই তাদের উপকার করতে পারে।

সরকারী মণ্ডলীগুলোর পালকেরা যারা গোপনে অনুরূপ পরিচর্যা চালিয়ে যান, সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গোপনে তাদের অর্থ অবশ্য সরবরাহ করতে হবে। নিয়মনীতি অগ্রাহ্য করে নিজেদের স্বাধীনতার ঝুঁকি নিয়ে ছেলে-মেয়ে, তরুণ এবং বয়স্কদের কাছে গোপনে সুসমাচার প্রচার করা এই ইচ্ছুকতা পালকদের জন্য যথেষ্ট নয়। তাদের সকল গোপন পরিচর্যা চালিয়ে যাবার জন্য আর্থিক ব্যবস্থা অবশ্য থাকতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে গোপন মণ্ডলীর একজন সদস্যকে অর্থ দিলে কার্যকারী সুসমাচার প্রচারে সাহায্য হবে।

এরপর, বন্দী জাতিদের কাছে আমাদের রেডিও এর মাধ্যমে সুসমাচার সম্প্রচার অবশ্য করতে হবে। মুক্ত বিশ্বে স্টেশন ব্যবহার করে আমরা গোপন মণ্ডলীকে আত্মিক ভাবে আহার দান করতে পারি; যার জীবন খাদ্য খুবই প্রয়োজন। কারণ কমিউনিষ্ট সরকার তাদের নিজের জনগণের কাছে তাদের প্রচারণা ছড়াবার জন্য শর্ট ওয়েভ রেডিও ব্যবহার করে। নিষিদ্ধ দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষের রেডিও আছে, যা এই সমস্ত সম্প্রচার গ্রহণ করে। নিষিদ্ধ দেশগুলোতে রেডিও সম্প্রচারের দুয়ার খোলা আছে এবং এই কাজকে অবশ্য প্রসার করতে হবে। এই সম্প্রচার গোপন মণ্ডলীর জন্য আত্মিক খাবার অবশ্য সরবরাহ করতে হবে। এই আর একটা উপায়ে আপনারা নিষিদ্ধ দেশগুলোর গোপন মণ্ডলীকে সাহায্য করতে পারেন।

খ্রীষ্টিয়ান শহীদ পরিবারগুলোর দুঃখবহ ঘটনা

খ্রীষ্টিয়ান সাক্ষ্যমর পরিবারগুলোরও আমাদের সাহায্য প্রয়োজন। সেই রকম অনেক দশ হাজার পরিবার অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট ভোগ করছে। গোপন মণ্ডলীর কোন সদস্য যখন গ্রেফতার হন, এক দুঃখবহ ঘটনা সেই পরিবারে

আঘাত করে। তাদেরকে অন্য জন সাহায্য করা সাধারণতঃ অবৈধ কাজ বলে গণ্য হয়। পিছনে রেখে যাওয়া স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের উপর দুঃখ কষ্ট বৃদ্ধির একটা সরকারী সুপরিকল্পনা। একজন খ্রীষ্টিয়ান যখন কারাগারে যায় এবং তখন নির্যাতন অথবা মৃত্যু ঘটে- সেটা যাতনার আরম্ভ মাত্র। তার পরিবার অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করে। আমি একটা তথ্য উল্লেখ করতে পারি যে যদি মুক্ত বিশ্বের সাধারণ খ্রীষ্টিয়ানেরা আমাকে ও আমার পরিবারের জন্য সাহায্য না পাঠাতো এই সব কথা লেখার জন্য আমরা কখনও বেঁচে থাকতাম না।

প্রতিনিয়ত যারা সাক্ষ্যমর হচ্ছেন তারা কবর প্রাপ্ত হন, ঈশ্বরের কাছ থেকে পুরস্কার পান কিন্তু, তাদের পরিবার ভয়ানক দুঃখবহ অবস্থার মধ্যে বাস করে। আমরা তাদের সাহায্য করতে পারি এবং তাদের অবশ্য সাহায্য করতে হবে। নিশ্চয়, আমরা অবশ্য অনাহারী ভারতীয় ও আফ্রিকানদেরও সাহায্য করবো। কিন্তু নিষিদ্ধ দেশে খ্রীষ্টের জন্য যারা মৃত্যুবরণ করেছেন অথবা যারা তাদের বিশ্বাসের জন্য কারাগারে নির্যাতিত হয়েছেন তাদের পরিবারের চেয়ে অন্য কোনজন খ্রীষ্টিয়ানদের সাহায্য পাবার ব্যাপারে অগ্রগামী নয়।

আমার মুক্তির পর, দ্যা ফভেস অব দ্যা মার্‌টির্‌স্‌ সংস্থা সাক্ষ্যমর খ্রীষ্টিয়ান পরিবারদের জন্য ইতিমধ্যে অনেক সাহায্য পাঠিয়েছে। কিন্তু সেগুলো যৎসামান্য, আপনাদের সাহায্য পেলে আমরা আরও সাহায্য করতে পারব।

গোপন মণ্ডলী থেকে আপনাদের জন্য আমার বার্তা

গোপন মণ্ডলীর বেঁচে যাওয়া ও রক্ষা পাওয়া একজন সদস্য হিসাবে, আমি আমার পিছনে ফেলে আসা ভাইদের পক্ষ থেকে, আপনাদের কাছে একটা বার্তা, একটা আবেদন, একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি।

এই বার্তা আপনাদের কাছে প্রদান করার জন্য তারা আমাকে পাঠিয়েছেন। এটা প্রদান করতে আমি অলৌকিক ভাবে বেঁচে গিয়েছি।

কমিউনিষ্ট বিশ্বে ও অন্যান্য বন্দী জাতিগোষ্ঠীর দেশে খ্রীষ্টকে প্রচারের জরুরী প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমি আপনাদের বলেছি। আমি খ্রীষ্টিয়ান সাক্ষ্যমর পরিবারে জরুরী সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার কথা আপনাদের বলেছি। আমি আপনাদের বাস্তব পন্থার কথা বলেছি, যাতে গোপন মণ্ডলীকে তার সুসমাচার প্রচারের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে আপনারা সাহায্য করতে পারেন।

আমাকে যখন আমার পায়ের পাতার নীচে প্রহার করা হয়েছিল, আমার জিহ্বা কেঁদেছিল। কেন আমার জিহ্বা কেঁদেছিল? এটা তো প্রহারিত হয় নাই। এটা কেঁদেছিল কারণ জিহ্বা এবং পা উভয়ই একই দেহের অংশ। মুক্ত খ্রীষ্টিয়ানেরা সেই একই খ্রীষ্টের দেহের অংশ যা নিষিদ্ধ দেশগুলোতে এখন প্রহারিত হয়, যা এখন খ্রীষ্টের জন্য সাক্ষ্যমর হয়। আপনারা কি আমাদের ব্যথা অনুভব করতে পারেন না?

আদি মণ্ডলী তাঁর সমস্ত সৌন্দর্যে, ত্যাগে এবং উৎসর্গ করণে এই দেশগুলোতে আবার জীবন্ত হয়ে এসেছে।

যখন আমাদের প্রভু যীশু গেৎশিমানী বাগানে প্রার্থনায় মর্মান্তিক দুঃখার্ত হয়েছিলেন, পিতর, যাকোব এবং যোহন "ইতিহাসের সবচেয়ে বড় নাটক থেকে মাত্র এক ঢিল ছোড়ার দূরত্বে ছিলেন- কিন্তু তারা ঘুমে অচেতন ছিল। আপনার খ্রীষ্টিয় উদ্বেগ ও দান কত খানি সাক্ষ্যমর মণ্ডলীর সাহায্যের জন্য পরিচালিত হয়েছে? আপনার পালক ও মণ্ডলীর নেতাদের জিজ্ঞাসা করুন যে আপনার নামে বিশ্ব ব্যাপী নিষিদ্ধ দেশগুলোতে আপনার ভাই বোনদের সাহায্যের জন্য কি করা হচ্ছে?

এই দেশগুলোতে যখন আদি মণ্ডলীর ঘটনা, সাহসিকতা এবং আত্ম বলিদানের পূনরাবৃতি ঘটছে। তখন মুক্ত মণ্ডলী ঘুমায়। সেখানে আমাদের ভাইয়েরা সাহায্য ছাড়াই একাকী বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে মহৎ এবং সবচেয়ে সাহসী যুদ্ধ পরিচালনা করছে যা আদি মণ্ডলীর বীরত্ব, সাহস ও উৎসর্গকরণের সমকক্ষ। মুক্ত মণ্ডলী তাদের লড়াই ও মর্মান্তিক দুঃখ ভুলে ঘুমিয়ে আছে। যেমন পিতর, যাকোব এবং যোহন ত্রাণকর্তার চরম মর্মান্তিক দুঃখের সময় ঘুমিয়ে ছিলেন।

আপনিও কি ঘুমাবেন যখন আপনার ভাইয়েরা খ্রীষ্টের জন্য দুঃখ ভোগ করছেন এবং সুসমাচারের জন্য যুদ্ধ করছেন?

আপনি কি আমাদের বার্তা শুনছেন;
"আমাদের স্মরণ করুন, আমাদের সাহায্য করুন"।
"আমাদের পরিত্যাগ করবেন না"!

এখন বিশ্বস্ত, সাক্ষ্যমর মণ্ডলী থেকে, কমিউনিষ্টবাদী নাস্তিকতার বন্ধনে যাতনা পাওয়া ভাই বোনদের পক্ষ থেকে এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে আফ্রিকা পর্যন্ত বিশ্ব ব্যাপী তাদের আক্রমণের শিকার হওয়া সকলের পক্ষ থেকে এই বার্তা প্রদান করলাম। তাদের পরিত্যাগ করবেন না।

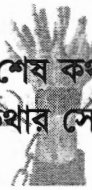

শেষ কথা
সাহসী কথার সেই মানুষটি

পাষ্টর রিচার্ড ওয়ার্মব্র্যাণ্ড প্রথম খ্রীষ্টিয়ান নেতা ছিলেন না যিনি রুমানিয়ার কমিউনিষ্ট নিষ্ঠুর অত্যাচার থেকে রেহাই পেয়েছিলেন। তাঁর পূর্বে অন্যরা ছিলেন। তথাপি বেশিরভাগ পশ্চিমা বিশ্ব গোপন মণ্ডলীর দুঃখ কষ্ট সহ্য করা সম্বন্ধে অজ্ঞাত ছিল। কেন কেউ কোন কথা বলেননি?

রুমানিয়া থেকে চলে যাবার সময় পাষ্টর ওয়ার্মব্র্যাণ্ডের কাছে এই উত্তর স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যখন গোয়েন্দা পুলিশ অফিসারেরা কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে কখনও কিছু না বলার জন্য তাকে সতর্ক করে দিয়েছিল। পাশ্চাত্যে তাদের প্রতিনিধিরা আছে এবং ওয়ার্মব্র্যাণ্ডের কাছে স্পষ্ট করেছিলেন যে তারা তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। সে কথা বলবে কেন? সে কি যথেষ্ট দুঃখ কষ্ট ভোগ করে নি?

কিন্তু ওয়ার্মব্র্যাণ্ড কথা বলেছিলেন। কমিউনিষ্টদের ভীতি প্রদর্শন ও পশ্চিমা মণ্ডলীর কিছু নেতার সমালোচনা উপেক্ষা করে কমিউনিষ্ট নির্যাতনের শিকার মানুষদের ও তাদের বিজয়ী বিশ্বাসের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

আমেরিকায় (যুক্তরাষ্ট্রে) তার প্রথম বৎসরে, কমিউনিষ্ট সমর্থক মিছিলে বাধা দেবার প্রতিবাদে পাষ্টর ওয়ার্মব্র্যাণ্ডকে দুইবার আটক করা হয়েছিল। সিনেট সভার সামনে সাক্ষ্য দেবার জন্য তাকে আহবান করা হয়েছিল, কোমর পর্যন্ত কাপড় খুলে অবিরত নির্যাতনের আঠারোটা বঘীর ক্ষত চিহ্নের স্বাক্ষর প্রকাশ করেছিলেন।

কোন কোন খ্রীষ্টিয়ান তাকে এমন পাগল বলে আখ্যা দিয়েছিলেন- যার নিঃসঙ্গ কারাকক্ষে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। অন্যদের কাছে "লৌহ

যবনিকার পৌল" অথবা "গোপন মণ্ডলীর কণ্ঠস্বর" বলে পরিচিত হয়েছিলেন। ফিলাডেলফিয়া হেরাল্ডের একজন সাংবাদিক ওয়ার্মব্র্যাণ্ড সম্পর্কে বলেছিলেন, "তিনি সিংহদের মাঝে দাঁড়িয়ে ছিলেন কিন্তু তারা তাকে গ্রাস করতে পারে নাই"।

১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে ১০০ ডলার, একটা পুরনো টাইপ রাইটার এবং ৫০০ জনের নাম ঠিকানা সম্বল করে পাষ্টর ওয়ার্মব্র্যাণ্ড "দ্যা ভয়েস অব দ্যা মারটিরস" (সাক্ষ্যমরদের কণ্ঠস্বর) সংবাদ পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করেছিলেন। এই ক্ষুদ্র প্রকাশনা বিশ্বব্যাপী নিষিদ্ধ। দেশে আমাদের ভাই-বোনেরা যে দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছেন সেগুলো এবং তাদের সাক্ষ্যের কথা জানানোর জন্য এটি উৎসর্গীকৃত হয়েছিল।

এই সংবাদপত্র অন্যগুলোর মত ছিল না। পাঠকেরা তার নৃশংসতার বর্ণনায় ভীত হয়ে ওয়ার্মব্র্যাণ্ডদের কাছে চিঠি লিখতেন "এটা কেমন করে সত্য হতে পারে"? অন্যরা বলেছিলেন সংবাদপত্রটা তাদের দুঃস্বপ্ন দিয়েছে এবং তারা আর পেতে চান না। কিন্তু যারা দুঃখ কষ্ট এবং নির্যাতন ছাড়িয়ে দেখেছিলেন তারা একটা সৌন্দর্য দেখেছিলেন,- নারী পুরুষ এবং এমনকি ছেলে-মেয়েদের হৃদয়ে সেই সৌন্দর্য- যারা খ্রীষ্টকে অস্বীকার করেন নি। পাঠকেরা অবশ্য লক্ষ্য করেছেন যে একটা জীবন্ত বিশ্বাস পাষ্টর ওয়ার্মব্র্যাণ্ডের মত মানুষদের সমর্থ করেছিল যেন কারা কক্ষের লোহার গরাদকে চুম্বন করে খ্রীষ্টের দুঃখের সহভাগী হতে উৎসাহী হয়।

পশ্চিমা বিশ্বে খ্রীষ্টিয়ানদের প্রতি নির্যাতনকে প্রায় মানব অধিকারের বিষয় বলে বিবেচনা করা হয় এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও তার নিরাপত্তার জন্য সরকারকে জোড় চাপ দেয়। হতে পারে এটা আংশিক সত্য, আমাদের যুক্তি তর্কের উর্দ্ধে উঠে স্বর্গীয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। যীশু বলেছেন, "দাস আপন প্রভু হইতে বড় নয়; লোকে যখন আমাকে তাড়না করিয়াছে, তখন তোমাদিগকেও তাড়না করিবে" (যোহন ১৫ঃ২০ পদ)। তিনি আমাদের আরো সতর্ক করেছেন যে, "জগতে

তোমরা ক্লেশ পাইতেছ" (যোহন ১৬ঃ৩৩ পদ) এবং "আমার নাম প্রযুক্ত তোমরা সকলের ঘৃণিত হইবে" (মথি ১০ঃ১২ পদ)। "আনন্দ করিও, উল্লাসিত হইও, কেননা স্বর্গে তোমাদের পুরষ্কার প্রচুর" (মথি ৫ঃ১২ পদ।

যারা অভাবে পড়েছে তাদের সাহায্য করার জন্য প্রতিটা সুযোগ গ্রহণের জন্য যদিও আমরা আহুত হয়েছি, খ্রীষ্টিয়ানদের নির্যাতিত হওয়াকেও আমাদের স্বীকার করতে হবে। বারজন শিষ্যের মধ্যে এগার জনকে হত্যা করা হয়েছিল। যীশু কখনও বলেন নি যে আমাদের জন্য এটা আলাদা হবে। আমরা যারা খ্রীষ্টে আছি এটা আমাদের অংশ। আমরা সকলেই পাষ্টর ওয়ার্মব্র্যাণ্ডের নির্যাতনের মত নির্যাতিত হবার জন্য আহুত হইনি। কিন্তু যখন পরীক্ষা আসে আমাদের আশ্চর্য হওয়া উচিত নয় বরং খ্রীষ্টের জন্য দুঃখভোগ করার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হওয়ায় আনন্দ করা উচিত। তিনি আরো বলেছেন, "ধন্য যাহারা ধার্মিকতার জন্য তাড়িত হইয়াছে, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই" (মথি ৫ঃ১০ পদ)।

পৌল ১ম করিন্থীয় ১২ঃ২৫-২৬ পদে খ্রীষ্টের দেহের অঙ্গ প্রতঙ্গের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছেন, "যেন দেহের মধ্যে বিচ্ছেদ না হয়, বরং অঙ্গ সকল যেন পরস্পরের জন্য সমভাবে চিন্তা করে। আর এক অঙ্গ দুঃখ পাইলে তাহার সহিত সকল অঙ্গই দুঃখ পায়, এবং এক অঙ্গ গৌরব প্রাপ্ত হইলে তাহার সহিত সকল অঙ্গই আনন্দ করে"। ইব্রীয় পুস্তকের লেখক এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন, "আপনাদিগকে সহবন্দী জানিয়া বন্দীগণকে স্মরণ করিও, আপনাদিগকে দেহবাসী জানিয়া দূর্দশাপন্ন সকলকে স্মরণ করিও" (ইব্রীয় ১৩ঃ৩ পদ)। এই পদটা ১৯৬৭ সাল থেকে "দ্যা ভয়েস অব দ্যা মারটিরস (সাক্ষ্যমরদের কণ্ঠস্বর)" এর মূলসুর হয়ে আছে।

নতুন নিয়মের অধ্যয়নে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে নির্যাতন মণ্ডলীর কাছে অপরিচিত হবে না। তাই, দেহের অঙ্গ

পরিশিষ্ট
মরণ পর্যন্ত বিশ্বস্ত

ত্রিশ বৎসরের উপর এই বইটা মুদ্রিত হয়েছে। "খ্রীষ্টের জন্য নির্যাতিত" বইটা খ্রীষ্টিয়ান, নন-খ্রীষ্টিয়ান বিভিন্ন পেশাজীবি, কৃষ্টি এবং ধর্মীয় অনুসারীর হাজার হাজার মানুষের জীবনকে স্পর্শ করেছে। যদিও খ্রীষ্ট ধর্মের মত ও দিক নিয়ে সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে পার্থক্য আছে। নির্যাতিত মণ্ডলীর বার্তা ইব্রীয় ১৩ঃ৩ পদের অধীনে অনেক মানুষকে একত্রিত হতে প্রণোদিত করেছে। "আপনাদিগকে সহবন্দী জানিয়া বন্দীগণকে স্মরণ করিও"।

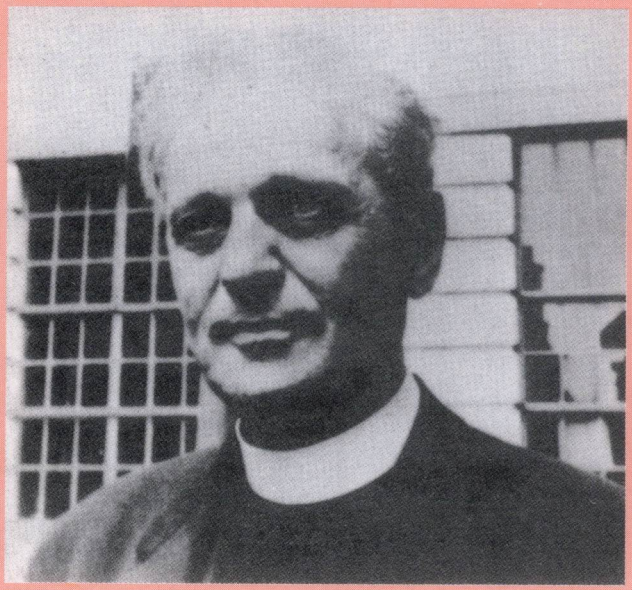

Living Sacrifice Book Company
P.O. Box 2273
Bartlesville, OK 74005-2273
USA.